পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 76 Saturday, 15 February, 2025 ✳ ৩০ বর্ষ, ৭৬ সংখ্যা ✳ ২ ফাল্গুন ১৪৩১, শনিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ✳ আজ ৮ পাতা ✳ মূল্য– ৩ টাকা

পড়ুয়াদের কাছ থেকে বেশি টাকা নিতে পারবে না স্কুল

নির্দেশ জেলা পরিদর্শকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ স্কুলগুলিকে ফি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করল জেলা স্কুল শিক্ষা দফতর। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও সরকার পোষিত স্কুল পড়ুয়াদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি নিতে পারবে না। হাওড়া জেলা স্কুল পরিদর্শক সম্প্রতি জেলার সমস্ত স্কুলগুলিকে এই নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, স্কুলের উন্নয়নের খাতে পড়ুয়াদের থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, যদি টাকা নিয়ে থাকে তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কত টাকা স্কুল ফি নিতে হবে সে বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায়। জেলা স্কুল পরিদর্শক নির্দেশিকায় জানিয়েছেন, সরকার-পোষিত স্কুলগুলি ২৪০টাকার বেশি ফি পড়ুয়াদের কাছ থেকে নিতে পারবে না। উন্নয়নের জন্যও এর বেশি টাকা নেওয়া যাবে না। আর বেশি টাকা নেওয়ার পর ফিরিয়ে না দেওয়া হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে, জেলা স্কুল পরিদর্শকের তরফে এই নির্দেশিকা আসতেই বাম সংগঠন এসএফআই দাবি করেছে যে তাদের গত তিন বছর ধরে হাওড়ার স্কুল পরিদর্শককে এনিয়ে তথ্য দেওয়া হচ্ছে। তাদের লাগাতার

আন্দোলনের কারণেই এই পদক্ষেপ। এবিষয়ে এসএফআই জেলা নেতৃত্বের দাবি, তারা এনিয়ে কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনের কারণেই হাওড়া জেলায় স্কুলশিক্ষা দফতর এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল যে হাওড়া জেলায় সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা দফতরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, শিক্ষা দফতর আগেই নির্দেশ দিয়েছিল যে কোনও স্কুল পড়ুয়াদের কাছ থেকে ২৪০ টাকার বেশি ফি নিতে পারবে না। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে স্কুলগুলি সেই নির্দেশ অমান্য করছে। জানা যাচ্ছে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার সরকার পোষিত সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকাদের এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল। তবে এসএফআই দাবি করেছে, তাদের আন্দোলন চলতেই থাকবে। স্কুলে অনেক শূন্যপদ আছে। দ্রুত সেই শূন্য জায়গা পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের আরও অভিযোগ, অনেক স্কুল তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। এরফলে এই সব স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। এসএফআই এই দাবি নিয়ে আগামী ৮ এপ্রিল হাওড়ার জেলা শাসককে স্মারকলিপি জমা দেবে বলে জানিয়েছে।

একধাক্কায় ৫ ডিগ্রি কমল তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ তাপমাত্রার ওঠানামার খেলা সারা শীত জুড়ে দেখেছে বাংলা। সকালে উঠে কেমন অনুভূতি হবে, রাতে তা বোঝার উপায় থাকছে না। শুক্রবারও তেমনই একটি দিন। বৃহস্পতিবার রাতে যাদের মাথার ওপর ফ্যান ঘুরেছে, শুক্রবার সকালে তারাই কম্বলটা টেনে নিয়েছে। কারণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাপমাত্রা কমে গিয়েছে অনেকটা। আবহাওয়াবিদদের হিসেব বলছে শীতের বিদায় বেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর হয়ত কয়েকটা দিন থাকবে হাতে। তার মধ্যেই আজ, শুক্রবার তাপমাত্রা কমল প্রায় পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন ভোর থেকেই শীতের অনুভূতি টের পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গে শীতল বাতাস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট বলছে, শুক্রবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যেটা স্বাভাবিক তাপমাত্রা বলেই জানাচ্ছেন। গত কয়েকদিন কুয়াশার দাপট থাকলেও শুক্রবার মূলত পরিষ্কার আকাশ। আগামী কয়েকদিন এভাবেই তাপমাত্রার ওঠা নামা চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে এই ঠান্ডা আর বেশিদিন থাকবে না বলেই পূর্বাভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস। এবার চলে যাওয়ার পালা। গত কয়েকদিন ধরে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে তাপমাত্রা সেভাবে নামেনি। বেশ গরম অনুভূত হয়েছে। অনেকেই রাতে ফ্যান চালিয়েছেন। তবে সকালে যে এভাবে ঠান্ডা হাওয়া বইবে, তা বোধহয় অনুমান করেননি কেউই। রবিবার থেকে ফের তাপমাত্রা বাড়বে। এদিকে ফাল্গুনের শুরুতেই ভিজতে চলেছে বাংলা। বিয়ের মরশুমে বৃষ্টির পূর্বাভাস। হাওয়া অফিস বলছে, ২০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণবঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ১৯ ফেব্রুয়ারিও কিছু জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বুধ-বৃহস্পতি, দু'দিনই বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে কলকাতায়। ১৯ তারিখ থেকে বিশেষ করে দুই মেদিনীপুর, দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়ায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। কুড়ি তারিখ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে বঙ্গোপসাগরে। তা থেকেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে জানাচ্ছেন আবহওয়াবিদরা। বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গও। এদিন উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। যদিও তারপর ফের শুকনো। ১৮ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা থাকছে না বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বর্ধমানে শর্তসাপেক্ষে মোহন ভাগবতের সভার অনুমতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ মাধ্যমিকের কথা বলে বর্ধমানে মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল আরএসএস। ওই মামলায় বর্ধমানে শর্তসাপেক্ষে মোহন ভাগবতের সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই প্রশ্নও তেলেন, ''রবিবার স্কুল ছুটি, তাহলে সমস্যা কোথায়?'' এরপরই সভার অনুমতি দিয়ে আদালত জানিয়েছে, রবিবার বর্ধমানে দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠান করতে পারবে আরএসএস। তবে পরীক্ষার্থীদের কোন ভাবেই পঠন পাঠনের সমস্যা না হয়, সাউন্ড যাতে বহুদূর পৌঁছতে পারে তাও নজর রাখতে হবে আয়োজক কর্তৃপক্ষকে। বর্ধমানের সাই কমপ্লেক্সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা আগামী রবিবার। আবেদনকারীর দাবি, তাঁরা রবিবার অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু অনুষ্ঠান মঞ্চের এলাকায় স্কুল থাকায় সেখানের অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলার কারণে সাউন্ড বক্স ব্যবহার করে অনুষ্ঠান করা যাবে না। যদিও রবিবার স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলাতেই এদিন রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।

হেলে পড়া বিল্ডিং নিয়ে বড় পদক্ষেপ! আইআইটির বিশেষজ্ঞ নিয়ে কমিটি গড়ল রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বাঘাযতীন, ট্যাংরা, কামারহাটি, বিধাননগর, বাগুইআটি, তপসিয়া। বহুতল হেলে পড়ার তালিকা দীর্ঘতর। বছরের শুরুতে তাসের ঘরের মতো একের পর এক বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার পাশাপাশি শহরের অন্যান্য এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বহুতল ঘিরে বিতর্কও কম হচ্ছে না। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে আগামীদিনে ফের কোনও বহুতল হেলে পড়লে বা বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা ঠিক করতে খ।ড়্গাপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞ নিয়ে বিশেষ কমিটি গড়ল রাজ্য। জানা যাচ্ছে, আট সদস্যের এই কমিটির মাথায় রয়েছেন রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত সচিব অরূপরতন মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, খড়্গাপুর আইআইটির ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিটেকচার অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিংয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান বিপ্লবকান্তি সেনগুপ্ত। এছাড়া কমিটিতে রয়েছেন আরও দুই বিশেষজ্ঞ আর্কিটেক্ট। এছাড়াও রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মকর্তারাও রয়েছেন ওই কমিটিতে। নবান্ন সূত্রের খবর, কোথাও বেআইনিভাবে নির্মাণের অভিযোগ উঠলে এখন থেকে এই কমিটি সেই অভিযোগের তদন্ত করবে। এমনকী কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে, তা নিয়ে প্রযুক্তিগত মতামতও দেবেন কমিটির সদস্যরা। প্রসঙ্গত বেআইনি বহুতল বিতর্কে ইতিমধ্যে পুরসভার কাউন্সিল চেম্বারে জরুরি বৈঠকে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, বেআইনি নির্মাণে জিরো টলারেন্স কলকাতা পুরসভার। বেআইনি নির্মাণ করে যারা কলকাতাকে নষ্ট করছে, তাদের দিন শেষ। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ফিরহাদ এও বলেন, ''এনাফ ইজ এনাফ। বেআইনি নির্মাণের দিন শেষ। বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকদের মেয়র নির্দেশ দেন, বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত হলেই কড়া পদক্ষেপ করুন। সেই বিল্ডিং-এর গায়ে বড় করে লিখে দিন বিল্ডিং প্ল্যান সাসপেন্ডেড।'' তবে ফ্ল্যাট হেলে পড়ার জেরে বহু বাসিন্দাও সমস্যা পড়ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনে পথে বসে গেলাম। সূত্রের খবর, ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে এবার থেকে প্রতিটি বহুতল নির্মাণের আগে তার প্ল্যান এবং সেখানকার জমি-সহ যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখবে নয়া কমিটি।

মাথার দাম ছিল ১.১০ কোটি টাকা!

বাহিনীর গুলিতে ঝাঁঝরা সেই ২৮ মাওবাদী, খতম আরও ৩

ছত্তিশগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ সব মিলিয়ে যে মাওবাদীদের মাথার দাম ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, তাদেরই গুলিতে ঝাঁঝরা করে নিকেশ করল নিরাপত্তাবাহিনী! বিজাপুরের এনকাউন্টার প্রসঙ্গে শুক্রবার এমনই দাবি করেছে ছত্তিশগড় পুলিশ। এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, বিজাপুরের এনকাউন্টারে যে ৩১ জন মাওবাদীকে খতম করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ২৮ জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আর এই ২৮ জন মাওবাদীরই মাথার দাম ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা! আর, এই ২৮ জন নিহত মাওবাদীর মধ্যে ১৭ জন পুরুষ এবং বাকি ১১ জন মহিলা।

গত ৬ জানুয়ারি একটি ভয়াবহ আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় নিরাপত্তাবাহিনীর আটজন সদস্য শহিদ হন এবং একজন সাধারণ নাগরিককেও প্রাণ হারাতে হয়। সেই প্রাণঘাতী হামলার যে মাস্টারমাইন্ড ছিল, সেই মাওবাদীকেও বিজাপুরের এনকাউন্টারে খতম করা হয়। রাজ্যের বাস্তার রেঞ্জের পুলিশের আইজি (ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ) সুন্দররাজ পি জানিয়েছেন, যে ৩১ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম - হুঙ্গা কার্মা। সে ছিল মাওবাদীদের পশ্চিম বাস্তার ডিভিশনের সম্পাদক। সরকারের পক্ষ থেকে তার মাথায় দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকা। এই প্রসঙ্গে আইজি বলেন, ''গত ৬ জানুয়ারি নিরাপত্তাবাহিনীর উপর যে প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল, সেই ঘটনার মূলচক্রী ছিল এই ব্যক্তি। এছাড়াও, ২০০৬ সালে মুরকিনার ক্যাম্পে যে আক্রমণ করা হয়েছিল, তারও নেপথ্যে ছিল এই হুঙ্গা কার্মা। ১৯ বছর আগের সেই ঘটনায় শহিদ হয়েছিলেন ১১ জন পুলিশকর্মী। এর পরের বছর - ২০০৭ সালে রানিবোদলি ক্যাম্পে হামলা চালানো হয়। সেই ঘটনায় নিহত হন নিরাপত্তাবাহিনীর ৫৫ জন সদস্য।'' হুঙ্গা কার্মা শঙ্কু নামেও পরিচিত ছিল। মাওবাদীদের বিভাগীয় কমিটির সদস্য ছিল সে। ১৯৯৬ সালে বেআইনি এই সংগঠনের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়। তার বিরুদ্ধে মাওবাদী হামলা সংক্রান্ত মোট আটটি ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বিজাপুর জেলার একাধিক থানায় হামলা চালানোর ঘটনাগুলিও তার মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও, পুলিশের শিবিরে হামলা, অপহরণ, খুনের মতো নানা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। আইজি আরও জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে যে মাওবাদীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তাদের দেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনজনকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। চলতি বছরে সবেমাত্র দেড়মাসের মতো সময় অতিবাহিত হয়েছে। আর এরই মধ্যেই ছত্তিশগড়ে একাধিক অভিযান চালিয়ে নিরাপত্তাবাহিনী মোট ৮১ জন মাওবাদীকে নিকেশ করেছে। তাদের মধ্যে ৬৫ জনকে খতম করা হয়েছে শুধুমাত্র বাস্তার ডিভিশনেই। যা বিজাপুর এবং অন্য ছ'টি জেলা নিয়ে গঠিত। বাস্তারে একের পর এক মাওদমন অভিযান চালিয়ে এবছর এখনও পর্যন্ত ৭৭টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে - দু'টি একে-৪৭ রাইফেল, পাঁচটি এসএলআর, দু'টি ইনসাস রাইফেল, এবং তিনটি .৩০৩ রাইফেল।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে দুঃসাহসিক ডাকাতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ শহর কলকাতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। শুক্রবার সাত সকালে সেখানেই ঘটে গেল দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা। অভিযোগ, অস্ত্র দেখিয়ে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা এবং সোনার গয়না লুট করা হয়েছে একটি অভিজাত বাড়ি থেকে। ঘটনায় বাড়ির দুই পরিচারিকার ভূমিকা সন্দেহজনক বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ইতিমধ্যে লালবাজারের অপরাধ দমন শাখা এবং বটতলা থানার পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে। আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের গতিবিধি জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের প্রধান রাস্তার ওপরেই রয়েছে ৩২৬এ অভিজাত বাড়ি। শুক্রবার সকালে সেই বাড়িতেই ঢোকে দুই দুষ্কৃতী। বাড়ির পরিচারিকা সন্ধ্যা দাস পুলিশকে জানান, নীচে থেকে কলিং বেল বাজাতে তাঁরা রিমোর্ট কন্ট্রোলে দরজা খুলে দেন। এরপরই ধারাল অস্ত্র নিয়ে দো-তলা হাজির হয় দুই দুষ্কৃতী। বাড়ির মালকিন ৬৬ বছরের মধুরিমা মৈত্রর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে দুষ্কৃতীরা নগদ কয়েক লক্ষ টাকা এবং সোনার গয়না লুঠ করে বলে অভিযোগ।

পণ-আইনের অপব্যবহার হচ্ছে, মহিলাদের লোভে ছারখার বহু স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ পণের দাবিতে নির্যাতন ও গার্হস্থ্য হিংসা রোখার জন্য যে আইন রয়েছে, তার অপব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এই আইন অনেক ক্ষেত্রেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে হেনস্থা করতে এবং কৌশলে সুবিধা আদায়ের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মন্তব্যের পাশাপাশি, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া নির্যাতনের মামলাও খারিজ করে দিয়েছে আদালত। ওই মামলায় অভিযোগ ছিল, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পণ ও সম্পত্তির জন্য হয়রানি করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছে, এই ধরনের মামলায় প্রায়শই স্বামী-সহ পুরো পরিবারকে অপরাধী করে ফেলা হয়, অথচ অভিযোগের পক্ষে কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে না। দিল্লি হাইকোর্টও এই বিষয়ে একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতি অমিত মহাজন এক নির্দেশে বলেন, ''বিবাহিত মহিলাদের সুরক্ষা দিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারা চালু করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এটি এখন স্বামী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে হেনস্থার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এবং তাদের ওপর চাপ প্রয়োগের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।'' আদালত জানায়, মামলাটি খারিজ করার অন্যতম কারণ হল, অভিযুক্ত স্বামী ও তাঁর স্ত্রী ২০১৪ সাল থেকেই আলাদা থাকছিলেন। ফলে, দীর্ঘদিন পর এই অভিযোগ দায়ের করায় মামলার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযুক্তের আইনজীবী সঞ্চার আনন্দ

আদালতে জানান, তাঁর মক্কেলকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, মামলাটি দায়ের করা হয়েছে স্ত্রীর নিজের পরকীয়ার ঘটনা লুকোনোর জন্য। আবেদনকারী স্বামী জানান, ২০১৪ সালে তিনি তাঁর স্ত্রীর অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি পান। এরপর থেকে তাঁরা আলাদা থাকতে শুরু করেন। পরে, ২০১৯ সালে 'নৃশংসতার' অভিযোগের ভিত্তিতে নিম্ন আদালতে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়। অন্যদিকে, স্ত্রীর পক্ষের আইনজীবী অনুরাগ শর্মা দাবি করেন, বিবাহবিচ্ছেদের রায় এই মামলার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রভাবিত করে না। তিনি বলেন, তাঁর মক্কেল অভিযোগপত্রে সুস্পষ্ট অভিযোগ এনেছেন এবং সেই মামলা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবে হাইকোর্ট দু'পক্ষের সওয়াল শোনার পরে বিবেচনা করে জানায়, এফআইআরে কোনও নির্দিষ্ট তারিখ, সময় বা নির্যাতনের সুনির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ নেই। দীর্ঘদিন পর মামলাটি দায়ের করাও সন্দেহজনক। বিচারপতি বলেন, ''যখন অভিযোগগুলো অস্পষ্ট এবং মামলার নথিতে ঘটনার সময় নিয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই, তখন এই ধরনের বিচার চালিয়ে যাওয়া আইনের অপব্যবহারের সমান।'' একথা বলে দিল্লি হাইকোর্ট এফআইআর খারিজ করে। পাশাপাশি, একই দিনে, সুপ্রিম কোর্টও এ ধরনের আইনি ব্যবস্থার অপব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। শীর্ষ আদালত বলে, পারিবারিক বিরোধ মেটাতে বা স্বামীর উপর চাপ প্রয়োগ করতে অনেক সময় ৪৯৮এ ধারার অপব্যবহার হয় এবং এতে পরিবারের নিরপরাধ সদস্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। গত ডিসেম্বরেও সুপ্রিম কোর্ট এক পর্যবেক্ষণে বলেছিল যে, ''এই আইন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার অস্ত্র হয়ে উঠেছে বা স্বামীর পরিবারের ওপর অনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।'' অতুল সুভাষের আত্মহত্যার ঘটনা এখনও টাটকা দেশবাসীর মনে। স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে, ভুয়ো অভিযোগ এনে মানসিক নির্যাতনের দীর্ঘ অভিযোগ জানিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পরে সারা দেশজুড়ে চর্চা শুরু হয়, নারীসুরক্ষা আইনের অপব্যবহার নিয়ে। শুধু সুভাষ নন, তার পরে এরকমই ভুয়ো অভিযোগের হেনস্থার মুখে পড়ে আরও বেশ কিছু পুরুষের আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। এবার সেসব নিয়েই প্রশ্ন উঠল দিল্লি হাইকোর্টেও।

রাজীব জমানা শেষ, '২৬-এর ভোটের আগেই দায়িত্বে নয়া নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ চলতি বছরের শেষেই নতুন প্রধান কমিশনার পেতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন যিনি এই বছরের শেষের দিকে বিহার এবং সম্ভবত আগামী বছর বাংলা ও তামিলনাড়ুর পাশাপাশি অসম ও কেরলে নির্বাচন পরিচালনা করবেন। আগামী সোমবার নির্বাচন কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং লোকসভায় বিরোধী দলনেতা, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। গত ২৭ জানুয়ারি পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নাম বাছাইয়ের জন্য তিন সদস্যের কমিটি গড়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার অবসর নেবেন। তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে পাঁচ জন শীর্ষস্তরের আমলার নাম বাছাই করবে সার্চ কমিটি। নির্বাচন নিয়ন্ত্রণকারী নয়া আইন সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের শুনানির একদিন আগে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি মুখ্য নির্বাচন কমিশনায় রাজীব কুমার অবসর নেবেন। তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে পাঁচ জন শীর্ষ স্তরের আমলার নাম বাছাই করবে সার্চ কমিটি। তার পর সেই সুপারিশ যাবে নিয়োগ কমিটির কাছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের পুরনো বিধি অনুযায়ী বাকি দুই নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে 'সিনিয়র কমিশনার'কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করার কথা ছিল। সেই হিসাবে জ্ঞানেশ কুমারের ওই পদে বসার কথা। গত সপ্তাহের দিল্লি নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি নির্বাচন কমিশনের প্রধান হিসেবে মেয়াদ শেষ করেন রাজীব।

শান্তিপুর হাসপাতালের অমানবিক কাণ্ডে ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্য দফতর! রিপোর্ট তলব

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ শান্তিপুর জেলা হাসপাতালের অমানকিক কাণ্ডে ক্ষুব্ধ রাজ্য। এ ব্যাপারে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের (সিএমওএইচ) কাছে রিপোর্ট তলব করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। শুক্রবারই ভাইরাল হয় হাসপাতালের একটি ছবি, তাতে দেখা যাচ্ছে, ৫ বছরের মেয়ে হাসপাতালে বমি করে ফেলায় মেয়ের বাবাকে দিয়ে জোর করে বমি পরিষ্কার করাচ্ছেন চিকিৎসক (ছবির সত্যতা দুরন্ত বার্তা যাচাই করেনি) । এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সমাজের সর্বস্তর থেকে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিষয়টি জানতে পেরে এরপরই দ্রুত পদক্ষেপ করে রাজ্য। মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন বাবা। ডাক্তার দেখানোর সময় ছোট্ট মেয়ে বমি করে ফেলে। হাসপাতালে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক তখন তাঁকেই সেই বমি পরিষ্কার করতে বাধ্য করেন বলে অভিযোগ। হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যক্তি। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বুধবার রাতে শান্তিপুরের বাসিন্দা সমীর শীল তার পাঁচবছরের মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে আচমকাই বমি করে ফেলে শিশুটি। সমীরবাবুর অভিযোগ, বমি করতে দেখে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। তাঁকে তাঁর মেয়ের

বমি পরিষ্কার করতেও বাধ্য করা হয়। সেই ছবি ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অপমানিত ওই ব্যক্তি শুক্রবার শান্তিপুর হাসপাতালের সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, ''প্রচণ্ড জ্বর ও বমি হতে থাকায় আমার মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম। হাসপাতালে অপেক্ষা করার সময় আমার বাচ্চাটি বমি করে ফেলে। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক আমাকে জানান, হাসাপাতালে কোনও সুইপার নেই, আমার মেয়ের বমি আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে। আমি ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও উনি কিছু মানতে চাননি। বরং আমাকে বমি পরিষ্কারে বাধ্য করেন।'' ভাইরাল ভিডিও ঘিরে হইচই শুরু হতেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যের নির্দেশে ইতিমধ্যে হাসপাতালের সুপারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন সিএমওএইচ। তবে এবার সুপার, সিএমওএইচ বা হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অভিযুক্ত চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়দের একাংশও। অতীতেও ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল।

নিয়োগ মামলায় কাকুর পর এবার কুন্তলেরও কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করা হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ কালীঘাটের কাকুর পর এবার কুন্তল ঘোষ। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার কুন্তলের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি কুন্তলের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ইতিমধ্যে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি নিয়োগ মামলায় কুন্তলেরও নমুনা সংগ্রহের জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিন সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্তদের তালিকায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অয়ন শীলদের সঙ্গে নাম রয়েছে কুন্তল ঘোষেরও। তবে ইডি এবং সিবিআই দুটি মামলাতেই আগেই জামিন পেয়েছে কুন্তল। আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবীর দাবি, তদন্ত করতে গিয়ে বেশ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তার ভিত্তিতেই কুন্তলের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করা দরকার। এরপরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আবেদনে অনুমতি দেয় আদালত। ২০২৩ সালের ২০ জানুয়ারি কুন্তলকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় টাকা আদায়ের অন্যতম মাথা ছিল কুন্তল। নিয়োগ মামলায় কুন্তলের হাতে পাঁচ কোটি টাকা তুলে দিয়েছিল তাপস মণ্ডল। এছাড়াও কুন্তল নিজে চাকরি দেওয়ার নাম করে বাজার থেকে তিন কোটি টাকা তুলেছিল।

পুলওয়ামার শহীদদের ত্যাগ ও উৎসর্গকে দেশ কখনই ভুলবে না, শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ পুলওয়ামা হামলার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার পুলওয়ামা হামলার ষষ্ঠ বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, পুলওয়ামা হামলার শহীদদের ত্যাগ ও উৎসর্গকে দেশ কখনই ভুলবে না।শুক্রবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় আমরা যে সাহসী বীরদের হারিয়েছিলাম তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। ভবিষ্য প্রজন্ম তাঁদের ত্যাগ এবং দেশের প্রতি অটল উৎসর্গকে কখনই ভুলবে না।

ফ্রান্স ও আমেরিকায় 'সফল' সফর শেষ, ওয়াশিংটন থেকে দিল্লি রওনা মোদী

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ফ্রান্স ও আমেরিকায় 'সফল' সফর শেষে মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে নতুন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধাননন্ত্রী মোদী।দুই দেশ সফরের শুরুতে ফ্রান্স গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেখানে এআই অ্যাকশন সামিটে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও ফ্রান্সের মার্সেই শহরে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্বোধন করেন মোদী। ফ্রান্স সফর শেষে তিনি যান আমেরিকায়। ১২-১৩ ফেব্রয়ারি আমেরিকা সফর শেষে মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর মোদী সরকারঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ২০১৯ সালের সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর মোদী সরকার।পুলওয়ামা হামলার ষষ্ঠ বার্ষিকীতে শুক্রবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শাহ লিখেছেন, নরেন্দ্র মোদী সরকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করে সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শাহ আরও জানান, একটি কৃতজ্ঞ দেশের পক্ষ থেকেনআমি ২০১৯ সালের এই দিনে পুলওয়ামায় কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হওয়া জওয়ানদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। সামাজিক মাধ্যমে অমিত শাহ লেখেন, সন্ত্রাসবাদ সমগ্র মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং সমগ্র বিশ্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে অভিযানে হেরোইন উদ্ধার, একজনকে পাকড়াও করলো পুলিশ

মুর্শিদাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের বালিগ্রামে একটি ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইন-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে এই অভিযান চালানো হয়। ধৃতের নাম জাইদুল শেখ। বা।ভিগবানগোলা থানার চর লবণগোলা। তার কাছ থেকে ২৭৪ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত ভগবানগোলা থানার কালুখালি এলাকায় হাত বদলের জন্য হেরোইন নিয়ে আসছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন পুলিশ অধিকারিকরা।)

রাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্ঘাতে ভারত শান্তির পক্ষেঃপ্রধানমন্ত্রী

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃরাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্ঘাতে ভারত শান্তির পক্ষে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার ভোরে হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি সর্বদা রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছি। দুই দেশের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছি। অনেকেই ভুল ধারণায় আছেন যে, ভারত নিরপেক্ষ, কিন্তু আমি আবারও বলতে চাই যে ভারত নিরপেক্ষ নয় আমরা এক পাশে আছি, আর সেটা হল শান্তি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমি মিডিয়ার সামনে বলেছি, এটা যুদ্ধের সময় নয়, যখন প্রেসিডেন্ট পুতিন আমার পাশে ছিলেন। এখনও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যুদ্ধের সমাধান যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া যায় না এবং শেষ পর্যন্ত, আমাদের টেবিলে থাকতে হবে। ভারত বিশ্বাস করে, যুদ্ধের সমাধান তখনই পাওয়া যাবে যখন এই সমস্যাটি একটি ফোরামে আলোচনা করা হবে, যেখানে উভয় দেশ (রাশিয়া ও ইউক্রেন) উপস্থিত থাকবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন - আমি সমর্থন করি এবং স্বাগত জানাই। আমি আশা করি সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সফল হবে।অন্যদিকে বাংলাদেশের ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরেই ছাড়লাম, মন্তব্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ওঠে। পড়শি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে ট্রাম্পের কাছে নিজের উদ্বেগ ব্যক্ত করেন মোদী।ট্রাম্প বলেন, ' দীর্ঘ দিন ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন। বহু বছর ধরে এই চেষ্টা চলছে আমি এই সংক্রান্ত খবরাখবর পড়ছি। তবে বাংলাদেশের ব্যাপারটা আমি মোদীর উপরেই ছাড়তে চাই।''পরে ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রী বলেন, 'বাংলাদেশ নিয়ে মোদী এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান ট্রাম্পকে জানিয়েছেন মোদী। নিজের উদ্বেগও ব্যক্ত করেছেন। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আমরা তাঁদের সঙ্গে গঠনমূলক এবং স্থিতিশীল আলোচনা করতে পারব। কিন্তু আপাতত ওখানকার পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বিগ্ন। ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়ে কথা বলেছেন।''অন্যদিকে ভারত ও আমেরিকার অংশীদারিত্ব গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এতে কোয়াড-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এইবার, ভারত কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে - আমরা সেই সময় আমাদের অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে নতুন ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা প্রসারিত করব।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমাদের টিম একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য কাজ করবে, যা পারস্পরিকভাবে দুই দেশের জন্য উপকৃত হবে। ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা তেল ও গ্যাস বাণিজ্য জোরদার করব। জ্বালানি পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়বে। পারমাণবিক শক্তি সেক্টরে, আমরা ছোট মডুলার রিঅ্যাক্টরের দিকে আমাদের সহযোগিতাকে আরও গভীর করার কথা বলেছি। ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে আমেরিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায় আমাদের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। আমাদের জনগণের সাথে-মানুষের সম্পর্ক বাড়াতে - আমরা শীঘ্রই লস অ্যাঞ্জেলেস এবং বোস্টনে আমাদের কনস্যুলেট খুলব। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে অফশোর ক্যাম্পাস খোলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ট্রাম্পকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের জনগণ, এখনও আপনার (প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প) ২০২০ সালের সফরের কথা মনে রেখেছে, ভারতের

মোদী বড় মানুষ, একজন বিশেষ নেতাঃডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, মোদী বড় মানুষ, একজন বিশেষ নেতা। হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানানোর সময় ট্রাম্প বলেন, আপনাকে মিস করেছি, আপনাকে অনে বেশি মিস করেছি।পরে হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যৌথ বিবৃতি দেওয়ার সময় ট্রাম্প বলেছেন, তিনি (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী) আমার চেয়ে অনেক ভালো আলোচক এবং তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালো আলোচনাকারী। এমনকি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই।

এক-দুই বছরের মধ্যে শান্তি ফিরবে মণিপুরেঃদিলীপ ঘোষ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মণিপুরে শান্তি ফেরার বিষয়ে আশাবাদী বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, এক-দুই বছরের মধ্যে শান্তি ফিরবে মণিপুরে। মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার বিষয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে ৭০ বছর পর ধারা ৩৭০ অপসারণের পরে জম্মু ও কাশ্মীরে কোনও হিংসা ঘটানোর কারও সাহস নেই। একইভাবে, আমাদের সরকার মণিপুরের সমস্যার মূলে গিয়েছে এবং এক অথবা দুই বছরের মধ্যে সেখানে শান্তি পুনরুদ্ধার করা হবে।পশ্চিমবঙ্গে নতুন ভোটার কার্ডের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ৪০-৫০ লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে নির্বাচনে জিতেছেন। আমরা এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি। তারা (তৃণমূল কংগ্রেস) এবার নির্বাচনে হেরে যাবে।

ভরতমুনি স্মরণ জয়ন্তী, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপন করল সংস্কার ভারতী

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃআমাদের দেশের অনেক মানুষেরই ধারণা, ইংরেজরা আসার আগে আমাদের দেশে নাট্যচর্চা হত না। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ওল্ড প্লে হাউস' অথবা 'দ্য বেঙ্গলি থিয়েটার'ই হল ভারতের প্রথম নাট্যশালা। কিন্তু তারা এই ইতিহাস ভুলে গেছে অথবা কৌশলে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভারতে প্রথম নাট্যচর্চা শুরু হয় এখন থেকে আনুমানিক ২,৪০০ বছর আগে। আর নাঃদনিক শিল্পের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল নাট্যশাস্ত্রের রচনা, যা ভরতমুনি রচনা করেন। একে যোগশাস্ত্র, নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদও বলা হয়। এই ভারতীয় নাট্যধারার জনক ভরত মুনিই প্রাচীন ভারতীয় নাটক, বিশেষ করে সংস্কৃত মঞ্চ নাটক ও অভিনয় বিদ্যা বিষয়ক নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। মাঘ মাসের শুভ মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে ভরতমুনি জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথি ধরেই হাজার হাজার বছর ধরে ভরতমুনি জয়ন্তী পালিত হয়ে

আসছে ভারতে। 'সংস্কার ভারতী'র অবশ্য পালনীয় দু'টি উৎসবের মধ্যে অন্যতম হল ভরতমুনি স্মরণ জয়ন্তী পালন।বুধবার সারা দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের ১১টি জেলায় পালিত হয় ভরতমুনি স্মরণ জয়ন্তী। বিভিন্ন নাট্যদলের সাথে যৌথ উদ্যোগে পালিত হয় এই জয়ন্তী। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রতিটি জেলা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ভরতমুনি স্মরণ জয়ন্তী পালন করা হয় সঙ্গীত, ভরতমুনির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, নাটকের গান ও ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে।রাজ্যব্যাপী ভরতমুনি জয়ন্তী পালন করা প্রসঙ্গে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)'-এর সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, আজকাল মানুষ সিনেমা বা সিরিয়ালের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষিত হলেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে নান্দনিকতা বা বিনোদনের জন্য অন্যতম স্থান ছিল নাটক। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব নাটক সম্পর্কে বলেছেন -'নাটকে লোকশিক্ষে হয়'। ভারতে নাট্যচর্চা হচ্ছে দীর্ঘ প্রায় ২৪০০ বছর ধরে। ইংরেজরা আমাদের দেশে আসার আগেও নাটক ভীষণ জনপ্রিয় ছিল ও শিক্ষার আধার হিসেবে বিবেচিত হত। বর্তমানে পুনরায় ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থান ও নাট্য শিল্পকে জনপ্রিয় করার জন্য এহেন উদ্যোগ এসেছে। ভরতমুনি জয়ন্তী পালনের মাধ্যমে সংস্কার ভারতী সরকারের সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নাট্যশিল্পকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তুলতে চায়।

ঢোলাহাটে দশম প্রণব রথযাত্রায় মানুষের ঢল, রশিতে টান দিলেন অনেকেই

ঢোলাহাট, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে দশম প্রণব রথযাত্রা ও হর গুরু শঙ্কর শিব শম্ভুর শতবর্ষ পালিত। যুগাচার্য্য শ্রীম স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১৩০ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুক্রবার দশম প্রণব রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই রথ প্রদক্ষিণ করেছে পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রামে। ওই রথের মহারথী হিসাবে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ও সারথি দেবাদিদেব মহাদেবকে পুজো করা হয়েছে। সুসজ্জিত ও বর্ণাঢ্য রথযাত্রায় শিশুদের ব্রতচারী, ক্যারাটে বাহিনী, মহিলা ঢাকী, আদিবাসী নৃত্য, বাংলা-ইংলিশ ব্যান্ড, কীর্তন দল সহ জীবন্ত ঠাকুর সেজে শিল্পীরা, মানুষের উসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।উল্লেখ্য, চলতি বছরে তারক ব্রহ্ম সিদ্ধ শিব নাম ওঁ হর গুরু শঙ্কর শিব শম্ভু - এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৩০-জন মায়েরা এই সিদ্ধ নামের নামাবলি গলাতে দিয়ে রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এই রথযাত্রায় উসাহিত ভক্ত এবং শিষ্যদের সঙ্গে পথের দুইপাড়ের অপেক্ষারত অসংখ্য মানুষের ভিড়ে রথ ও রথের দড়ি স্পর্শ করে। মন্মথপুর হিন্দু মিলন মন্দির থেকে রথ পরিক্রমা আরম্ভ হয়। এরপরে তা বাঁশতলা বাজার, মনসা মন্দির, মন্মথপুর প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির থেকে মন্মথপুর প্রণব মন্দির পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ ধরেই চলেছে অভিনব এই পরিক্রমা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ১৪ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩০ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৮ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

"শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে"

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃসেন্ট ভ্যালেন্টাইন ছিলেন একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও চিকিৎসক। তিনি নির্যাতিত খ্রিস্টানদের সেবা করতেন। তৎকালীন রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস আইন জারি করেন যে সেনাবাহিনীর কাজে নিযুক্ত যুবকদের বিয়ে করা চলবে না। তাঁর ধারণা ছিল বিবাহিত যুবকেরা দক্ষ সৈনিক হতে পারে না। তাই তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত সৈন্যদের বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এই আইন মেনে নিতে পারলেন না। তিনি মনে করেন এটি একটি অন্যায় আইন। তাই তিনি গোপনে সেনাবাহিনীতে কর্মরত সৈন্যদের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।রোমান সম্রাট এর কানে এই খবর পৌঁছে গেল। তিনি সেন্ট ভ্যালেন্টাইন কে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই কারাগারের কারারক্ষীর এক অন্ধ কন্যা ছিল। সেন্টট ভ্যালেন্টাইন এর চিকিৎসার জাদুতে কারারক্ষীর অন্ধ কন্যা দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়।এটা ছিল এক অলৌকিক ঘটনা। সেই কারণে কারারক্ষীর কন্যা জুলিয়া ও তার পরিবারের সকলে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। কারারক্ষীর কন্যা জুলিয়ার সঙ্গে ভ্যালেন্টাইনের একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। রোমান সম্রাটের কাছে সেই খবর পৌঁছালে তিনি সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যু দন্ডের আদেশ দেন। তাঁর জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁকে রোমান সম্রাট পৌত্তলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ভ্যালেনটাইন তা প্রত্যাখ্যান করেন।মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগের সন্ধ্যায় সেন্ট ভ্যালেন্টাইন কারারক্ষীর কন্যা জুলিয়া কে সম্বোধন করে একটি চিঠি লিখেন এবং তোমার ভ্যালেন্টাইন হিসেবে স্বাক্ষর করেন। জুলিয়া তখন আর অন্ধ ছিলেন না।সেন্ট ভ্যালেন্টাইন কে রোমের এক গির্জায় সমাহিত করা হয়েছিল। জুলিয়া নিজেই তাঁর কবরের স্থানে একটি গোলাপী পুষ্পিত বাদাম গাছ রোপণ করেছিলেন। আজ ও গোলাপী বাদাম গাছটি স্থায়ী প্রেম এবং বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছে।১৪ ই ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেন্টাইন কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে পোপ গেলাসিয়াস ১৪ ই ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর ১৪ ই ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয় ভ্যালেন্টাইন্স ডে।প্রথম দিকে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামক একজন খ্রিস্টান শহিদ কে সম্মান জানাতে খ্রিস্ট ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ঐতিহ্যের ছোঁয়ার মধ্য দিয়ে এটি বিভিন্ন দেশে প্রেম ও ভালোবাসার আনুষ্ঠানিক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে.থাকে।ভালো লাগা থেকে ভালোবাসার জন্ম দেয়। জন্ম নেয় প্রেম। জন্ম নেয় বিরহ ।তাই আজ বসন্তের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আজ ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ভালোবাসা দিবস। রোমান্টিক প্রেমের দিন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভালোবাসা দিবস বাঙালির কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট হতাশাজনক, ফের সরব অখিলেশ যাদব

বারাণসী, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃফের কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় বাজেট হতাশাজনক। শুক্রবার বারাণসীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, যে বাজেট চাকরি দেয়নি, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করেনি, বাণিজ্য বাড়ায়নি... সেই বাজেট ছিল হতাশাজনক। এই সরকার প্রতারণা করেছে এবং জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি বিল (ওয়াকফ (সংশোধন) বিল) এনেছে।সম্প্রতি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন এন বীরেন সিং। এরপর বৃহস্পতিবার থেকেই মণিপুরে লাগু হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন। এ প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব বলেছেন, এমনটা অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল।

অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক ফড়নবিসের, ফলপ্রসূ বললেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। মহারাষ্ট্রে নতুন ফৌজদারি আইন প্রযোগের বিষয়ে পর্যালোচনা করতে এই বৈঠক হয়। বৈঠকের পর ফড়নবিস বলেছেন, ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে। দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনটি ফৌজদারি আইনের বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা ডেকেছেন। আমরা কীভাবে আইনের নতুন বিধান নিয়ে কাজ করছি, তা তিনি পর্যালোচনা করেছেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের পক্ষ থেকে, আমরা তাঁকে জানিয়েছি, আমরা ৭ বছরের বেশি পুরনো মামলাগুলির জন্য ফরেনসিক পরিকাঠামোর জন্য ২৭টি ভ্যান মোতায়েন করেছি।ফড়নবিস আরও বলেছেন, আমরা আদালতের জন্য অনলাইন সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু নতুন আইন অনুযায়ী, আমাদের আদালত এবং ফরেনসিক ল্যাবগুলিতে একটি মনোনীত, নিবেদিত এবং নোটিফাইড কিউবিকেল স্থাপন করতে হবে। আমরা এটি নিয়ে.কাজ শুরু করেছি এবং এটি আগামী ৬ মাসের মধ্যে শেষ হবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে মামলার শুনানি হবে এবং অভিযুক্তদের বারবার আদালতে হাজির করতে হবে না। আমাদের ২ লাখ কর্মী-সমৃদ্ধ পুলিশ বাহিনীর ৯০ শতাংশ নতুন আইনের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এটি একটি ভাল বৈঠক ছিল, আমরা আগামী ৬ মাসের মধ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করব।

আগরতলা শহরের নো পার্কিং জোনে ট্রাফিক পুলিশ ও পুর নিগমের যৌথ অভিযান

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজধানী আগরতলা শহরে নো পার্কিং জোনে বেআইনিভাবে রাখা যানবাহনের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালিয়েছে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ এবং আগরতলা পুর নিগম। অভিযানে একাধিক যানবাহন সিজ করা হয় এবং ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে চালান কাটা হয় অর্থা জরিমানা করা হয়।গত বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলায় নো পার্কিং জোনে বেআইনিভাবে রাখা যানবাহনগুলির বিরুদ্ধে অভিযানে নামে ট্রাফিক পুলিশ ও আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ। অভিযানকালে নো পার্কিং জোনে রাখা যানবাহন সিজ করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া শহরের বিভিন্ন সড়কে ট্রাফিক বিধি অমান্য করে যানবাহন চালানোর দায়ে একাধিক যান চালকের বিরুদ্ধে চালান কাটা হয়।এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রাফিক এসপি সুদাম্বিকা আর। এদিন এই অভিযান প্রসঙ্গে তিনি জানান, মূলত নো পার্কিং জোনে যানবাহন রাখার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। একাধিক যান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যারা ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘন করে যানবাহন চালাচ্ছেন এবং হেলমেট বিহীন ও মোবাইল ফোন চালিয়ে বাইক ও গাড়ি চালাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে চালান কাটা হয়।প্রসঙ্গত রাজধানী আগরতলায় ৪৬টি পার্কিং জোন রয়েছে। এছাড়া নো পার্কিং জোন রয়েছে ২২টি। এই নো পার্কিং জোনগুলিতে আগামীদিনেও অভিযান চলবে বলে।

মহাকুম্ভের জন্য উত্তর প্রদেশের অর্থনীতি ৩ লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবেঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি শুক্রবার লখনউতে ১১৪টি পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং ব্রজেশ পাঠক। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, মহাকুম্ভের জন্য উত্তর প্রদেশের অর্থনীতিতে ৩ লক্ষ কোটি টাকার উন্নতি হবে।যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমরা প্রতি ৬ বছরে কুম্ভ এবং প্রতি ১২ বছরে মহাকুম্ভ আয়োজন করার সুযোগ পাই। আমরা যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ করি তা আমাদের পর্যটনকে বাড়িয়ে তোলে। মহাকুম্ভের কারণে উত্তর প্রদেশের অর্থনীতি ৩ লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। লোকজন আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে কেন ৫০০০-৬০০০ কোটি টাকা খরচ হয়। এই পরিমাণ টাকা শুধু কুম্ভের জন্য নয়, প্রয়াগরাজ শহরের সংস্কারেও খরচ করা হয়েছে। কুম্ভ আয়োজনে ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং এর বিনিময়ে আমাদের অর্থনীতি ৩ লক্ষ কোটি টাকা লাভ পায়।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বা।ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বা।বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৪মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২৯মিনিট

'অপারেশন প্রঘাত'ঃচেন্নাইয়ে আসাম এসটিএফ-এর হাতে গ্রেফতার এবিটির আরও এক সক্রিয় সদস্য আবু সালাম

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ' অপারেশন প্রঘাত'-এর বলে চেন্নাইয়ে অভিযান চালিয়ে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) গ্রেফতার করেছে বিশ্বসন্ত্রাসী মৌলবাদী, ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর সক্রিয় সদস্য আবু সালাম আলিকে। গত বৃহস্পতিবার এসটিএফ-প্রধান আইজিপি পার্থসারথি মহন্ত জানান, নির্ভরযোগ্য গোপন তথ্য এবং উন্নত প্রযুক্তি বলে তাঁর তত্বাবধানে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে গত (গত বুধবার) চেন্নাইয়ের সেমেনচেরি থানা এলাকায় যৌথ অভিযান চালানো হয়। এসটিএফ-এর ডেপুটি এসপি সত্যেন্দ্র সিং হাজারির নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ধুবড়ি (অসম) জেলার অন্তর্গত বিলাসিপাড়া থানাধীন খুদিগাঁও পার্ট-২-এর বাসিন্দা এবিটি এবং জামাত-উল-

মুজাহিদিন-এর সক্রিয় সদস্য আবু সালাম আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এসটিএফ-প্রধান জানান, আবু সালাম আলি অসমের ধুবড়ি এবং কোকরাঝাড় জেলায় আনসারউল্লাহ বাংলা টিম এবং জামাত-উল-মুজাহিদিন-এর সদস্য হিসেবে কার্যকলাপ চালাতো। সে নুর ইসলাম মণ্ডল এবং শাহিনুর ইসলামের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। তাদের বৃহত্তর অ্যাজেন্ডা, সন্ত্রাসী তথা মৌলবাদী সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করা।তিনি জানান, গত বছর ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে পলাতক ছিল আবু সালাম আলি। তাকে ধরতে ব্যাপক জাল বিছানো হয়েছিল। আবু সালামের বিরুদ্ধে এসটিএফ থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ), পাসপোর্ট আইন, বিস্ফোরক আইন, অস্ত্র আইন এবং বিদেশি আইনের অধীনে একাধিক ধারায় ২১২০২৪ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর (২০২৪) কেরালায় 'অপারেশন প্রঘাত'-এর বলে দুদিন অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল মহম্মদ সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখ (বাংলাদেশি নাগরিক, বৈধ ভ্রমণনথি ছাড়া কেরালায় অবস্থান করছিল), পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে মিনারুল শেখ ও মহম্মদ আব্বাস আলি, অসমের কোকরাঝাড় থেকে নুর ইসলাম মণ্ডল, আব্দুল করিম মণ্ডল, মজিবর রহমান ও হামিদুল ইসলাম এবং অসমের ধুবড়ি থেকে এনামুল হককে। এর পর গত ৫৬ দিনে ১৫ জন সক্রিয় মৌলবাদীকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশের এসটিএফ।

ছত্তিশগড় সরকারের বিভাগীয় পরীক্ষা ৩-১০ মার্চ

রায়পুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ছত্তিশগড়ে রাজ্য সরকারের চলতি বছরের জানুয়ারি-র বিভাগীয় পরীক্ষা ৩-১০ মার্চ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করেছে।উল্লেখ্য, এই বিভাগীয় পরীক্ষা যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত, তাদের পরীক্ষাটি বাধ্যতামূলক দিতে হবে জানা গেছে। এই পরীক্ষা ৩ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত রায়পুর, দুর্গ, বিলাসপুর, জগদলপুর (বস্তার) এবং আম্বিকাপুর (সরগুজা)-এ অনুষ্ঠিত হবে।

বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমায় কলকাতায় দাম কমল

দুরন্তবার্তা ১৪ ফেঃ কলকাতায় দাম কমল পেট্রোল-ডিজেলের। বিশ্ব বাজারে কাঁচা তেলের দাম কমতে শুরু করেছে, যার প্রভাব এবার বিভিন্ন শহরে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে পড়েছে। যদিও কিছু শহরে দাম পড়তে শুরু করেছে। বাজারে কাঁচা তেলের দাম কমতে শুরু করেছে, যার প্রভাব ভারতের বিভিন্ন শহরে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে পড়েছে। যদিও কিছু শহরে দাম পরিবর্তন হয়েছে, তবে কিছু বড় শহরে দাম একই রকম রয়েছে। বিশ্ব বাজারে কাঁচা তেলের দাম কমার কারণে দেশের অনেক শহরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমেছে। তবে দেশের কিছু শহরে পেট্রোল ও ডিজেলের

দাম আগের মতোই রয়ে গেছে। বিশ্ব বাজারে কাঁচা তেলের দাম কমেছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম এখন ৭৫.১৮ ডলার প্রতি ব্যারেল এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ৭১.২৪ ডলার প্রতি ব্যারেলে চলে এসেছে। এর প্রভাব ভারতীয় বাজারে দেখা যাচ্ছে, যেখানে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কিছুটা কমেছে। ভারতের বিভিন্ন শহরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম একটু ওঠানামা করেছে। গাজিয়াবাদে পেট্রোলের দাম ১২ পয়সা বেড়ে ৯৪.৭০ টাকা প্রতি লিটার হয়েছে। ডিজেলের দাম ১৪ পয়সা বেড়ে ৮৭.৮১ টাকা প্রতি লিটার হয়েছে। নয়ডায় পেট্রোলের দাম ১০ পয়সা কমে ৯৪.৭৭ টাকা প্রতি লিটার হয়েছে। ডিজেলের দাম ১২ পয়সা কমে ৮৭.৮৯ টাকা প্রতি লিটার হয়েছে। পাটনা শহরে পেট্রোলের দাম ১৭ পয়সা কমে ১০৫.৪১ টাকা প্রতি লিটার হয়েছে এবং ডিজেলের দাম ১৬ পয়সা কমে ৯২.২৬ টাকা প্রতি লিটার হয়েছে।

এছাড়াও, ভারতের বড় শহরগুলোতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬২ টাকা প্রতি লিটার রয়ে গেছে। মুম্বইতে পেট্রোলের দাম ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৯.৯৭ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম ১০০.৭৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৩৫ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৪.৯৫ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯১.৭৬ টাকা প্রতি লিটার রয়ে গেছে। আপনি কোনো শহরে ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন, তবে পেট্রোল-ডিজেলের দাম আগে দেখে নিলেই ভালো। কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে তেলের দাম কমলেও, ভারতের কিছু শহরে দাম একই রকম থাকতে পারে। এভাবে, পেট্রোল-ডিজেলের দাম ও কাঁচা তেলের দাম কমার কারণে, ভারতীয় ভোক্তারা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন। তবে, বৃহত্তর শহরগুলোর দাম এখনও বেশ উচ্চ। তেলের দামে উঠানামা হওয়ার কারণে মানুষের চলাফেরা ও দৈনন্দিন খরচের উপর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। তবে, ভবিষ্যতে তেলের দাম আরও কমতে পারে যদি বিশ্ব বাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল থাকে। পেট্রোল-ডিজেলের দাম নিয়মিত আপডেট পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত থাকুন এবং আপনার গন্তব্যে যাওয়ার আগে দাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য নিন।

কন্যাশ্রীর প্রভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হল

দুরন্তবার্তা, ১৪ ফেঃ কন্যাশ্রীর প্রভাব, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ার কারণ? মাধ্যমিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই বছর ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার। গত এক দশক ধরে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই বছর ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার। গত এক দশক ধরে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা বর্তমানে 'নিউ নর্মাল' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৮২ জন এবং ছাত্রী ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯০৮ জন, যা এই পরিবর্তনের স্বাক্ষর। কিন্তু কেন ছাত্রের সংখ্যা কমছে? কেন ছাত্রীরা বাড়ছে?

একটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, ছাত্রদের মধ্যে স্কুলছুটের প্রবণতা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত দরিদ্র পরিবারগুলোতে ছেলেরা একদিকে যেমন শ্রমিকের কাজে চলে যাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা পড়াশোনায় আগ্রহী নয়। বহু ছাত্র বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি কমিয়ে দিয়েছে এবং কর্মজীবনে যুক্ত হয়ে গেছে। এমনকি, কোভিডের পর, বহু পরিবার অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছে, যা ছাত্রদের পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত করেছে।

অন্যদিকে, ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রভাব। বিশেষ করে, 'কন্যাশ্রী', 'শিক্ষাশ্রী', 'সবুজসাথী' এবং 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পগুলি ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এসব প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার কারণে অনেক মেয়েই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হচ্ছে। এছাড়া, 'মিড ডে মিল' এবং অন্যান্য সরকারি উদ্যোগের ফলে ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি বেড়েছে। এছাড়া, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তার বক্তব্যে একাধিক কারণ তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে 'কন্যাশ্রী' এবং 'সবুজসাথী' প্রকল্পের কার্যকারিতা অন্যতম। তাঁর মতে, এসব প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যের পাবলিক স্কুল নেটওয়ার্কের উন্নতির ফলে, মেয়েরা নিকটবর্তী স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে, যা তাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াচ্ছে।

সামাজিক এবং আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মেয়েদের জন্য কিছু পরিবর্তন এসেছে। মেয়েরা এখন পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, এবং তাদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা বেড়েছে, যার ফলে মেয়েরা পড়াশোনা এবং কর্মজীবনে মনোযোগী হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ, রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এছাড়া, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মীরা জানিয়েছেন, ছেলেরা পড়াশোনা ছেড়ে কাজে চলে যাচ্ছে, যার ফলে ছাত্রদের সংখ্যা কমছে। অন্যদিকে, সরকারের বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্প এবং মেয়েদের প্রতি পরিবারগুলির মনোভাবের পরিবর্তনের কারণে ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিবর্তনগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে এবং আগামী বছরগুলোতে এই ধারা আরও দৃঢ় হতে পারে। তবে, কিছু সমালোচক মনে করছেন, গ্রামাঞ্চলে ছাত্রদের মধ্যে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা যদি এভাবে বাড়ে, তবে তা দেশের ভবিষ্যত শিক্ষাব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, ছাত্রীর সংখ্যা বাড়া একটি স্বস্তির বিষয় এবং এটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনও ঘটাচ্ছে। এখন, এই পরিস্থিতির প্রতি সরকারের মনোযোগ আরও বাড়ানো উচিত, যেন ছাত্রদের আবার শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়, এবং দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

বিশ্ব ভালোবাসার দিনে বান্ধবীকে ডেকে গণধর্ষণ অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে

দুরন্তবার্তা, ১৪ ফেঃ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। তার আগে ছিল প্রমিস ডে অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দিবস। সেদিন দেখার করার অছিলায় নাবালিকা বান্ধবীকে ডেকে পাঠিয়ে নিয়ে যায় ফাঁকা ফ্ল্যাটে। তারপরে বন্ধুর সঙ্গে মিলে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত দুই যুবককে। ঘটনাটি ঘটেছে বেনিয়াপুকুরে। পুলিস সূত্রে খবর, ধৃতরা হল মহম্মদ সরফরাজ এবং মহম্মদ সাইফ। একই লাকার বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তাদের সঙ্গে ১৭ বছর বয়সের ওই কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় হয়। মহম্মদ সরফরাজের এর সঙ্গে ওই নাবালিকার দিন ১৫ এর সম্পর্ক। অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি দিবসে সরফরাজ তার বান্ধবীকে দেখা করার কথা জানায়। সেই মতো রাজি হয়ে যায় ওই

কলকাতা শহরে পুরানো গাড়ির কর বৃদ্ধি করার ওপরে জোর দিতে চলেছে সরকার

দুরন্তবার্তা, ১৪ ফেঃ পুরনো গাড়ির জন্য কর বাড়ানোর প্রস্তাব, পরিবহণ শিল্পে নয়া সংকটের সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, ১৫ থেকে ২০ বছরের পুরনো গাড়ির মেয়াদ বাড়াতে কর দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি, ২০ বছর বয়সের পরের গাড়ির জন্য কর বৃদ্ধি করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, ১৫ থেকে ২০ বছরের পুরনো গাড়ির মেয়াদ বাড়াতে কর দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি, ২০ বছর বয়সের পরের গাড়ির জন্য 'সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস' (সিএফ) কর তিন গুণ বাড়ানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এই খসড়া প্রস্তাব গত ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় এবং এর ফলে পরিবহণ ব্যবসায়ীরা গভীর চিন্তায় পড়েছেন। তাদের আশঙ্কা, এই কর বৃদ্ধির ফলে বেসরকারি বাসমালিকদের ওপর এক বিশাল চাপ সৃষ্টি হবে, যা অনেকেই সামলাতে পারবেন না। বর্তমানে, ১৫-২০ বছরের পুরনো গাড়ির জন্য সিএফ কর বাবদ খরচ ১৮ হাজার টাকা হলেও, ২০ বছরের বেশি বয়সী গাড়ির ক্ষেত্রে তা গিয়ে দাঁড়াবে ৩৬ হাজার টাকায়। এই প্রস্তাবটি যদি কার্যকর হয়, তবে বিশেষত বেসরকারি বাসমালিকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ, পুরনো গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে ইতিমধ্যে প্রচুর খরচ হয়, আর কর দ্বিগুণ হলে এটি আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। অনেক ব্যবসায়ী মনে করছেন, এতে তারা পুরনো বাস চালানোর

পরিবর্তে নতুন বাস কেনার দিকে ঝুঁকবেন, যা সরকারের উদ্দেশ্য হতে পারে; পুরনো গাড়িগুলিকে আস্তে আস্তে বাতিল করা।

এছাড়া, শহর কলকাতা ও দিল্লিতে পরিবেশ দূষণ নিয়ে আদালতের নির্দেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সী গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে দেশের অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে ১৫ বা ২০ বছরের পুরনো গাড়ি রাজ্য সরকারের পরিবহণ দফতরের শংসাপত্র নিয়ে চালানো যায়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন প্রস্তাবের ফলে পরিবহণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সন্দেহ এবং ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ তারা মনে করছেন এটি সরকারের পক্ষ থেকে এক ধরনের 'গোপন পরিকল্পনা' হতে পারে, যার উদ্দেশ্য পুরনো গাড়িগুলিকে বাতিল করা।

তবে, এমন কর বৃদ্ধি শুধুমাত্র বেসরকারি বাসমালিকদের জন্য নয়, সাধারণ জনগণের জন্যও একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে, করোনাকালে লকডাউনের ফলে পরিবহণ শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং সেই অবস্থায় যদি এই নতুন কর কাঠামো কার্যকর হয়, তবে তা আরও বিপদের সৃষ্টি করবে। এতে বেসরকারি বাস পরিষেবা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং জনগণের জন্য পরিবহণ পরিষেবা আরও অপ্রাপ্য হয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে পরিবহণ ব্যবসায়ীরা একমত, যে কর বৃদ্ধির জায়গায় গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সুরক্ষা বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তবে সেই সঙ্গে অতিরিক্ত খরচ যেন না বাড়ানো হয়। বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির নেতা রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অকেন্দ্রের প্রস্তাবের ফলে শুধু পুরনো বাসের মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, বরং নতুন বাসও রাস্তায় নামবে না। এতে সরকারের পক্ষ থেকেও সমস্যা তৈরি হবে এবং সাধারণ মানুষের জন্য সমস্যা আরও বাড়বে। রাজ্য পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল জানিয়েছেন, তারা খসড়া প্রস্তাবটি ভালভাবে খতিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাতে পারেন। তবে, এখনও এটি প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, তাই শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি। পরিবহণ ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, যদি এই প্রস্তাব কার্যকর হয়, তাহলে তার প্রভাব শুধু পরিবহণ শিল্পের ওপরই পড়বে না, বরং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপরও এর খারাপ প্রভাব পড়বে।

সোশ্যাল মিডিয়াতে অফিসিয়াল পেজ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম উধাও

দুরন্তবার্তা, ১৪ ফে ঃ ফেসবুককে নোটিস অভিষেকের। সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় বিভ্রান্তি! নামের পাশ থেকে উধাও হল তৃণমূল কংগ্রেসের নাম। 'অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ'-এর 'বায়ো' থেকে দলের নাম উধাও হতেই বড়সড় পদক্ষেপ নিলেন অভিষেক। সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় বিভ্রান্তি! নামের পাশ থেকে উধাও হল তৃণমূল কংগ্রেসের নাম। 'অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ'-এর 'বায়ো' থেকে দলের নাম উধাও হতেই বড়সড় পদক্ষেপ নিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্যবিকৃতির অভিযোগ আনলেন মেটার বিরুদ্ধে। দু'দিন আগেই এই বিষয়টি সামনে আসে। অভিষেকের 'অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দেখা যায় সেখানে শুধুই লেখা রয়েছে সাংসদ এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পরিচয়। শুভানুধ্যায়ীরা এই বিষয়টি অভিষেককে জানান। এর পরেই কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিস পাঠান তৃণমূল সাংসদের আইনজীবী। ফেসবুক সংস্থা মেটাকে আইনি নোটিস পাঠিয়ে অবিলম্বে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। তৃণমূলের অন্দরের বর্তমান সমীকরণের নিরিখে অভিষেকের ফেসবুক পেজ থেকে তাঁর দলের নাম উধাও হয়ে যাওয়াটা নিশ্চিতভাবেই 'তাৎপর্যপূর্ণ' হয়ে উঠেছিল। তবে 'এক্স' হ্যান্ডলে এই ধরনের কোনও বদল চোখে না পরায় বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। মেটাকে আইনি নোটিশ পাঠানোর পরেই বৃহস্পতিবার অভিষেকের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আবার আগের তথ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসু মেটাকে নোটিস পাঠিয়ে জানান, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের ফেসবুক পেজে তথ্য বদলে দেওয়া হয়েছে। ফেসবুক পেজে 'অবাঞ্ছিত গতিবিধি' হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অভিষেকের আইনজীবীর অভিযোগ, কেউ বা কারা অবাঞ্ছিতভাবে তাঁর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তথ্য বদল করে দেওয়া হয়েছে। সাংসদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আড়ি পাতা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ফেসবুকই অবাঞ্ছিত কাউকে অভিষেকের অফিশিয়াল পেজটি সম্পাদনা করার অনুমতি দিয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়। সেই কারণেই এই বিভ্রাট এবং এই সম্পর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছেন জানানো হয়।

শহর কলকাতায় এবারে বাস পরিবহণের অ্যাপ চালু হচ্ছে

কলকাতা, ১৪ ফেঃ শহর কলকাতার বিমানবন্দর, ইএম বাইপাস, ভিআইপি সহ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ রুটে চলাচলকারী বাসগুলির রিয়েল-টাইম আপডেট পাওয়ার জন্য নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তর। পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, প্রতিটি বাস চালককে অতিরিক্ত একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন প্রদান করা হবে, যা বাস অপারেটরদের মাধ্যমে পরিবহণ দপ্তর ও রাজ্য আইটি সংস্থা ওয়েবেল পরিচালিত ওই নয়া অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। জানা গিয়েছে, নয়া এই অ্যাপের মাধ্যমে বাসগুলির সঠিক অবস্থান ও সময় সম্পর্কে রিয়েল টাইম আপডেট পাবেন যাত্রীরা। ফলে সাধারণ মানুষ সহ ট্রাফিক পুলিশের জন্যও অত্যন্ত কার্যকরী হবে এই অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীরা নির্দিষ্ট স্টপেজে বাস কখন আসবে তা জানতে পারবেন। একই সঙ্গে, বাসগুলির গতিও নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। চালক যদি অতিরিক্ত দ্রুতগতিতে চালান বা খুব ধীরগতিতে যান, তবে তা নজরে আসবে ট্রাফিক পুলিশের। যে যে রুটের বাসে অ্যাপ চালু হচ্ছে সে রুটের প্রতিটি বাস স্টপেজে এলইডি বোর্ড স্থাপন করা হবে। সেখানে বাসের লাইভ আপডেট দেখতে পাবেন অপেক্ষারত যাত্রীরা। কোনও বাস যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাচল করে বা স্টপেজ ছাড়া অন্য কোথাও দাঁড়ায় তাহলে সহজেই ব্যবস্থা নিতে পারবে কর্তৃপক্ষ। বাস চালকদের এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করার জন্য একটি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দর, ই এম বাইপাস এবং ভিআইপি রোড অঞ্চলে চলাচলকারী বাসগুলির জন্য এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হবে। আগামী দু'মাসের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, সপ্তাহের শুরুতে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বাস অপারেটরদের প্রতিনিধি ও রাজ্য পরিবহণ সংস্থার কর্মকর্তারা এই অ্যাপের বিষয়ে আলোচনা করেছেন সমস্যার সমাধান দ্রুত করা হবে।

সাধারণ মানুষরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। তার হাত থেকে রক্ষা করতে যাত্রীদের সুবিধার্থে তৈরি করা হচ্ছে এই অ্যাপ। এর ফলে যাত্রী কখন বাস আসবে এবং কতদূর বাস রয়েছে তা অতি সহজেই জানতে পারবে। হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাবে যাত্রীরা। যাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে এই অ্যাপকে কার্যকর করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্ট ঃ আরএসএস প্রধানের সভা করবে বিধি মেনে

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সভা, হাইকোর্টের বিশেষ শর্তে অনুমতি পেল। বর্ধমানে সাই কমপ্লেক্সে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সভা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এক গুরুত্বপূর্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) ওই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

বর্ধমানে সাই কমপ্লেক্সে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সভা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে এক গুরুত্বপূর্ণ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) ওই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সভার অনুমতি নিয়ে একাধিক বিতর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ছিল, তবে অবশেষে কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে ওই সভার অনুমতি প্রদান করে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোনো পরীক্ষার্থীর সমস্যা যাতে না হয়, সেই দায়িত্ব মামলাকারী বা সভার আয়োজকদেরই নিতে হবে।

মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে বলেছিলেন, সাই কমপ্লেক্সের মাঠটি ৫০ বিঘা জমি জুড়ে বিস্তৃত। ওই এলাকায় ১-২ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, তাই অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া, আমরা এসডিও-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি যে, সভায় কোনও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হবে না। গতকাল যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করলে সভার অনুমতি বাতিল হবে, সেটি কোনো লিখিত সিদ্ধান্ত ছিল না। বিচারপতি অমৃতা সিনহা সভার আয়োজনের স্থান এবং সেখানে আসন্ন জনগণের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কতজন লোক আসবেন এই সভায়? সভার স্থানটি কি মার্ক করা হয়েছে? আদালতের এই প্রশ্নে আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, যে, ওই সভার স্থান থেকে দুটি স্কুল ২ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এবং পূর্বে আদালতের এক নির্দেশে বলা হয়েছিল যে, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় মাইক ব্যবহার করা যাবে না। এই কারণে রাজ্য সরকারও সভার শব্দ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা আরও প্রশ্ন করেন, যদি মাইক ব্যবহার না করা হয়, তাহলে সমস্যা কোথায়? মাত্র ৫০০ মিটার দূরে দুটি স্কুল থাকলেও, সভা মাত্র পনেরো মিনিট চলবে। তবে, রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে বলেছিলেন যে, ওই সভায় ৪৫টি মাইক ব্যবহার করা হবে এবং সেই পরিস্থিতিতে শব্দ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বিচারপতি তখন বলেন, আমি তাই জানতে চাইছি, সভার আয়োজকরা মাইকে কত ডেসিবল ব্যবহার করবেন? শব্দের মাত্রা কত হবে এবং তা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার? দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এটি মনিটর করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে যাতে শব্দের মাত্রা সীমা লঙ্ঘন না করে।

এতদ্বারা, আদালত সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে, সভার শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এছাড়া, কোনো পরীক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর সমস্যা যাতে না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আয়োজকদের দায়িত্ব নিতে হবে।

এদিকে, সাই কমপ্লেক্সে মোহন ভাগবতের সভা নিয়ে এই মামলা প্রমাণ করে, শহরের বিশাল জনসভা এবং মাইক ব্যবহারের সময় কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিশেষত যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে এটি পরীক্ষার সময় এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অস্বস্তি হতে পারে। তবে, রাজ্য সরকার এবং আদালত উভয়েই তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত, যাতে শব্দদূষণ কমিয়ে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়।

এই নির্দেশের মাধ্যমে আদালত সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, যে সভা বা অন্য কোন ধরনের জনসমাবেশের সময় পরিবেশ ও জনস্বার্থের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। জনস্বার্থকে বজায় রেখে সভা করা যেতে পারে. তাতে আপত্তি নেই।

নিউটাউন এলাকায় নাবালিকা ধর্ষন খুন কাণ্ডের ফলে নিরাপত্তায় জোর

দুরন্তবার্তা, ১৪ ফে ঃ নিউটাউনে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের জের! ইতিমধ্যে নিউটাউন থানার পক্ষ থেকে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা। কিন্তু, যে জঙ্গলে নাবালিকাকে ধর্ষণ করানো হয়েছে সেই জঙ্গলে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মদের বোতল এবং গ্লাস। সন্ধ্যার পর কার্যত এই রাস্তা এড়িয়ে চলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খুব একটা আলো নেই সেই রাস্তায়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার মহিলারা। নিউটাউন এলাকার একজন পথচারী বলেন, রাত্রিবেলা অসংলগ্ন অবস্থায় এখানে মানুষজন থাকে। তাই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে অন্য রাস্তা দিয়ে তারা যাতায়াত করেন। সেই সঙ্গে জানা যাচ্ছে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে স্ট্রিটলাইট গুলি ঠিক করা হয়েছে। তবে যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে তার পাশের বাতি স্তম্ভটির বাইরের অংশ ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি দুষ্কৃতীরা অপকর্ম করার জন্য এখানে লাইট ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে? ইতিমধ্যে নিউটাউন থানা আতঙ্কে।

শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে আগুন, অভিযোগ ষড়যন্ত্রের

দুরন্তবার্তা, ২ ফে ঃ শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! যার জেরে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একাধিক ঝুপড়ি। তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন ফলের দোকান, মুদিখানার দোকান ও হোটেল। গত বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন ফ্লাইওভারের কাছে। তারপরেই আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পরে গোটা এলাকায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। দীর্ঘক্ষণ পর দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ সম্পন্ন হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। শুক্রবারের সকালে সেখানে শুধুই ধ্বংসস্তুপের ছবি। নিজেদের দোকান ও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হারিয়ে দিশেহারা দোকানদাররা। এখনও অবধি কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ড? তার কারণ জানার চেষ্টা চলছে। জানা গিয়েছে, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর স্থানীয় মানুষরা নিজেরাই আগুন নেভানোর কাজ লেগে পড়ে। তড়িঘড়ি দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। তারপরেই ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ১০ টি ইঞ্জিন। তাঁদের চেষ্টায় রাত্রি দেড়টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের জন্য কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থার কথা জানা যায়নি। যারা এই মার্কেটের ব্যবসায়ী তারা নিজে নিজে দোকানে এসে তাদের সব জিনিসপত্র সুরক্ষিত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন। আজ শুক্রবারের সকালে এমনই ছবি।

শনিবার ও রবিবার বহু লোকাল রেল বাতিল হচ্ছে

শনি ও রবিতে বাতিল বহু লোকাল, যাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কা। আগামী শনিবার এবং রবিবার তারকেশ্বর শাখায় একাধিক ট্রেন বাতিল থাকবে। নসিবপুর এবং সিঙ্গুরের মাঝে ব্রিজের মেরামত হবে। কাজ শুরু হওয়ার আগে রেল পথ বন্ধ থাকবে।

আগামী শনিবার এবং রবিবার তারকেশ্বর শাখায় একাধিক ট্রেন বাতিল থাকবে। নসিবপুর এবং সিঙ্গুরের মাঝে ব্রিজের মেরামত হবে। কাজ শুরু হওয়ার আগে রেল কর্তৃপক্ষ বাতিল ট্রেনের তালিকা জানালেন। যা যাত্রীদের জন্য বেশ ভোগান্তির সৃষ্টি করতে পারে। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের অসুবিধা যাতে কমানো যায়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে কাজের কারণে যাত্রীদের যাত্রাপথে কিছু সমস্যা হতে পারে। শনিবার বাতিল ট্রেনগুলি ঃ শনিবার বাতিল থাকবে তিনটি ট্রেন ঃ তারকেশ্বরগামী আপ ৩৭৩৪৯, তারকেশ্বরগামী আপ ৩৭৩৫১, ডাউন ৩৭৩৫৪ তারকেশ্বর লোকাল। রবিবার বাতিল ট্রেনগুলির সংখ্যা অনেক বেশি, তবে যেহেতু রবিবার ছুটির দিন, তাই বিশেষভাবে সমস্যা হতে পারে না বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবারের বাতিল ট্রেনগুলির তালিকা নিচে দেওয়া হলো ঃ হাওড়াগামী লোকাল ট্রেন ৩৭৩১২, ৩৭৩১৪, ৩৭৩১৬, ৩৭৩১৮, ৩৭৩২০, ৩৭৩৫৬, ৩৭৩২২, ৩৭৩২৮। তারকেশ্বর-শেওড়াফুলির মাঝে ৩৭৪১২, ৩৭৪১৬, গোঘাট থেকে বাতিল ট্রেন ৩৭৩৭২, ৩৭৩৯০, ৩৭৩৬০, ৩৭৩০৮, হাওড়া থেকে গোঘাটগামী ট্রেন বাতিল ৩৭৩৭১, ৩৭৩৭৩, তারকেশ্বর লোকাল ট্রেন বাতিল ৩৭৩০৯, ৩৭৩৫৩, ৩৭৩১১, ৩৭৩১৩, ৩৭৩১৫, ৩৭৩১৭। শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর লোকাল ট্রেন বাতিল ৩৭৪১১, ৩৭৪১৫। হাওড়া থেকে বাতিল ট্রেন ৩৭৩৫৯ (আরামবাগ), ৩৭৩০৭ (হরিপাল)। বর্তমানে বিভিন্ন শাখায় রেলপথের উন্নয়ন ও মেরামত কাজ চলছে। যার কারণে অনেক সময় ট্রেন বাতিল বা ঘুরপথে চালানো হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে, যার ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি হতে পারে। তবে রেলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এই কাজগুলি সাধারণ মানুষের সুবিধার্থেই করা হচ্ছে।

যাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যাতে রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছানোর আগে বাতিল বা পরিবর্তিত ট্রেনের তথ্য জেনে নেন। রেলের ওয়েবসাইট বা রেলওয়ে জানানো নোটিসগুলোতে এই পরিবর্তিত সময়সূচী সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে।

এছাড়া, রেল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে যে, এই কাজ সম্পন্ন হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। ভবিষ্যতে যাত্রীদের সুবিধার জন্য আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এখনই ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণ করার সময় আসেনি, সতর্ক থাকুন

দুরন্তবার্তা ১৪ ফে ঃ ঠান্ডা সরবত এখনই নয়, এই ফাধনে শীতের হাওয়া বইবে! প্রবাদ মেলেনি। মাঘ মাসের শীতে বাঘের হাড় একদমই কাঁপেনি। হালকা হালকা শীতল হাওয়া ছিল। তবে ফাধনে এসে শীতের আমেজ মিলবে! বসন্তের শুরুতে শীত বার্তা- রঙ্গে রয়েছে। মাঘ মাসের শীতে বাঘের হাড় একদমই কাঁপেনি। হালকা হালকা শীতল হাওয়া ছিল। তবে ফাধনে এসে শীতের আমেজ মিলবে! বসন্তের শুরুতে শীত বার্তা- রঙ্গে ভরা বঙ্গ জীবনে এটাও বাকি ছিল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, এবছর ফাধনের প্রথম কয়েকদিন শীত থাকছে। উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ হিমালয় সংলগ্ন তরাই-ডুয়ার্সে শীতের দাপট বজায় থাকার সম্ভাবনা জোরালো।পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে এবার শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী, বলছেন আবহবিদরা। গত কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের পড়শি রাজ্য সিকিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারি তুষারপাত হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে বাংলার হিমালয় এলাকার দুটি জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে। এছাড়াও উত্তর থেকে আসা শীতের হাওয়া বইছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে। উত্তরবঙ্গের বাকি তিন জেলা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় ফাধনি হাওয়ার থেকে শীতল হাওয়া বেশি অনুভব করা যাবে। সিকিমের আবহাওয়া অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেছেন এই অঞ্চলে একের পর এক ঝঞ্ঝার আগমন ঘটছে। এর প্রভাবে আরও কিছুদিন ঠান্ডার প্রকোপ থাকবে।

প্রবল তুষারপাতের কারণে সিকিমের বহু এলাকায় যানবাহন চলাচল প্রায় স্তব্ধ। নাথু লা সহ সিকিমের অনেক এলাকা তুষারে ঢেকে আছে। আপাতত সব এলাকায় যেতে পারমিট ইস্যু করছে না সিকিম প্রশাসন। আবহাওয়া বিশ্লেষণে উঠে আসছে,দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে সমতলে। এমন পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন থাকবে। তবে দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলিতে পারদ সূচক বাড়বে। বিশেষকরে রাঢ় অঞ্চলের জেলা শিমূল, পলাশ ও মহুয়া সৌরভ শুরু হয়েছে। বাড়ছে রোদের আঁচ। পারদ ওঠানামার মাঝেই বৃষ্টির ভ্রুকুটি! ভিজবে কোন কোন জেলা? কলকাতায় ফের দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। শীতের বিদায়বেলায় এল বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফের দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। শীতের বিদায়বেলায় এল বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সেই সঙ্গে মিলেছে পারদ পতনের ইঙ্গিত। ৩-৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে বলেই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস। তবে এই পারদ পতন বেশি দিনের জন্য নয়। ফের বাড়বে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আগামী দু'দিনে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায় ৩-৪ ডিগ্রি পারদ পতন হবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে রাতের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি বাড়বে। আগামী দু'দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ৩-৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে উত্তরেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে এখন ফিকে শীতের আমেজ। পুরুলিয়ায় হালকা শীত রয়েছে। তবে দিনে সেখানেই বেশ গরম ভাব। আর কয়েকদিনের মধ্যে সামান্য আমেজটুকুও বিদায় নেবে। এদিকে, বেশ কিছু জেলায় দেখা যাবে ঘন কুয়াশা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়ায় ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। দৃশ্যমানতা কম থাকবে।

চলতি সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দু-দিন বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। এদিকে, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি হালকা বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরের কোনও কোনও অংশে। তার আগে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। রাতে এখন আর মোটা কম্বলের প্রয়োজন পড়ছে না। হালকা চাদরেই কাজ চলে যাচ্ছে। তবে কয়েকদিন পর সেটারও প্রয়োজন হবে না। বরং ঘুরতে শুরু করবে পাখা। গরম আসতে যে আর বেশি দেরি নেই, সে কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বটতলা থানা এলাকায় অভিনব চালে ডাকাতি করা হল

দুরন্তবার্তা, ১৪ ফেঃ বটতলা থানা সংলগ্ন এলাকা। একেবারে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর উল্টোদিকে এক বৃদ্ধার বাড়ি। সেখানেই অভিনব চালে ধারালো অস্ত্রের ব্যবহারে চলল ডাকাতি। লুঠ হয়েছে নগদ ১৫ হাজার টাকা ও বহুমূল্যের সোনার গয়না। ঘটনায় চূড়ান্ত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কীভাবে ঘটলো এই ডাকাতি? এই সম্পর্কে পুলিসসূত্রে যা তথ্য উঠে আসছে, তা যথেষ্ট সন্দেহজনক। বিডন স্ট্রিটের যতীন্দ্র মোহন অ্যাভিনিউতে এই বাড়িতে বৃদ্ধা থাকেন একাই। বিবাহসূত্রে তাঁর মেয়েরা থাকেন কলকাতার বাইরে। আইনজীবী পরিবারের সদস্য ওই বৃদ্ধার সঙ্গে আপাতত থাকেন বাড়ির কেয়ার টাকার ও কয়েকজন পরিচারিকা। সম্পূর্ণ ঘটনায় পুলিসের আতসকাঁচের তলায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি বাড়ির কেয়ারটেকার। কীভাবে? পুলিসের সন্দেহ জাগে ওই কেয়ারটেকারের ভূমিকায়। প্রসঙ্গত, এই বাড়িতে কেয়ারটেকার দুজন। একজন সমীর অপরজন মিঠেলাল। যদিও ডাকাতির ঘটনার দিন বাড়িতে মিঠেলাল ছিলেন না বলেই পুলিস সূত্রে খবর।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭৬ সংখ্যা, শনিবার ২ ফাগুন, ১৪৩১

বাঙলার কবি শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতের একজন শক্তিমান বাঙালি কবি ও সাহিত্য-সমালোচক। তিনি একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশের উত্তরসূরী। তার প্রকৃত নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। শঙ্খ ঘোষ সারা জীবন শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজ, জঙ্গীপুর কলেজ,যাদবপুর, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (শিমলা), দিল্লি ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছেন। বাবরের প্রার্থনা কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। তার গদ্যগ্রন্থ বটপাকুড়ের ফেনা ২০১৬ সালে ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, উর্বশীর হাসি, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। তিনি শঙ্খ ঘোষ নামে অধিক পরিচিত হলেও তাঁকে অন্য নামও গ্রহণ করতে দেখা যায়। দশম-একাদশ শতকের সংস্কৃত আলংকারিক কুন্তক-এর নাম তিনি গ্রহণ করেছেন নিজের আরেকটি ছদ্মনাম হিসেবে। আবার শুভময় নামটিও তাকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। শঙ্খ ঘোষ এর আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। তার পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মাতা অমলা ঘোষ। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরে জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুক্রমিকভাবে পৈত্রিক বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রামে শঙ্খ ঘোষ বড় হয়েছেন। পাবনায় পিতার কর্মস্থল হওয়ায় তিনি বেশ কয়েক বছর পাবনায় অবস্থান করেন এবং সেখানকার চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় কলা বিভাগে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজ, সিটি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে অবসর নেন। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইটার্স ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, শিমলাতে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ আডভান্স স্টাডিজ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন। তার সাহিত্য সাধনা এবং জীবনযাপনের মধ্যে বারবার প্রকাশ পেয়েছে তার রাজনৈতিক সত্তা। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' এর বিরুদ্ধে বারবার তাঁকে কলম ধরতে দেখা গেছে। প্রতিবাদ জানিয়েছেন নিজের মতো করে। 'মাটি' নামের একটি কবিতায় নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। বাংলা কবিতার জগতে শঙ্খ ঘোষ অপরিসীম অবদান রাখেন। 'দিনগুলি রাতগুলি', 'বাবরের প্রার্থনা', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। শঙ্খ ঘোষ প্রাথমিক ভাবে 'কবি' রূপে পরিচিত হলেও তার গদ্য রচনা বিপুলসংখ্যক। তিনি কবিতা এবং গদ্য মিলিয়ে কাজ করেছেন। তিনি এক বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন, 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ', উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থ।

ফাজলামিতে পণ্ডিত মুজতবা

বহুভাষাবিদ এই মানুষটির একখানা বদ অভ্যেস ছিল। ভদ্রলোক অস্থানে কুস্থানে ফাজলামো করতে বিন্দুমাত্র হেজিটেট করতেন না। একবার লীলা রায় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। অন্নদাশংকরের স্ত্রী লীলা দেবী আদতে বিদেশিনী। বাংলা শিখেছেন, কিন্তু তাতে সাধু ভাষা বেশি এসে যায়। এটা অবশ্য তখনকার ইংরেজদেরও হত। বইতে যে ভাষা লেখা থাকত, মুখেও হুবহু সে ভাষা এসে যেত। তো লীলা রায় বাগানে গাছ পরিচর্যা করছেন, এমন সময় মুজতবা আলী সাহেবের আগমন। অমায়িক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্বামী কোথায়? লীলা রায় হেসে জবাব দিলেন, উনি ঘরে। সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত আছেন। চোখ কপালে তুলে আলী সায়েব বললেন, তাহলে আপনি এখানে কী করছেন ম্যাডাম? আলী সাহেবের অন্য ফাজলামোও আছে। পুলিশের রাউন্ডের বাংলা রোঁদ করা হলে আলি সায়েব নাকি সবিনয়ে জানতে চেয়েছিলেন পাউন্ডের বাংলাও একই ভাবে করা হবে কিনা। ভদ্রলোকের এক কথা। শতং বদ। মা লিখ। বলতেন সাঁওতালরা হাঁড়িতে ভাত থাকলে কাজে যায় না। আমিও পকেটে পয়সা থাকলে লিখি নাদ। কিন্তু আড্ডাবাজ এই মানুষটা একা মাতিয়ে রাখতেন চারদিক। একবার হীরেনবাবু না কে যেন এসেছেন। আলি সাহেব তাঁকে এগিয়ে দিতে দিতে অনেকটা চলে এসেছেন। হীরেনবাবু আর না পেরে বললেন, আলি সাহেব, আপনি কি সবাইকেই এমন এগিয়ে দেন? আজ্ঞে হ্যাঁ। কতটা এভাবে এগিয়ে দেন? যতটা এগিয়ে দিলে সে আবার ঘুরে আমার বাড়ি ফিরে আসতে পারবে না। শান্তিনিকেতনের অন্যান্য দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীও একজন দর্শনীয় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। একবার একটি দলের কাছে জানতে চাইলেন, শান্তিনিকেতনে এসেছ কী কী দেখতে? ক্ষিতিমোহনবাবুকে দেখেছ? ওরা বললো,দেখেছি,নন্দলাল বসুকে? হ্যাঁ,দেখেছি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে? আজ্ঞে, তাঁকেও দেখেছি। তারপরেই মুজতবা আলী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,ও,বাঘ সিংহ সব দেখে, এখন বুঝি খট্টাশটাকে দেখতে এসেছ ! ফাজিল কথাটার মানে এখন বখাটে বা বাচাল হলেও মূল আরবী ও উর্দুতে এর মানে নিতান্ত জ্ঞানগম্যিওয়ালা মানুষ। ইসালামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিন, নিয়মিত ফাজিল পরীক্ষা হয়। মুজতবা আলীরই কোন এক গল্পে পড়েছিলাম, এক ট্যাক্সি ড্রাইভার এক মহিলা আর তাঁর শিশু নিয়ে যাচ্ছে। পথে পড়ল এক লালবাতি পাড়া। শিশুটি মা- কে বলল,মা এই মহিলারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? মা বললেন,ওঁরা ওদের স্বামীদের জন্য অপেক্ষা করছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে।ধর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। শুধু ধর্ম করলে হবে না। কর্ম করতে হবে। কর্মই শক্তি । মানুষের সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা কররে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আর্শীবাদকে মাথায় নিয়ে গিরিশ ঘোষকে গুরু বলে গ্রহণ করে থিয়েটার জগতের সম্মানকে উঁচুতে তুলে ধরেন নটী বিনোদিনী

রবীন্দ্রকুমার শীল

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব লোক চিনতে ভুল করতেন না। তিনি দক্ষিণেশ্বরের যাদেরকে শিষ্য করে নিয়ে এসেছিলেন পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল তাঁরা সবাই প্রতিক্ষাবান। ঠিক

তেমনি ছাকুর নটী বিনোদিনীকে আর্শীবাদ করে ভুল করেননি। ঠাকুর এমন এক প্রতিভাবান অভিনেত্রীকে আর্শীবাদ করে যান যিনি থিয়েটার জগতে সাম্রাজ্ঞী ছিলেন।

নাট্য সম্রাজ্ঞী যখন নাটক করতে যখন এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। সেই যুগে এই রকম বয়েসী মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। কিন্তু বারাঙ্গানা পল্লী থেকে উঠে আসা মহিলার যে বিবাহ করতে নেই বা বিবাহ করে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে কেউই সাহস করে না সেই রকম একটি যুগ ছিল সেই সময়ে। তাহলে এই সব সুন্দরী মহিলাদের ভাত কাপড় কীভাবে সংস্থান হবে তা নিয়ে সমাজ কোনও দিন ভাবেনি। কিন্তু নাটক সমাজ এদেরকে তুলে নিয়ে আসে ভাত কাপড়ের জোগাড় করে দিয়েছিল তার পিছনে কাজ করেছিল সামাজিক বিনোদনের চাহিদা মেটানো। তখন ভদ্র পরিবারের মহিলাদের কোনও সুযোগ ছিল না থিয়েটার করার। ছেলেরা মেয়ে সেজে থিয়েটারে অংশ গ্রহণ করতো। এখনও অভিনেতা চপল ভাদুড়ি বেঁচে রয়েছেন। তিনি সবার অন্তরালে থাকেন। এক সময়ে তিনি থিয়েটার জগতে নাম করেছিলেন মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে। কলকাতায় সেই সময়ে থিয়েটারের কদর ছিল। কিন্তু যারা অভিনয় করতো তাদের কোনও সামাজিক সম্মান ছিল না। আজকের যুগে আমরা শিশির ভাদুড়ির নাম স্মরণ করি। কিন্তু একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে মহাকবি গিরিশ ঘোষও পর্যন্ত সমাজে অচ্ছ্যুত ছিলেন। তিনি সেই সময়ে কোনও অভিজাত পরিবারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেতেন না। তবে জমিদার বাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে যাত্রার আয়োজন করা হতো। সেই সব যাত্রা শিল্পীদের সঙ্গে পরিবারের কেউই বেশি আগ্রহ ভরে আলাপ করতো না বা গল্প করে সময় কাটাতো না। ধনিক শ্রেণিরা এটাকে টাকা দিয়ে বিনোদন মনে করতো তার বেশি নয়। থিয়েটারকে শিল্পের পর্যায়ে আনতে বহু সময় লেগেছিল। থিযেটারে অভিনয় করাটা যে একটি আর্ট বা শিল্প সেটি তৈরি হতে বহু বছর গেলে যায়। শিশির কুমার ভাদুড়ি চেষ্টা করেছিলেন থিয়েচারকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে আসার। আবার গিরিশ ঘোষের নামও করতে হয়। তিনিও থিযেটারকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করতেন। নাটক যে নিছক বিনোদন নয় তা একটি সমাজ দর্পন তা দর্শকদের বুঝতে বহু সময় পার হয়ে গিয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে দীনবন্ধু মিত্র বেশ দক্ষ ছিলেন। তাঁর 'নীলদর্পন' নাটক বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছিল। সমাজ তখন সচেতন হতে শুরু করে দিয়েছে। নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। বহু স্থানে নীল চষিরা বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে। সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। নীলচাষীদের দুর্দশার কথাকে ব্যক্ত করলেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনি প্রতিবাদী নাট্যকার হলেন। তার ফলে সারা দেশ জুড়ে নীলচাষিরা নীল সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে শুরু করে। সেই সময়ে উদারন্থী সাহেব জেমস লং এই বাংলা নাটকটির ইংরজি অনুবাদ করেছিলেন। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন। ইংরেজরা এই নাটককে নিষিদ্ধ ঘোষণ করে। জেসম লঙের বিরুদ্ধে মামলা হলে তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল। সেই সময় থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাংলায় দেখা দিল। পৌরাণিক নাটকের ছায়া থেকে সরে এসে বাস্তবের ছাতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে দিল বাংলা নাটক। যদিও গিরিশ ঘোষ সেই সময়ে পৌরানিক নাটককে সামনে রেখে রোমান্টিক নাটক লেখা শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই সব পৌরানিক নাটকের মধ্যে আবার যুগাশ্রয়ী সঙ্গীতও ছিল। ফলে গিরিশ ঘোষের নাটক প্রেমাশ্রিত নাটক বলা যেতে পারে। পৌরাণিক ঘটনাকে অবলম্বন করে আধুনিক যুগের প্রবেশ যা মাইকেল আগেই তাঁর নাটকে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে নাট্য জগতে রূপান্তর হতে দেখা দিল। নাট্য জগতের এই রূপান্তরের সময়ে বাংলা থিয়েটার জগতেএসে আলো করে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বিনোদিনী। বিনোদিনী তাঁর নিজের জবানবন্দিতে লিখছেন,''থিযেটাব ভালোবাসিতাম, তাই কার্য করিতাম, কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই। তাই অবসর বুঝিয়া লইলাম।'' নাটককে মন প্রাণ দিতে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিনোদিনী। তিনি কোনও দিনই অস্বীকার করেননি যে বারাঙ্গানা ঘরে তাঁর জন্ম। তিনি সব সময়ে প্রাকাশ্যে তা স্বীকার করতেন। সেই কারণে তঁকে সাহস করে কেউ কোনও কথা বলতে পারতো না। প্রচণ্ড সাহসী মহিলা ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সবাইকে পরাস্ত হতে হয়েছিল। একমাত্র গিরিশ ঘোষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। কারণ গিরিশ ঘোষই তাঁকে নাটক জগতে সম্মান আনিয়ে দিয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষেরর পথ ধরে তিনি আবার কবিতার বইও লিখেছিলেন। তার নিজস্ব দুটি কবিতার বইয়ের খবর পাওয়া যায়। এই দুটি কবিতা বইয়ের নাম ছিল -'বাসনা' ও 'কনক নলিনী'। থিয়েটার জীবনে তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন গিরিশ ঘোষ। নটী বিনোদিনী মঞ্চে অভিনয় করতেন একেবারে সুজ্জিত হয়ে। ভারতীয় পোশাক পরিচ্ছদের সঙ্গে ইউরোপীয় সাজের সংমিশ্রণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর অভিনীত নাটকগুলি সত্যিকারের মনোমুগ্ধকরে পরিণত হয়। তিঁনি কোনও শিল্পীকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতেন না। সব সময়ে ভেবে নিতেন কী রকম সাজ করলে তাকে ঠিক সেই রকম নায়িকার মতো লাগবে। যদিও গিরিশ ঘোষ তাঁকে এব্যাপারে সুপরামর্শ দিতেন। গিরিশ ঘোষ এবং বিনোদিনী মিলে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তাদের একটি নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা উচিত। তার জন্য কোথায় অর্থ তা যখন পাওয়া যাচ্ছিল না তখন গুর্মুখ রায় নামে একটি ব্যক্তি তাঁর জীবনে এসেছিলেন। টাকা দিয়ে থিযেটার গড়ার আশ্বাস দিলেন গুর্মুখ। বিনিময়ে বিনোদিনীকে তার সঙ্গে থাকতে হবে। বিনোদিনী নিজে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। গিরিশ ঘোষের নাটক দল তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপেক্ষা করে রয়েছে ইতিবাচক শব্দের। গিরিশ ঘোষের দিকে তাকিয়ে এবং তাঁকে বিশ্বাসস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন গুর্মুখ রায়ের হাতে বন্দি হবেন। সেই সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন গুর্মুখ রায়। বিডন স্ট্রিটে জমি গ্রহণ করা হল। রঙ্গমঞ্চ তৈরি করতে উদ্যোগী হলেন বিনোদিনী । গুর্মুখ আশা দিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চের নামকরণ হবে বি-থিয়েটার। কিন্তু বেঁকে বসলেন গিরিশ ঘোষ থেকে শুরু করে আরও অনেকে। তার ফলে বি-থিয়েটার নাম গ্রহণ করা হল না। 'স্টার থিয়েটার' নামটাকে গ্রহণ করা হল। আজকে যে স্টার থিয়েচারটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে তৈরি করতে বিনোদিনী বহু রক্ত ঘামে পরিণত হয়েছিল। চোখ দিয়ে জলও ফেলতে হয়েছিল এই অভিনেত্রীকে। যাদের ওপরে বিশ্বাস করেছিলেন বা ভরসা করেছিলেন তাদের দ্বারাই তিনি প্রতারিত হতে শুরু করেন। গিরিশ ঘোষের কাছে মঞ্চে অভিনয় করে বড় অভিনেত্রী হতে পেরেছিলেন। কিন্তা তার বাইরে তিনি বারাঙ্গনা ছাড়া আর কিছুই নন। গিরিশ ঘোষও নারাজ হয়েছিলেন বিনোদের নাম থিয়েটার করতে। তখন বিনোদিনী বিনোদ নামে থিয়েটার জগতে পরিচিত ছিলেন। প্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার ফলে বিনোদিনী দুই তিন মাস অভিনয় করা একেবারে বন্ধ করে দেন। কিন্তু বিনোদিনীর মতো মহিলা অভিনেত্রী পাওয়া তখন খুবই কঠিন ছিল। থিয়েচার প্রেমীরা থিয়েটার দেখতে আসতো বিনোদিনীর অভিনয় করছে জেনে। বিনোদিনীর অভিনয় করছেন শুনলে টিকিট পাওয়া দুস্কর হতো। বেশি টাকা দিয়েও টিকিট পাওয়া যেত না। আবার বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে এক টাকা টিকিট দশ থেকে কুড়ি টাকায় বিক্রি হয়েছে। গিরিশ বিনোদিনীকে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। যোগ্য অভিনেত্রীর অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। গিরিশ অনেক বুঝিয়ে বিনোদিনীতে আবার অভিনয় জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই স্টার থিয়েটারে উদ্বোধন নাটক হল 'দক্ষযজ্ঞ'। সতীর ভূমিকায় অভিনয় করে বিনোদ একেবারে মাত করে দিলেন। ১৮৮৩ সালের শেষ দিন পর্যন্ত গুর্মুখ স্টার থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'নলদময়ন্তী'তে 'দময়ন্তী' এবং 'ধ্রুব' চরিত্রতে অভিনয় করে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে দুটি পৌরাণিক চত্রিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। আবার দুর্যোগের ঘনঘটা। গুর্মখ পবিরারের চাপে পড়ে স্টারের স্বত্ব বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিলেন। বিনোদকে অংশীদার করে নেওয়ার কথা সবাই ভাবতে শুরু কতরে সব উঠল সুশীল সমাজ থেকে। স্বত্ব গ্রহণ করাতে অস্বীকার করার ব্যাপারে রাজি করাতে এগিয়ে এলেন গিরিশ ঘোষ। গিরিশ ঘোষ এবারে বিনোদ এবং তাঁর মা স্বত্ব কিনতে মানা করলেন। স্টারের স্বত্বাধিকারী হলেন অমৃতলাল মিত্র, দাশু চরণ নিয়োগী, হরি প্রসাদ বসু এবং অমৃতলাল বসু। ১৮৮৪ সালের ২ আগস্ট চৈতন্য লীলা অভিনয় হচ্ছে স্টার থিয়েচারে। সেই নাটক দেখতে সেই সময়ে স্টারের সমানে লোকের ভিড়। দক্ষিণেশ্বর থেকে নাটক দেখতে উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণদেব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিনোদিনীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, '' আসল নকল এক দেখলাম।'' নিমাই চরিত্রের ভাবতম্ময়তা বিনোদকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। স্টার থিয়েটারে গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' হচ্ছে। চিন্তামণি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন বিনোদ। অনেক সময়ে স্টার থিয়েটার নির্মাণ তাঁর জীবন ত্যাগের কথা প্রকাশ্যে বলতেন। তার ফলে তাঁর সহকর্মীরা এটাকে ধৃষ্টতা বলে গ্রহণ করতো। গিরিশ ঘোষ এব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ ভাব দেখাতেন। বিনোদ এই অপমান কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। ১৮৮৭ সালে ১ জানুয়ারি থিয়েচার ছেড়ে দিলেন। তাঁকে সেই সময়ে থিয়েটার ভক্তরা নাম দিয়েছিল 'মুন অব দ্য স্টার' এবং 'ফ্লাওয়ার অব দ্য নেটিভ স্টেজ'। ।এই সব সম্মানে ভূষিত যখন হয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। তিনি সংসারী হতে চেয়েছিলেন। বহু পুরুষ এসেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা গোপনে কেঁদে গিয়েছে। একটি কন্যা সন্তান এসেছিল। সে মরা যায় ১৯০৪ সালে। থিয়েটার থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর রক্ষক রাঙাবাবুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বিনোদিনীকে ছেড়ে চলে গেলেন ১৯১২ সালে। সেই সময় থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কীভবে কেটেছে তা অবশ্য জানা যায় না। জানতে পারা গিয়েছিল যে পেশাকে বেশি ঘৃণা করতেন সেখানেই তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল। মাঝে স্টার থিযেটারে গিয়ে রাস্তার ধারে বসে পান বিক্রি করতেন বলে জানতে পারা যায়। একেবারে জীবন অচল হয়ে গেলে তাঁকে ভিক্ষা পর্যন্ত করতে হয়েছিল। তিনি ৮০টি নাটকে অভিনয় করেছেন এবং ৯০ টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আজকের যুগে থিয়েটারে এবং সিনেমায় অভিজাত সম্প্রদায় থেকে মহিলারা এসে উপস্থিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষিত মহিলারা এসে যোগ দিচ্ছে। এখন অভিনয় করে জাতীয় পুরস্কার লাভ করছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছে। কিন্তু এই বাংলায় এক সময়ে অভিনয় করতে কোনও ভদ্র সমাজের লোকেরা এসে উপস্থিত হতো না। ভদ্র সমাজ অভিনয় দেখতো আনন্দ লাভ করতো। তারপরে তা নিয়ে দর্শকরা বেশি চর্চা করতো না। এখনকার যুগ হচ্ছে নাট্য চর্চার যুগ। নাট্য চর্চা না করতে পার লে উন্নত ধরনের নাটক তৈরি করা একেবারে মুশকিল। বাংলা নাটকরে প্রতিভার প্রকাশ স্বভাবজাত ছিল। তার জন্য কাউকে বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় হাতে থাকতো না। নটী বিনোদিনী যে নাট্য প্রতিভা অর্জন করেছিলেন তা নিয়ে নিজেই প্রতিভা বা দক্ষতার গুণে। তিনি স্বয়ং চরিত্র সম্পর্কে ভাবতেন। চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিশিয়ে ফেলতেন। কেউ তাঁর অভিনয় দেখে ভাবতো না যে তিনি একটি রক্ত মাংসের মানুষ।। চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে মিলে মিশে গিয়ে অভিনয়কে বাস্তবতার ভিত্তির ওপরে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিলেন যার ফলে বিনোদিনীকে সেই সময়ে খ্যাতি লাভ করেন। এই অভিনেত্রীর শেষ জীবনটা একাকীভাবে কেটেছিল। ১৯৪২ সালে তিনি পরলোকগমন করেছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি সম্মানিত না হলেও বাংলার নাটক জগত আজকে তাঁকে স্মরণ রেখেছে এবং আজকে তাঁর নামে স্টার থিয়েটারে গ্যালারি থেকে শুরু করে স্মারক পুরস্কারের আয়োজন করেছে। প্রতি বছর একজন সেরা অভিনেত্রীকে সেই স্মারক সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে।

বাংলা কবিতার জগতে ছন্দের জাদুকর হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

বিএ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন, পরবর্তীতে তিনি হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের ছন্দের জাদুকর-বাংলা সাহিত্যে বহু প্রতিভার সাক্ষর আমরা পাহ। বাংলা কবিতায় ছন্দের বৈচিত্র বহু কবি দেখিয়েছেন উ কিন্তু ছন্দ সৃষ্টিতে সবথেকে বেশী নিপুণতা যিনি দেখিয়েছেন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আমরা তাকে চিনি ছন্দের জাদুকর নামে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আগে বহু কবি তাদের কবিতায় বাংলা ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ব্যতিক্রম। বাংলা ছন্দের পাশাপাশি সংস্কৃত-আরবি-ফারসি-গ্রীক ইত্যাদি ছন্দ তিনিই প্রথম সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন

কবিতায়। মোহিতলাল মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পর্কে বলেছেন ছন্দের আনন্দ ও অর্থের চমৎকারিত্ব, দুইই তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান; অতএব তিনি যে একজন সত্যকার কবিশিল্পী তাহাতে সন্দেহ নাই। এভাবেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হয়ে উঠলেন ছন্দের জাদুকর। বাংলা ছন্দ নিয়ে তার গবেষণামূলক নিবন্ধ হল 'ছন্দসরস্বতী'। ১৯১৮ সালে ভারতী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় ছন্দ সম্পর্কিত এই নিবন্ধ প্রকাশিত হয় । এই নিবন্ধে তিনি বিভিন্ন দেশী বিদেশী ছন্দ নিয়ে বিশদে গবেষণা করেছেন। উন্মোচন করেছেন বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৮৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে। পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমানের চুপী গ্রামে। কিন্তু ছোট থেকেই পড়াশোনায় বিশেষ মন ছিল না সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। তার বাবা রজনীনাথ দত্ত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। পিতামহ অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৯ সালে এন্ট্রান্স পাস করেন এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে ১৯০১ সালে এফএ পাস করেন। এরপর তিনি বিএ পড়তে ভর্তি হন । কিন্তু সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তার বাবা তাকে পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদিন করার পর তিনি ব্যবসা থেকে সরে আসেন উ এই সময় থেকেই ব্যাপক সাহিত্যচর্চা করা শুরু করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পড়তে থাকেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার বড়ালের বিভিন্ন রচনা। এরপর আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রসাহিত্যে । লিখতে থাকেন একের পর এক কালজয়ী কবিতা । নবকুমার, কবিরত্ন, অশীতিপর শর্মা, ত্রিবিক্রম বর্মণ, কলমগীর প্রভৃতি ছদ্মনামে তিনি কবিতা লিখতেন। তার কবিতায় তুলে ধরেছেন বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি, পৌরাণিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, দেশাত্মবোধ। বিভিন্ন দেশের ছন্দ ব্যবহার করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভারতী পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অবহেলিত মানুষদের নিয়েও তিনি লিখেছেন বহু কবিতা। কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাদের জীবনের কথা। সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৬), হোম শিখা (১৯০৭), ফুলের ফসল (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯১২), তুলির লিখন (১৯১৪), অভ্র-আবীর (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৯), বেলা শেষের গান (১৯২৩), বিদায়-আরতি (১৯২৪), কাব্যসঞ্চয়ন (১৯৩০), শিশু-কবিতা (১৯৪৫) ইত্যাদি। তাঁর অনুবাদ কাব্যগুলি হলো তীর্থরেণু (১৯১০), তীর্থ-সলিল (১৯১৮), মণিমঞ্জুষা (১৯১৫) এবং গদ্যরচনা জন্মদুঃখী (উপন্যাস, ১৯১২), চীনের ধূপ (প্রবন্ধ, ১৯১২), ছন্দ-সরস্বতী (প্রবন্ধ, ১৯১৯), রঙ্গমল্লী (নাট্যানুবাদ, ১৯১৩) ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

কবিতা লেখার পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমেও তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। আরবি, ফারসি, চীনা, জাপানি, ইংরেজি, ফরাসি বিভিন্ন ভাষায় লেখা কবিতার বাংলা অনুবাদ তিনি করেছেন।

১৯২২ সালের ২৫ জুন মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অসংখ্য কবিতায় ছড়িয়ে আছে মনকাড়া ছন্দের জাদু। তার মধ্যে একটি কবিতা জাতির পাতি উদ্ধৃত করা হল, 'জাতির পাতি -সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙ্গা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ,ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
বংশে বংশে নাহিক তফাত
বনেদি কে আর গর্ব বনেদি,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন রাবীন্দ্রিক কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লেখার সময়ে অনুসরণ করতেন। প্রচণ্ড রবীন্দ্র ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোথাও কোন রকম আপত্তিকর মন্তব্য উঠলে তার প্রতিবাদ করতেন। মোহিতলাল এবং কবি নজরুলকে নিয়ে একটি বিতর্কসভায় রবীন্দ্রনাথকে টুকলিবাজ বলে মন্তব্য করতে তিনি প্রতিবাদ করেন

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়

বিশেষ প্রতিবেদক

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রথম কাজ করেন 'মহানগর' ছবিতে। স্ক্রিন টেস্ট নেওয়া হল। নানা ভঙ্গিতে ছবি তুললেন ওই ছবির ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র। শুটিং চলাকালীন সত্যজিৎবাবু বলেই রেখেছিলেন, পান খাওয়া চলবে না। সেই নির্দেশ অমান্য করার জন্য একদিন বকুনিও খেয়েছিলেন। ছবিতে মাধবীর স্বামী হয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। ননদের ভূমিকায় জয়া ভাদুড়ী। এটাই জয়া ভাদূড়ীর প্রথম ছবি।

একদিনের ঘটনার কথায় আসা যাক। খাটের উপর শট। মাধবী মুখোপাধ্যায় -অনিল চট্টোপাধ্যায় শোবেন সেই খাটে। সত্যজিৎ অনিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রিবেলায় মেয়েরা চুলটা কি করে বলতো? অনিল মাথা চুলকে বললেন, রাত্রিবেলা তো, তাই খেয়াল করিনি। এ কথা শুনে পরিচালক হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, ঠিক আছে চুলটা তাহলে বেঁধেই শোয়া হোক। সত্যজিৎ রায়, সুব্রত মিত্র, ফটিকবাবু (যিনি ক্যামেরায় ফোকাস করেন) এঁরা সকলেই খাটের উপর বসলেন। মাধবী আর অনিল ফ্লোরে দাঁড়িয়ে সংলাপ ঠিক করছেন।

এমন সময় খুব জোরে একটা শব্দ শোনা গেল ফ্লোর এর মধ্যে। সবাই চমকে উঠেছেন। মাধবী আর অনিল দেখলেন খাটটা মাঝখান দিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। সেই মাঝখানের ফাঁকে পড়ে আছেন সত্যজিৎ রায়, সুব্রত মিত্র, ফটিকবাবু। উপস্থিত সবাই তাড়াতাড়ি এসে তিনজনকে ভাঙা খাটের মাঝখান থেকে তুলে ধরলেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় মাধবীর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন, না হাসবার জন্য। ফটিকবাবু মজার মানুষ ছিলেন। ভাঙ্গা খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা অবিশ্বাসী খাট। অবশেষে খাট বদল করে শুটিং করা হল।

এমন মজাদার ঘটনা আমাদের মাধবী মুখোপাধ্যায় স্বয়ং জানিয়েছেন তাঁর লেখা 'মাধবী কানন' গ্রন্থে। মাধবী মুখোপাধ্যায় সব সময়ই 'ডিরেক্টরস অ্যাকট্রেস'। মোহময়ী গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী বলতে যা বোঝায় তা তিনি নন। কিন্তু মাধবীর সৌন্দর্যে কাছে বহু মোহময়ী ঝাপসা হয়ে যান। সত্যজিত রায় এর মহানগর। চারুলতা। কাপুরুষ। ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণরেখা। মৃণাল সেনের বাইশে শ্রাবণ। পূর্ণেন্দু প্ত্রী'র স্ত্রীর পত্র। মালঞ্চ। স্বপ্ন নিয়ে। তরুণ মজুমদারেরদ গণদেবতা।

বাংলা চলচ্চিত্রে এমন কোনও নাম নেই যাঁর ছবিতে তাঁকে দেখা যায়নি। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি সফল। মাধবী মুখোপাধ্যায়। বাণিজ্যিক এবং অন্য ধারার ছবি, দুই ক্ষেত্রেই তিনি অত্যন্ত সফল।

গ্ল্যামারাস চরিত্র থেকে সাদা-সিধে আটপৌরে সব ধরনের চরিত্রে তিনি মিশে যেতে পারতেন। পরিচালকদের পছন্দের সেরায় তাই মাধবী বিকল্পহীন।

প্রায় সব পরিচালকই এক বাক্যে বলেছেন, 'ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে যেন এক অন্য মাধবী বেরিয়ে আসে খোলস ভেঙে।' আসামান্য অভিনেত্রীর ৮৩তম জন্মদিনে রইলো অনেক শুভেচ্ছা।বাঙালী। উত্তম কুমারের সঙ্গে অভিনয় করতে তিনি বেশ ভালোবাসতেন। তার কারণ উত্তম কুমার তাঁকে একেবারে আপন করে অভিনয় করতে শিখিয়ে ছিলেন। কী করে অভিনয়কে জীবন্ত করতে হবে তা শিক্ষা দেন।

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LTD

CIN: L70200WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor Room No- 11 Kolkata,West Bengal, Indain - 700001,
Ph No (033) 44500500, Fax: 033-22420588;
Email id ::secretarial@rdbrealty.com; Website: www.rdbrealty.com

GOING TOGETHER GROWING TOGETHER

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য অ-নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	স্বতন্ত্র		
	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	১০৬৪.৬৫	৫৯৬৬.৯১	১০৪৪.৮৩
কর পূর্বে নিট লাভ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম	১০৬.৭২	১০৭৮.৬২	১৬১.৮২
ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে করপূর্ব নিট লাভ	১০৬.৭২	১০৭৮.৬২	১৬১.৮২
করপূর্ব নিট লাভ / ক্ষতি	১০.৭১	৭৮০.৬২	১৪১.৩৭
এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করপূর্ব সময়ের জন্য লাভ এবং করপূর্ব অন্যান্য ব্যাপক আয় অন্তর্ভুক্ত)	১১.৯৬	৭৮৭.৯৮	১৬১.০৩
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন অভিহিত মূল্য ১০ /- প্রতি শেয়ার)	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪
সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো হয়েছে)	১২১৯৯.৪১ (৩১.০৩.২৪)	১২১৯৯.৪১ (৩১.০৩.২৪)	১২১৯৯.৪১ (৩১.০৩.২৪)
মূল এবং মিশ্র এই সময়ের জন্য প্রতি শেয়ার আয়	০.০৫	৪.৫১	০.৮১

দ্রষ্টব্যঃ
১. (ক) উপরোক্ত ফলাফলগুলি ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছিল।
(খ) মূল স্বতন্ত্র আর্থিক তথ্যঃ

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
মোট আয়	১৩৯.২৪	২১৮৯.৭৬	৭২৭.০৪
করের আগে নিট লাভ/ ক্ষতি	৯৭.৭৫	৬৩৯.৯৯	৯.৭৪
করের পরে নিট লাভ/ ক্ষতি	৯২.৭৫	৫০০.০৭	৬.৯৬

২. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbrealty.com) পাওয়া যাবে।

বোর্ডের জন্য এবং তাদের পক্ষে,
স্বা /- প্রদীপ কুমার পুগালিয়া
DIN: 00501351
সার্বক্ষণিক পরিচালক

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৫ ।০২ ।২০২৫

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH6/11,STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156
CIN : L20291WB1985PLC038657

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31,2024

Amount (Rs. in Lacs except EPS)

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.12.2024 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2024 Unaudited	Quarter ended 31.12.2023 Unaudited
1	Total Income from Operations (net)	1.82	13.07	17.05
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Item)	(0.38)	5.70	11.61
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.38)	5.70	11.61
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary ItemS)	(0.56)	0.32	3.79
5	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(0.56)	0.32	3.79
6	Equity Share Capital	24	24	24
7	Earnings Per Share (of Rs.10/-each)(for continuing and discontinued operation)	a)Basic:(0.24) b)Diluted:(0.24)	a)Basic:0.13 b)Diluted:0.13	a)Basic:1.58 b)Diluted:1.58

Note :
a) The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 31 December, 2024 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
b) Scan this QR code to download Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2024

For **SWASTIK PLYWOOD LIMITED**
sd/-**Magan Lal Patel**
WTD & CFO
DIN : 00529999

Place : Kolkata
Date : 14.02.2025

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ / স্টেশন বিউটিফিকেশন/২৪, তারিখ ১৪.০২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগটি **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৭। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৩.২০২৫-এ দুপুর ১২.০০টা। **সিকোয়েন্স নং ঃ** এএ/১। **লট নং:ঃ** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ইউপিএ-ওএইচ-১৪১-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম)। **বিবরণঃ** উত্তরপাড়া, ডানকুনি, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, কামারকুণ্ডু, আরামবাগ, বর্ধমান ও রামপুরহাট স্টেশনে ০৩ বছরের জন্য স্কেচ প্ল্যান অনুযায়ী এই কাজের জন্য চিহ্নিত অবস্থানে, একটি অংশে সংশ্লিষ্ট শহরগুলির বিখ্যাত স্থানের ফোটো (৫০% অংশে) এবং অন্য অংশে (বাকি ৫০% অংশে) বিজ্ঞাপন সহ "I LOVE <স্টেশনের নাম>" প্রদর্শনকারী আলোকিত বোর্ড সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা স্টেশনের সৌন্দর্যায়ন।

(HWH-608/2024-25) **সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

R. K. WIRE PRODUCTS LIMITED

Regd. Off: Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Kolkata- 700091 Email ID: info@rkwire.com website: www.rkwire.com
CIN: L17233WB1983PLC036948

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹. in Lacs)

	Particulars	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1	**Revenue from operations**						
	Sale of Products	1,944.56	2,150.65	1,751.45	6,332.85	6,010.67	8,458.53
	Other Income	46.29	15.01	14.09	76.38	38.87	116.04
	Total Income	**1,990.85**	**2,165.66**	**1,765.54**	**5,409.23**	**6,049.54**	**8,574.57**
2	**Expenses**						
	Cost of Material Consumed	1,294.79	1,432.54	1,820.31	4,544.59	4,583.13	6,725.65
	Purchase of Stock-in-trade	148.34	257.28	18.25	230.25	341.61	380.28
	Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-trade	193.75	(69.39)	(262.41)	268.73	(172.63)	223.43
	Employee Benefits Expenses	42.65	28.32	77.35	142.46	139.96	216.93
	Finance Cost	2.71	(0.26)	1.97	7.85	(6.17)	10.65
	Depreciation, amortization and impairment	20.31	23.92	25.60	63.89	71.25	84.34
	Other Expenses	195.62	165.01	112.15	656.96	535.96	762.67
	Total Expenses	**1,898.17**	**1,837.42**	**1,793.22**	**5,914.13**	**5,505.45**	**7,957.07**
3	**Profit/ (Loss) before Exceptional Item & Tax (1 - 2)**	**92.68**	**328.24**	**-27.68**	**495.10**	**444.09**	**617.50**
4	Exceptional Item	(5.68)	-	-	(2.82)	-	-0.40
5	**Profit/ (Loss) before Tax (3 - 4)**	**87.00**	**328.24**	**-27.68**	**492.23**	**444.09**	**617.90**
6	Tax Expenses						
	Current Tax	18.25	76.63	-	118.15	97.70	149.60
	Earlier Years	-	-				
	Deferred	-	-				9.89
7	**Profit/ (Loss) for the period (5 - 6)**	**68.75**	**251.61**	**-27.68**	**374.13**	**346.39**	**458.41**
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-
	(i) Item that will not be reclassified to proft or loss remeasurement of post employment benefit obligation	-	-	-	-	-	-
	(ii) Income Tax relating to above	-	-	-	-	-	-
	Other Comprehensive Income (OCI) for the period (net of taxes)	-	-	-	-	-	-
	Other Comprehensive Income for the period, net of taxes	-	-	-	-	-	-
9	**Total Comprehensive Income for the period (7 + 8)**	**68.75**	**251.61**	**-27.68**	**374.13**	**346.39**	**458.41**
10	Paid-up equity share capital (Face value - Rs. 10/-)	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98
11	Other Equity						
12	Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised) Basic (Rs.)" Diluted (Rs.)"	9.17	33.56	-3.69	49.9	46.2	81.14

Notes:
1. The above financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024, have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approed by the Board of Directors at their meeting held on February 14, 2025. This Financial Results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act' 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and other recognised accounting practices to the extent applicable.
2. The Company is principally engaged in Single segment viz. Manufacturing of wire and Wire Products.
3. Previous period's figures have been regrouped/ rearrangement whereever necessary

For R.K.WIRE PRODUCTS LTD
Sd/- BINOD KUMAR BAGARIA
Managing Director
DIN : 00484802

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2025

বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসব ১১ মার্চ, সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসব হবে ১১ মার্চ মঙ্গলবার। এবারও গতবারের মতো সাবেকি প্রথায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বসন্ত উৎসব। সেখানে একমাত্র বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্তরাই অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এবারও সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ থাকছে। শুক্রবার বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বসন্ত উৎসব নিয়ে বিশ্বভারতীর কর্মীমণ্ডলীর বৈঠক বসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য বিনয় কুমার সোরেন, পাঠভবন, শিক্ষাসত্র সহ বিভিন্ন ভবনের অধ্যক্ষ এবং আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ জানান, যেহেতু গৌর প্রাঙ্গন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, এখানে কয়েক ঘন্টার অনুষ্ঠানে পাঁচ লক্ষ জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। পৌষ মেলা হয় মেলার মাঠে। সেখানে ৬ দিন ধরে মেলা হয়েছে। তাই জনসমাগমের সংখ্যা ভাগ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, বিশ্বভারতী সাধারণত দোলের দিন বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে না। আশ্রমে বসন্ত উৎসবের সাথে যুক্ত নয় কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ। তাছাড়া 'হেরিটেজ' তকমা রক্ষার্থে এবারও বিশ্বভারতী বেশি সতর্ক। ১১ মার্চ পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আশ্রমিকদের নিয়ে বসন্তোৎসব করবে বিশ্বভারতী। সেখানে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ বহাল থাকছে। ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো। এই 'হেরিটেজ' তকমা রক্ষা করতে এবার সতর্ক বিশ্বভারতী। স্বাভাবিক ভাবে দোলপূর্ণিমার দিন হচ্ছে না বসন্তোৎসব। দোলপূর্ণিমা ১৪ মার্চ। তার কয়েক দিন আগে ১১ মার্চ বসন্তোসব পালন করবে বিশ্বভারতী। কারন একটাই, ১৪ মার্চ শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের ভিড় থিক থিক করে। তাই ওই দিন বসন্তোৎসব করলে বহিরাগতরা আশ্রমে প্রবেশ করে যেতে পারে। এদিন, বসন্তোসব নিয়ে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মীমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন। তাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্বভারতীতে বসন্তোৎসব হতো আশ্রম মাঠে। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েক ঘন্টা লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হত। উৎসবের সূচনার পরেই বহিরাগতদের তাণ্ডবের সাক্ষী বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আশ্রমিক, শান্তিনিকেতনবাসী সকলেই। এই আশ্রম মাঠ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী চৈতি বাড়ি, গৌরপ্রাঙ্গণ, ঘন্টা তলা, কালো বাড়ি, রামকিঙ্কর বেইজের মূল্যবান ভাস্কর্য প্রভৃতি। তাতেও আবির ছুঁড়ে দেওয়া হতে পারে। এছাড়া অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বসন্তোৎসব শেষে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসজুড়ে মিলত মদের রাশি রাশি বোতল, প্ল্যাস্টিক প্রভৃতি। এমনকি, বহিরাগতদের হেনস্থার শিকারও হতে হয়েছে বিশ্বভারতীর বহু ছাত্রীকে। এই বিশ্বভারতী বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। এই হেরিটেজ তকমা রক্ষার্থে আর বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার দিয়ে বসন্তোসব করতে চায় না বিশ্বভারতী। তাই এবারও বিশ্বভারতীর বসন্তোৎসবে বহিরাগতরা প্রবেশ করতে পারবেন না। রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের মধ্যদিয়ে পড়ুয়ারা উদ্‌যাপন করবে বসন্তোৎসব। প্রসঙ্গত, শেষবার ২০১৯ সালে আশ্রম মাঠে হয়েছিল বসন্তোৎসব। ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল উসব। ২০২১ সাল থেকে তৎকালীন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বসন্তোসবে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এমনকি, ভিড় এড়াতে দোলপূর্ণিমার দিন বসন্তোৎসব না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

বাড়ি বাড়ি পৌঁছাবে গ্যাস সংযোগ

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আর বছর দেড়েকের মধ্যেই বৃহত্তর কলকাতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সংযোগ পৌঁছে যাবে। রাজ্য বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, রাজ্যে পাইপে রান্নার গ্যাস সরবরাহের জন্য কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ৭৯৫ কিলোমিটার পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ওই প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা গেইলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অনুপম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে কলকাতার লাগোয়া নিউ টাউনে পাইপবাহিত গ্যাস সরবারাহ শুরু হবে। যেখান থেকে ধাপে-ধাপে ইএম বাইপাস লাগোয়া চিংড়িঘাটা থেকে শহরতলির গড়িয়া পর্যন্ত এলাকায় তা পৌঁছে যাবে। বেঙ্গল গ্যাসের সিইও জানান, কল্যাণীর গয়েশপুর পর্যন্ত পাইপলাইন চলে এসেছে। এবার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ব্যারাকপুর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর পৌঁছে যাবে নিউ টাউনে। আপাতত নিউ টাউনের অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছে। হলদিরামের কাছে পাইপলাইন পৌঁছালেই নিউ টাউনে পরিষেবা চালু করে দেওয়া যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বার্ড ফ্লু, আগামী ৩মাস আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ অন্ধ্রপ্রদেশে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার দরুন সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাজ্য সরকার আগামী তিন মাসের জন্য ওই রাজ্যের তিনটি জেলা থেকে ডিম এবং মুরগি আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া, রাজ্য সরকারের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকে সমস্ত পোলট্রি ফার্মকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি কোন পোলট্রিতে হাঁস বা মুরগির মধ্যে ঝিমুনি, খিদে না পাওয়া, বা অন্য কোনও উপসর্গ দেখা যায়, তবে সেটিকে আলাদা করে রাখতে হবে এবং তার ৩ কিলোমিটারের মধ্যে বিশেষ নজরদারি চালাতে হবে। এই ধরনের সতর্কতা মূলতঃ বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ফর্ম নং. ৩
[নিয়ম -১৫ (১)(ক) দেখুন] / ১৬(৩)
ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২-সি, জওহর লাল নেহেরু রোড,
কলকাতা-৭০০০৭১

মামলা নংঃ টিএ/১৭২০/২০১৫

আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সমন, যা ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল (প্রক্রিয়া) বিধি, ১৯৯৩ এর বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২ক) এর সাথে পঠিত।

ইএক্সএইচ নং.ঃ **৫৪৮৩**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স কিরণ স্টোর্স অ্যান্ড ওআরএস

প্রতি,
(১) এমএস কিরণ স্টোরস অ্যান্ড ওআরএস, ১০-বি জ্যাকসন লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১।
(২) কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত, পিতা- প্রয়াত রাজ কুমার গুপ্ত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-১০-বি, জ্যাকসন লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০১।
এছাড়াও,
বসবাসকারী - ফ্ল্যাট নং। ৩ এবং ৪এ, পি-১৫, সিআইটি রোড, স্কিম-এক্সএম, পোস্ট এবং থানা - বেলিয়াঘাটা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১০।
(৩) অজয় কুমার গুপ্ত, পিতা- প্রয়াত মৃত রাজ কুমার গুপ্ত, ব্যবসা-১০-বি, জ্যাকসন লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১।
এছাড়াও,
বসবাসকারী - ফ্ল্যাট নং ৩এ, এবং ৪এ, পি-১৫, সিআইটি রোড, স্কিম-এক্স এম, পোস্ট এবং থানা-বেলিয়াঘাটা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১০।
(৪) অনুপ কুমার গুপ্তা, পিতা-প্রয়াত রাজ কুমার গুপ্তা, ব্যবসা-১০-বি, জ্যাকসন লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১।
এছাড়াও,
বসবাসকারী - ফ্ল্যাট নং। ৩এ এবং ৪এ, পি-১৫, সিআইটি রোড, স্কিম-এক্স এম, পোস্ট এবং থানা - বেলিয়াঘাটা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১০।
(৫) শ্রীমতি বিদ্যাবতী গুপ্ত, স্বামী- প্রয়াত রাজ কুমার গুপ্ত, ব্যবসা-১০-বি, জ্যাকসন লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১।
এছাড়াও,
বসবাস- ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৪এ, পি-১৫, সিআইটি রোড, স্কিম-এক্স এম, পোস্ট এবং থানা- বেলিয়াঘাটা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১০।

তলব

যেহেতু, টিএ/৭২০/২০১৫ মাননীয় প্রিজাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রারের সামনে **২২/০১/১২০২৫** তারিখে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিরুদ্ধে **১২৬৯৩৪৭০.৮৫ টাকার** ঋণ আদায়ের জন্য দায়ের করা আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিশ জারি করতে পেরে আনন্দিত (আবেদন, নথিপত্রের কপি ইত্যাদি সংযুক্ত)। আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাকে, বিবাদীদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে-

(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন করা হয়েছে তা মঞ্জুর করা উচিত নয়,
(খ) মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ এর অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা,
(গ) সম্পত্তি ক্রোকের আবেদনের শুনানি এবং নিষ্পত্তির জন্য মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩ক এর অধীনে প্রকাশিত সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদের লেনদেন বা নিষ্পত্তি থেকে আপনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে,
(ঘ) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ব্যতীত, আপনি তার ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যতীত, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে কোনও সম্পদ হস্তান্তর করবেন না যার উপর নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি হয় এবং/অথবা মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩ক এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশ করা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি,
(ঙ) ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায়কৃত বিক্রয় আয়ের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এই বিক্রয় আয় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে যারা এই সম্পদের উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণ করে।

আপনাকে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, আবেদনকারীর কাছে প্রদত্ত একটি অনুলিপি সহ এবং ০৫.০৩.২০২৫ তারিখে **সকাল ১০.৩০ টায়** রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হতে হবে। অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনটি শুনানি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আমার স্বাক্ষর এবং এই ট্রাইব্যুনালের সীলমোহর সহ এই তারিখে প্রদত্তঃ ২৯.০১.২০২৫।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার-ইন-চার্জ
ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল - ৩, কলকাতা

৪৮ ঘন্টা পর উদ্ধার চার নাবালক স্কুল ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশকে নাকানি চোবানী খাওয়ানোর ৪৮ ঘন্টা পর উদ্ধার চার নাবালক স্কুল ছাত্র। ছেলেদের মানুষ করতে পারিনি স্বীকার করলো অভিভাবকরা। সচেতনতা গড়ে তুলতে পারেনি প্রশাসন মানলো পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গত ১২ ফেব্রুয়ারি স্কুলে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার বড়হল হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর চার ছাত্র। ওইদিন সন্ধ্যায় জাঙ্গিপাড়া থানায় নিখোঁজ ডাইরি করেন চার ছাত্রের পরিবার। শুক্রবার সকালে তাদের হুগলির হরিপালের একটি আবাসন থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ আরো জানিয়েছে স্কুল থেকে বেরিয়ে ওই চার ছাত্র প্রথমে নবদ্বীপ যায় এরপর তারকেশ্বর হয়ে হরিপালের একটি আবাসনে আশ্রয় নেয়। আজ সকালে তাদের হরিপাল থেকে উদ্ধার করা হয়। নাবালক বা নাবালিকাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দিন দিন এত বাড়ছে কেন ? চন্ডিতলা এস ডি পি ও তমাল সরকার বলেন সচেতনার অভাব যেমন আছে পাশপাশি সামাজিক মাধ্যম কিছুটা দায়ী। পুলিশের তরফ থেকে স্কুলে স্কুলে স্বয়ংসিদ্ধা নামে ক্যাম্প করে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে তবে এটা সময় সাপেক্ষ। অন্যদিকে উদ্ধার হওয়া ছাত্রদের অভিভাবকরা তাদের ভুল স্বীকার করে নিয়ে বলেন অভিভাবক হিসাবে সফল নই, ছেলে মেয়েদের মানুষ করার ক্ষেত্রে বড়সড় গাফিলতি আছে।

মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে জলদস্যুদের কবলে দুই মৎস্যজীবী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার জলদস্যুদের কবলে দুই মৎস্যজীবী । কাঁকড়া ধরতে নৌকায় দুই মৎস্যজীবী গিয়েছিলেন সুন্দরবনের আরবেশের জঙ্গলে। আর সেখানে আচমকা জলদস্যুর হানা। মারধর করে চোখের সামনে মোবাইল সহ যা ছিল, তা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খালি নৌকো নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে কোনওক্রমে ঘরে ফিরলেন মৎস্যজীবীরা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অংশের বাসিন্দাদের পেটের তাগিয়ে নিয়মিত যায় গভীর জঙ্গলে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে তাঁরা । বাঘের কবলেও পড়েন। তা সত্ত্বেও উপার্জনের তাগিদে কাঁকড়া, মাছ ধরতে যেতেই হয়। বৃহস্পতিবার সুন্দরবন কোস্টাল থানার ছোট মোল্লাখালির বাসিন্দা দুজন মৎস্যজীবী গিয়েছিলেন আরবেশের জঙ্গলে। হঠাৎই ৫ থেকে ৬ জনের একটি দল হামলা চালায় তাদের নৌকায়। অভিযোগ, দুই মৎস্যজীবীকেই বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁদের কাছে থাকা মোবাইল, জাল ও যাবতীয় সবকিছু ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। বাধা দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এমনকি তাদের মারধর করা হয়। এরপর আহত অবস্থায় খালি নৌকো নিয়ে কোনওক্রমে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে ঘরে ফেরেন তাঁরা। শুক্রবার বেলায় তাঁরা সুন্দরবন কোস্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করে। আর তাঁর পরেই অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বনদপ্তর। এই ঘটনায় প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়েছে মৎস্যজীবীদের মধ্যে। বারবার এই ঘটনায় আতঙ্কিত মৎস্যজীবিরা। আর এই ঘটনার পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন মৎস্যজীবীদের পাশে থাকা মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। শুক্রবার এপিডিআরের দঃ ২৪ পরগনা জেলা সহ-সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় তাঁরা মাছ কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের ওপর জলদস্যুদের হানার পরেও পুলিশ প্রশাসনের হেলদোল নেই কেন। আমরা চাই অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করুক পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৫৯১৪৮২৮, তারিখ ০৫.০২.২০২৫। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষ তারিখ/সময় ঃ** ২৬.০২.২০২৫ তারিখ রাত্রি ৮টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৬.০২.২০২৫ তারিখ রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিট। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ (দিন)। **দফার বিভাগ ঃ** কাস্টম বিড ফর সার্ভিসেস ঃ বেগমপুর, বারুইপাড়া, সাঁইথিয়া জং, খাগড়াঘাট রোড, সালার, ধনিয়াখালি হল্ট, চন্দনপুর, জৌগ্রাম, মশাগ্রাম জং, শক্তিগড়, খানা জং, গুসকরা, আহমদপুর, এমএলপি, বাজারসৌ, অগ্রদীপ স্টেশনগুলি এবং চারপাশের এলাকা থেকে বাইরের সংস্থা দ্বারা ট্র্যাক থেকে আবর্জনা উত্তোলন, ভ্যাট থেকে নোংরা জঞ্জাল তুলে নেওয়া সহ যান্ত্রিকভাবে পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট ডাম্পিং ...। **সমতুল বিভাগ ঃ** সাফাই, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা — ফলাফলের ভিত্তিতে। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ১০৬ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে স্টার্টআপ উদ্যোগ ক্ষেত্রে ছাড় আছে ঃ** নেই। **বিক্রেতার থেকে নথিপ্রাপ্তি প্রয়োজন ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধ কৃত), *যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি?** হ্যাঁ। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** টু প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ২,১০,৯৬,৬৮০.৯৮ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন। **আরবিট্রেশন ক্লজ ঃ** নেই। **মিডিয়েশন ক্লজ ঃ** নেই। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫৫,৪৮৪ টাকা। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস)ঃ** ৩০।

HWH-606/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SEKSARIA FOUNDRIES LIMITED

CIN - L28112WB1974PLC029617
Regd. Offc : 219 Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 006
Email : castmanhole@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 31.12.24 Unaudited	Quarter ended 30.09.24 Unaudited	Nine Month Ended 31.12.24 Unaudited	Year Ended 31.03.24 Audited
1	Total Income from Operations	1,193.44	1,641.60	4,297.57	3334.53
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	107.10	124.48	309.83	95.17
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	107.10	124.48	309.83	70.71
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit /(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	107.10	124.48	309.83	70.71
5	Equity Share Capital	20.00	20.00	20.00	20.00
6	Other Equity	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) a.Basic(Rs.)	53.55	62.24	154.91	35.36
	b.Diluted(Rs.)	53.55	62.24	154.91	35.36

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com); and on the company website (www.scbp.in)

For **Seksaria Foundries Limited**
Sd/-
Ravindra Kumar Seksaria
Managing Director
(DIN: 00594264)

Place: Kolkata
Date: February 11, 2025

SARVOTTAM FINVEST LIMITED

CIN: L65993WB1978PLC031793
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001, Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: sarvottamfinvest@gmail.com,Website: www.sarvottamfinvest.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2024 (Rs. in Lakhs)

Sl no	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2024 Reviewed	30.09.2024 Reviewed	31.12.2023 Reviewed	31.12.2024 Reviewed	31.12.2023 Reviewed	31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations	29.03	70.46	58.53	139.04	134.89	182.55
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	(21.41)	(29.64)	13.44	(40.70)	39.31	48.94
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(25.83)	(22.02)	9.95	(51.85)	29.09	47.16
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	(25.83)	(22.02)	9.95	(51.85)	29.09	47.16
5	Equity Share Capital	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6	Other Equity	-	-	-	-	-	1779.64
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) a.Basic(Rs.)	(0.34)	(0.29)	0.13	(0.69)	0.39	0.63
	b.Diluted(Rs.)	(0.34)	(0.29)	0.13	(0.69)	0.39	0.63

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bse-india.com and on the Company's website at www.sarvottamfinvest.in

For **Sarvottam Finvest Limited**
Dilip Kumar Gupta
Managing Director
(DIN:01168576)

Place: Kolkata
Date: February 14, 2025

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791
রেজি অফিসঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেহপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ৫১৩, ভারত
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, ভারদান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬,
ইমেল আইডিঃ krypton@kryptongroup.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	স্বতন্ত্র				অস্বতন্ত্র			
	৯ মাস শেষে ৩১ ।১২ ।২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১ ।১২ ।২৩ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ।১২ ।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ।১২ ।২৩ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১ ।১২ ।২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১ ।১২ ।২৩ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ।১২ ।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ।১২ ।২৩ অনিরীক্ষিত
১. কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৩,২৯২.৭৭	২,৭৫৫.৫৩	১,০৭৮.৬০	১,১২৪.২৬	৩,৩৯১.৬৯	২,৯০৫.৫৪	১,১০০.৮৯	১,২০৫.১৩
২. নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অসাধারণ আইটেম #)	১৫৮.৯৮	১৩৮.৫০	৩৩.২৬	৫৬.১১	১৪৭.৫০	৯২.১৬	৩০.৬৭	৪৯.১৮
৩. নিটলাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ পরে এবং/ অসাধারণ আইটেম #)	১১৬.৯৮	১৩৪.৫০	২২.২৬	৫৩.১১	১০৫.৫০	৮৮.১৬	১৯.৬৭	৪৬.১৮
৪. নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অসাধারণ আইটেম #)	১১৬.৯৮	১৩৪.৫০	২২.২৬	৫৩.১১	১০৫.৫০	৮৮.১৬	১৯.৬৭	৪৬.১৮
৫. সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় সমন্বিত (লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	১১৬.৯৮	১৩৪.৫০	২২.২৬	৫৩.১১	১০৫.৫০	৮৮.১৬	১৯.৬৭	৪৬.১৮
৬. ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭. ব্যালেন্সে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদ দিয়ে রিজার্ভ আগের হিসাব বছরের শীট	-	-	-	-	-	-	-	-
৮. শেয়ার প্রতি আয় (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) (প্রতিটি ১০ /- অভিহিত মূল্য) মূল ও মিশ্র (*বার্ষিক নয়)	০.৮০	০.৯১	০.১৫	০.৩৬	০.৭৩	০.৫৫	০.১৩	০.৩১

বিঃদ্রঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.kryptongroup.com) এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারেঃ

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
(জয় সিং বারদিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00467932

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪ ।০২ ।২০২৫

চাষবাস

সবুজ, হলুদ, বেগুনি ফুলকপিই যেন এই মরশুমে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু

দূর থেকে দেখলে মনে হবে হয়তো এটা কোনও ফুলের বাগান! তবে খানিকটা কাছে গেলেই সেই ধারণা পালটে যাবে। আসলে এসবের নেপথ্যে রয়েছে কোলাঘাট ব্লকের বৃন্দাবনচকের বাসিন্দা প্রমথনাথ মাজীর মেহনত। এবার তিনি তাঁর জমিতে প্রায় হাজার তিনেক বিভিন্ন রঙের ফুলকপির চাষ করেছেন। বাজারে এখন আর তেমন দাম নেই কপির। কারণ, জোগান রয়েছে যথেষ্ট। এই পরিস্থিতিতে রংবেরঙের ফুলকপি চাষ করে তাক লাগালেন পাঁশকুড়ার সবজি চাষি। তাঁর সাফল্যে রীতিমতো উৎসাহিত এলাকার অন্যান্য কৃষকরাও।পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ও কোলাঘাট ব্লকে ফুলের উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণ সবজির চাষও হয়। সবুজ, হলুদ, বেগুনি ফুলকপিই যেন এই মরশুমে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ব্যবসার কথা ভেবে ব্যতিক্রমী চাষ। অবশ্য প্রমথবাবু বরাবরই পরীক্ষামূলকভাবে নিত্যনতুন চাষ করে থাকেন। কখনও ব্রোকোলি, আবার কখনও চায়না টমেটো, ক্যাপসিকাম, বিভিন্ন বিদেশি সবজি, চেরি টমেটো চাষ করে নজর কেড়েছেন। আর তাঁর এই অভিনব চাষের পদ্ধতিতে বেশ খানিকটা উৎসাহিত এলাকার অন্যান্য কৃষকরাও।শীতের সবজি হিসাবে গৃহস্থের হেঁশেল দখল করেছে ফুলকপি। তবে বছরের অন্যান্য সময়েও ফুলকপির কদর রয়েছে যথেষ্ট। শীতে অতিরিক্ত ফুলকপির জোগানে দাম তলানিতে নেমে আসে। তাই সেদিকে নজর রেখে গত ২ বছর ধরে কোলাঘাটের কৃষক নিজের জমিতে রংবেরঙের ফুলকপি চাষের উদ্যোগ নেন। তাঁর উৎপাদিত সবুজ, হলুদ, বেগুনি ফুলকপি রীতিমতো ছেয়ে গিয়েছে কোলাঘাটের বাজারগুলিতে। প্রমথবাবুর কথায়, ''অতিবৃষ্টির ফলে বেশ কিছু চারা নষ্ট হয়। তারপরেও প্রায় আড়াই হাজার রঙিন ফুলকপি গাছ বাঁচাতে পারি।

হলুদ এবং বেগুনি রংয়ের ফুলকপি চাষ হচ্ছে। কোলাঘাট, খুকুরদহ ও পাঁশকুড়ার সবজি বাজারে দেদার বিক্রিও হচ্ছে। রঙিন ফুলকপির দাম রীতিমতোই ভালোই। সাধারণ ফুলকপির বাজারমূল্য ৫ থেকে ১০ টাকা। রঙিন ফুলকপি বাজারে সহজেই ৪০ টাকা করে বিক্রি করেছেন প্রমথবাবু। আর এই রঙিন ফুলকপির স্বাদ ও গুণের কদর রয়েছে যথেষ্ট।

স্বাভাবিকভাবেই মুখের হাসি চওড়া হয়েছে কৃষকের।

৪০ টি লাল চন্দন গাছ রোপন

১৪-ই ফেব্রুয়ারি সারা পৃথিবী প্রেমের দিবস হিসেবে পালন করলেও , ভারতীয়রা কিন্তু এটিকে একটি কালো দিন হিসাবেই পালন করে, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলায় শহীদ হওয়া ৪০ জন বীর সৈনিকদের, আত্মত্যাগ কে স্মরণীয় করে রাখতে এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে হুগলি জেলা সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ডের সম্পাদক শেখ মাবুদ আলীর উদ্যোগে ডানকুনি সাতঘরা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ময়দানে ৪০ টি লাল চন্দন গাছ রোপন করা হলো, শুধু এই বছরই নয় শেখ মাবুদ আলী ২০২০ সাল থেকেই প্রতি বছর ১৪-ই ফেব্রুয়ারি দিনটি কালো দিন হিসেবে পালন করেন, এবং ৪০ জন শহীদ জাওয়ানের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্মৃতি বৃক্ষরোপণ করেন , যেভাবে আমরা ৪০ জন দেশের বীর জাওয়ান কে হারিয়েছি , যেভাবে তারা দেশের জন্য নিজেদের প্রাণের বলিদান দিয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রোপন করা হলো ৪০ টি লাল চন্দন গাছ, প্রতিটি গাছ এক এক জন সেনার নামে বসানো হয়েছে, আগামী দিনে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সমাজকে অক্সিজেন প্রদান করবে, প্রবল গ্রীষ্মে সাধারণ মানুষ এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে।

যাতায়াতের খরচ প্রায় লাখ টাকা

ছেলের স্বপ্নপূরণের সেই টাকা জোগাড়ের জন্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে পড়ে রয়েছেন মা-বাবা

বনস্পতি দে, বৈদ্যবাটি হুগলি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ২৯ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিযোগিতা হবে ভিয়েতনামের হানায়াতে। যাতায়াতের খরচে প্রায় লাখ টাকা। ছেলের স্বপ্নপূরণের সেই টাকা জোগাড়ের জন্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে পড়ে রয়েছেন মা-বাবা। পরিত্যক্ত কারখানার আবাসন মাথা গোঁজার জায়গা। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। এই অবস্থাতেই এই পরিবারের তরুণের দৃশ্য যোগাসন চ্যাম্পিয়নের যোগ দেওয়ার সুযোগ! হুগলির বৈদ্যবাটি পৌরসভা ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দারিদ্র জঙ্গল রোডের বাসিন্দা ওই তরুণ অতনু হালদার। বৈদ্যবাটি বনমালী মুখার্জি ইনস্টিটিউটের একাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্র অতনু। বিশ্বের আঙিনায় যোগাসন প্রতিযোগিতায় পৌঁছান যে কতটা কঠিন তা সে ভাল মতই জানে। তবে পারিবারিক অবস্থার মধ্যে সে কীভাবে বিশ্ব যোগাসনে প্রতিযোগী হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও যদি একবার সেখানে পৌঁছাতে পারে তাহলে দাঁতে দাঁত চেপে হলেও নিজের সেরা পারফরমেন্সটা দেবে এমনটাই জানিয়েছে অতনু। অতনুর বাবা সঞ্জয় হালদার একজন ভ্যানচালক। মা বুলু হালদার তিনি জানান, ভিয়েতনামে যাওয়ার জন্য ৩৫ হাজার টাকা পাঠানোর কথা ছিল সোমবারের মধ্যে। কিন্তু সেই টাকা জোগাড় হয়ে ওঠেনি এখনও। রাজ্য যোগা সংস্থার কাছে আরও পাঁচ দিন সময় চেয়েছেন তারা। তিনি বলেন, ছেলের স্কুল ক্লাবের প্রশিক্ষক স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি পুরপ্রধান বিধায়ক সকলকে জানিয়েছেন তিনি এ বিষয়ে। সকলের থেকেই আশ্বাস পেয়েছেন কিন্তু অর্থ জোগার এখনও হয়ে ওঠেনি। এই বিষয়ে অতনু জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয় মহাকুমা জেলা রাজ্য স্তরে সাফল্য আসার পর এখন বিশ্বের দরবারে তার ডাক এসেছে। এবারের প্রথম জাতীয় স্তরে নেমে সাফল্য পেয়েছে সে। তার স্বপ্ন রয়েছে ভিয়েতনামে গিয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করার। অপেক্ষা শুধু অর্থ সংস্থানের।

শান্তি চুক্তি নিয়ে হুঁশিয়ারির পর মিউনিখে জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলন হবে। এর আগে ভ্যান্স ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্ক রুবিওর সঙ্গে জেলেনস্কির দেখা হতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে শান্তি আলোচনা শুরুর করার বার্তা দিয়েছেন। এরপরই জেলেনস্কির এই সাক্ষাতের কথা জানা গেল। এর আগে আলোচনায় নিজেদের সম্পৃক্ততা না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিতে ইউক্রেন রাজি হবে না বলে সতর্কতা দেন জেলেনস্কি। মিউনিখের নিরাপত্তা সম্মেলনে রাজনৈতিক নেতা, সামরিক কর্মকর্তা ও কূটনীতিকেরা অংশ নেন। পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর শান্তি আলোচনা নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণায় ইউরোপীয় দেশগুলো উদ্বিগ্ন। তাদের আশঙ্কা ট্রাম্প রাশিয়ার প্রতি পক্ষপাত দেখাতে পারেন। ইউরোপীয় দেশগুলোর নিরাপত্তা হুমকিতে পড়তে পারে। ট্রাম্প বুধবার পুতিনের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলে জানান। এরপর ফোনালাপে তিনি জেলেনস্কিকে পুরো বিষয় বিস্তারিত জানান। বিবিসির খবর বলছে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, আলোচনায় নিজেদের সম্পৃক্ততা না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিতে রাজি হবে না ইউক্রেন। জেলেনস্কি হুঁশিয়ারি বলেন, 'স্বাধীন দেশ হিসেবে আমরা এটা মেনে নিতে পারি না।'ট্রাম্প বৃহস্পতিবার বলেছেন, মার্কিন ও রুশ কর্মকর্তারা মিউনিখে শুক্রবার সাক্ষাৎ করবেন। ইউক্রেনকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে কিয়েভ বলেছে, মিউনিখে রাশিয়ার সঙ্গে কোনো আলোচনা হবে বলে তারা আশা করছে না। মিউনিখে তিন দিনের সম্মেলনে রাশিয়ার কোনো কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সম্মেলন মিউনিখের কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। তবে এখানে সম্মেলন হলেও অন্য কোথাও অন্য সভা হতে পারে। বিবিসির খবর বলছে, গত বুধবার ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে জেলেনস্কি বলেছেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি তাঁর অগ্রাধিকারের জায়গা, যা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়।জেলেনস্কি বলেছেন, আলোচনার টেবিল থেকে তাঁদের বাদ রাখা হলে তাঁরা কোনো ধরনের চুক্তিতে সম্মত হবেন না। জেলেনস্কি মনে করেন, আলোচনার টেবিলে ইউরোপীয় প্রতিনিধিদেরও থাকা প্রয়োজন। আলাদা এক বক্তব্যে জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়া হলে তা জোটের অন্য সদস্যদেশগুলোর জন্য লাভজনক হবে। তবে এ ব্যাপারে জেলেনস্কি বিস্তারিত কিছু বলেননি। যুদ্ধ বন্ধে প্রস্তুত থাকার বিষয়ে পুতিন যে দাবি করেছেন, তা বিশ্বাস না করার জন্য পশ্চিমা নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জেলেনস্কি।

আরিয়ান মুখে মুখেই ক্যালকুলেটরের চেয়েও দ্রুতগতিকে করে ফেলতে পারে বড় বড় সব হিসাব

বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে আমরা সাধারণত ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিই। ১৪ বছরের কিশোর আরিয়ান শুক্লার সেসবের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, আরিয়ান মুখে মুখেই ক্যালকুলেটরের চেয়েও দ্রুতগতিকে করে ফেলতে পারে বড় বড় সব হিসাব। আরিয়ানের বাড়ি ভারতের মহারাষ্ট্রে। এই কিশোর এক বছর আগে তার প্রথম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়েছিল। সেবার সে ইতালির একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে পাঁচ অঙ্কের করে ৫০টি সংখ্যা সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে মুখে মুখে যোগ করেছিল। সে এ জন্য মাত্র ২৫. ১৯ সেকেন্ড সময় নিয়েছিল।বিষয়টি যাচাই করে দেখতে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি আরিয়ানকে দুবাই ডেকে পাঠায়। সেখানে গিয়ে আরিয়ান একটি নয়, বরং ছয়টি রেকর্ড গড়ে, তাও আবার এক দিনে। গতকাল বৃহস্পতিবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে আরিয়ানের রেকর্ড গড়া নিয়ে খবর প্রকাশ পায়। সে মাত্র ৩০ . ৯ সেকেন্ডে চার অঙ্কের ১০০টি সংখ্যার যোগ, ১ মিনিট ৯ . ৬৮ সেকেন্ডে চার ডিজিটের ২০০টি সংখ্যার যোগ, ১৮ . ৭১ সেকেন্ডে পাঁচ ডিজিটের ৫০টি সংখ্যার যোগ, ৫ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে ২০ ডিজিটের একটি নম্বরকে ১০ ডিজিটের একটি নম্বর দিয়ে ভাগ করে এবং দুটি পাঁচ ডিজিটের সংখ্যাকে ৫১. ৬৯ মিনিটে গুণ করে ফেলে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ আরিয়ানের নাম দিয়েছে 'মানব ক্যালকুলেটর'। তারা আরও বলে, প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এবং নিজের মস্তিষ্কে শান দিতে আরিয়ান দিনে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা অঙ্ক (মেন্টাল ম্যাথ) করে। আরিয়ান মনে করে, কোনো প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে প্রতিদিন অনুশীলন করা অত্যন্ত গুরুপূর্ণ। কীভাবে ছেলেটি সংখ্যা গণনায় এতটা পারদর্শী হয়ে উঠল, কোথা থেকে তার ভেতরে এ দক্ষতার জন্ম হলো, তা জানেন না আরিয়ানের বাবা। অঙ্ক করার পাশাপাশি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে চায় আরিয়ান।

তেলিয়ামুড়ায় তহশিল অফিসের নতুন ভবনের উদ্বোধন

তেলিয়ামুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আপনারা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই জেলাশাসক হিসেবে আমি যখন খোয়াই এবং চাম্পাহাওরে তহশিল অফিস উদ্বোধনে ছিলাম তখন কাউকে দেখতে পাইনি সাধারণ মানুষ হিসেবে। তবে তেলিয়ামুড়ার এই বিপুল উপস্থিতি প্রমাণ করছে আপনারা তহশিল অফিসের গুরুত্ব অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখেন। এই বিষয়টা সত্যি সত্যি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তেলিয়ামুড়াতে নতুন কলেবরে নির্মিত তহশিল অফিস ভবন উদ্বোধন করতে এসে কথাগুলি বলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন। পাশাপাশি জেলা শাসক অতি দ্রুততার সাথে সমস্ত প্রকারের বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে সুন্দর তহশিল অফিস কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ যারা যারা যুক্ত ছিলেন প্রত্যেকের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে এই এলাকার বিশেষ করে রাজস্ব সম্পর্কিত কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে এই তহশীল অফিস কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ, পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার তেলিয়ামুড়াতে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিত ভৌমিক সহ বিভিন্ন বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হয় তহশিল অফিসের নতুন ভবনের। এই তহশীল অফিসের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হয়েছে।

Name Change
I, Bapi Maghi (old name) son of Rabin Majhi, residing at Bhatsala, Maheshtala, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700088, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bapi Majhi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 05/02/2025. Bapi Maghi (old name) and Bapi Majhi (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Rabin Maghi (old name) son of Anil Kumar Majhi, residing at Bhatsala, Maheshtala, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700088, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rabin Majhi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 05/02/2025. Rabin Maghi (old name) and Rabin Majhi (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Mithun Pradhania (Old Name) S/o Anil Pradhaniya Residing at Dudhkanthi Kalony, Chakdaha, P.o - Chakdah, District - Nadia, Pin - 741222 India have Changed my name and shall henceforth be known as Mithun Pradhaniya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 23/2025 Dated 13-02-2025. Mithun Pradhania (Old Name) and Mithun Pradhaniya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Anil Pradhania (Old Name) S/o Kalidas Pradhaniya Residing at Salua Colony, Vtc & P.o - Chakdah, District - Nadia, Pin - 741222 India have Changed my name and shall henceforth be known as Anil Pradhaniya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 11/2025 Dated 14-02-2025. Anil Pradhania (Old Name) and Anil Pradhaniya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Arup Kumar Maity S/o Bishnupada Maity Residing at Vill - Tutranga, P.o - Thakurchak, P.s - Belda, District - West Medinipur Pin- 721424 West Bengal India shall henceforth be known as Arup Maity. I declare that Arup Kumar Maity and Arup Maity is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-02-2025.

Name Change
I, SWAPAN KUMAR BISWAS (Old Name) S/O NIMAI BISWAS Residing at Debipur Kulgachi, Kamgachi, District - Nadia, Pin - 741254, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SWAPAN BISWAS (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2025. SWAPAN KUMAR BISWAS (Old Name) and SWAPAN BISWAS (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, ANUSREE DALUI GUPTA (Old Name) W/O INDRAJIT DALUI Residing at Rajdanga Purba Para, P.O.-E.K.T.P., P.S.-Kasba, District - Kolkata, Pin - 700107, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANUSREE DALUI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2025. ANUSREE DALUI GUPTA (Old Name) and ANUSREE DALUI (New Name) both are same and one identical person.

আবারও চীনের ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটক ফিরে এসেছে

যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপল ও গুগলের অ্যাপ স্টোরে আবারও চীনের ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটক ফিরে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক ব্যবহারের ওপর জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞাটি ৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করেছে। ফলে অ্যাপটি ব্যবহার করলে গ্রাহকদের আর কোনো জরিমানা দিতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে চীনা প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের মালিকানাধীন টিকটকের গ্রাহকসংখ্যা ১৭ কোটি। ট্রাম্প গত ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। তাঁর শপথ গ্রহণের আগে আগে যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগেই ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি টিকটক পুনর্বহাল করবেন। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিনেই ট্রাম্প নির্বাহী আদেশে টিকটকের ওপর জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করেছেন। এতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর গতকাল অ্যাপল ও গুগলের অ্যাপ স্টোরে আবারও ফিরে এসেছে টিকটক। এ ব্যাপারে টিকটক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার চেষ্টা করেছিল রয়টার্স। তবে তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার অভিযোগ তুলে টিকটকের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে চাপ দিয়ে আসছে। টিকটক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ নিয়ে আপিল করা হয়। গত বছর বাইটড্যান্সকে মার্কিন কোনো মালিকের কাছে টিকটক এ বছরের ১৯ জানুয়ারির মধ্যে বিক্রি করতে বলা হয়। কিন্তু তা করা হয়নি। এরপর মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট টিকটক নিষিদ্ধের আইনটি বহাল রাখেন। গত মাসে টিকটকের ওপর জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞা ৭৫ দিনের জন্য স্থগিত করে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন ট্রাম্প। এতে বাইটড্যান্স কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িকভাবে তাদের কার্যক্রম চালানোর সুযোগ পেয়েছে। সরকারি নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে যেসব কোম্পানি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন স্টোর বা ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস পরিচালনা করে, তারা এখন টিকটক অ্যাপ ব্যবহার করলে তাদের জরিমানার মুখে পড়তে হবে না। বাজারবিষয়ক বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান সেন্সর টাওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড হওয়া অ্যাপের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে টিকটক। ২০২৪ সালে ৫ কোটি ২০ লাখের বেশিবার অ্যাপটি ডাউনলোড হয়েছে। সেন্সর টাওয়ার কর্তৃপক্ষ বলছে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক যতবার ডাউনলোড করা হয়েছে তার প্রায় ৫২ শতাংশই ডাউনলোড করা হয়েছে অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে। আর ৪৮ শতাংশ ডাউনলোড হয়েছে গুগল প্লে থেকে।

মিউনিখে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ২৮

জার্মানির মিউনিখ শহরে আজ বৃহস্পতিবার সকালে গাড়িচাপায় অন্তত ২৮ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গাড়ি নিয়ে হামলা চালানো সন্দেহভাজন ব্যক্তি আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীপ্রত্যাশী। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিলম্ব না করে জার্মানি থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামীকাল শুক্রবার মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন শুরু হচ্ছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিসহ বিশ্বের শীর্ষ রাজনীতিবিদেরা অংশ নেবেন। তা ছাড়া আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জার্মানির জাতীয় নির্বাচন। এ পরিস্থিতিতে আজকের 'হামলাকে' গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বাভারিয়া রাজ্যের রাজধানী শহর মিউনিখের এ ঘটনাকে 'হামলা' বলে মনে করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মার্কাস সোডার। এর আগে গত ২০ ডিসেম্বর ম্যাগডেবুর্গ শহরে ক্রিসমাস মার্কেটে গাড়িচাপার এক ঘটনায় এক শিশুসহ ছয়জন মারা যান। আজ ঘটনার পরপরই পুলিশ গাড়িটির দিকে গুলি ছুড়ে হামলাকারীকে থামায় এবং গ্রেপ্তার করে। হামলাকারী আফগানিস্তান থেকে আসা ২৪ বছর বয়সের একজন শরণার্থীপ্রত্যাশী। মিউনিখের পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের কেন্দ্রস্থল ম্যাক্সভোরস্টাডট এলাকায় জার্মানির শ্রমিক সংগঠন 'ভেরডি' একটি মিছিল নিয়ে রাজপথ অতিক্রম করছিল। প্রায় আড়াই হাজার মানুষের মিছিলটির পেছনে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের একটি গাড়ি ছিল। একপর্যায়ে আচমকা একটি গাড়ি পুলিশের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে পেছন থেকে শ্রমিকদের মিছিলে ঢুকে পড়ে। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। জার্মানির সংবাদমাধ্যম ডের স্পিগেলের তথ্য অনুযায়ী, গাড়ি নিয়ে হামলাকারী ব্যক্তির নাম ফরহাদ। তাঁকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাবুলে জন্মগ্রহণকারী ফরহাদ ২০১৬ সালের শেষের দিকে জার্মানিতে আসেন। ফেডারেল অফিস ফর মাইগ্রেশন অ্যান্ড রিফিউজি তাঁর শরণার্থীর আবেদন নাকচ করে। কিন্তু তাঁকে আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়। তিনি সর্বশেষ মিউনিখ শহরে বসবাসের জন্য নিবন্ধিত ছিলেন। হামলার আগে তিনি তথাকথিত ইসলামপন্থী পোস্ট করেছিলেন। গত বছরের ২০ ডিসেম্বর তালেব আল-আবদুল মোহসেন নামের একজন সৌদি নাগরিক ম্যাগডেবুর্গ শহরের ক্রিসমাস মার্কেটে দর্শনার্থীদের গাড়িচাপা দেন। সে ঘটনায় একটি ৯ বছরের শিশুসহ ছয়জন প্রাণ হারান। আহত হন ২০৫ জন।ঘটনার পর ৫০ বছর বয়সী তালেব আল-আবদুল মোহসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ২০০৬ সালে শরণার্থী হিসেবে জার্মানিতে আসেন। পরে ২০১৬ সালে জার্মানিতে তাঁকে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আজকের ঘটনায় বাভারিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মার্কাস সোডার এ হামলায় আহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন বলেন, 'এটি শুধু ভয়াবহ ঘটনা নয়, এটি খুব বেদনাদায়ক।' বাভারিয়া রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োখিম হেরম্যান বলেন, 'সন্দেহভাজন যে আফগান ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে, তাঁর উদ্দেশ্য এখনো স্পষ্ট নয়।'

Name Change
I MD. RIZWAN AHMED son of Late Shaukat Ali, residing at 10, Alam Mistri lane, Pilkhana, P.S. Golabari, District. Howrah, PIN-711101 do hereby solemnly affirm and declare that my actual and correct name is MD. RIZWAN AHMED WHICH is recorded in my Aadhaar card vide No. 9876 5575 7113 and PAN CARD both issued government of India. But in the Birth certificate registered on 23.09.2024 at Kumar Maternity Home of my daughter name RAFIA RIZWAN wherein my name has been wrongly recorded on as RIJNWAN AHMED instead my actual & correct name MD. RIZWAN AHMED and in the Certificate of the Board of Secondary of my daughter name RAFIA RIZWAN where in my name has been wrongly recorded as SHRI RIZWAN AHMED instead of MD. RIZWAN AHMED. By an affidavit In the Court of the Ld. 1st Class Magistrate at Howrah on 12.02.2025 that MD. RIZWAN AHMED, RIJNWAN AHMED and SHRI RIZWAN AHMED are same and one identical person.

নিমপীঠে বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে বিজয়ী হয় জয়নগর ২ নং বিডিও

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে শারীরিক ব্যায়াম হয়। আর এবার প্রশাসন সামলানোর পাশাপাশি মাঠে ক্রিকেট খেলতে দেখা গেল খোদ বিডিও, বিধায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সহ বিডিওর একাধিক কর্মীদের।শুক্রবার ছুটির দিনে নিমপীঠ বিবেকানন্দ ময়দানে জয়নগর ২ নং বিডিও ও জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে আমন্ত্রন মূলক দশ ওভারের ক্রিকেট খেলা হয়ে গেল। এদিন যার উদ্বোধন করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। এদিন বিধায়ক টস করেন মাঠে। আর টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে মাঠে নামেন জয়নগর২ নং বিডিও মনোজিত বসু সহ তাঁর কর্মীরা। দশ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৩ রান করেন বিডিও তাঁর কর্মীরা। আর সেই রানকে চ্যালেঞ্জ করে মাঠে নেমে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও তাঁর সদস্যরা ১১১ রানে আউট হয়ে যান। এবং এদিনের খেলার বিজয়ী হয় জয়নগর ২ নং বিডিও ও রানার্স আপ হয় জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি। এদিন এই খেলা দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াংকা মন্ডল, ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীনা মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির চার কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, কর্ন কান্তি হালদার,ওয়াইদ মোল্লা ও সুব্রত মন্ডল এই খেলায় অংশ নেন। আর ছুটির দিনে এই খেলা দেখতে বহু দর্শক সমাগম ছিলো মাঠে।

পূর্ব বর্ধমানে বেড়ে চলেছে শিয়ালের সংখ্যা, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কোভিডের পর থেকেই পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় শেয়ালের সংখ্যা বেড়েছে। আগে মূলতঃ নদীর ধারের ঝোপজঙ্গলে শিয়ালের দেখা মিলত। মাঝেমধ্যে তারা গ্রামের প্রান্ত থেকে হাঁস-মুরগি-ছাগল টেনে নিয়ে যেত। তবে ওই পর্যন্তই। কিন্তু গত দু-তিন বছর ধরে প্রায় গোটা পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় শিয়াল বেড়েছে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যায়। আরও আশ্চর্যের, এরা প্রায়ই রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকছে। এছাড়াও প্রায়ই নানা গবাদি পশু-পাখি খোওয়া যাচ্ছে গৃহস্থের ঘর থেকে। শিয়ালের কামড় খেতে হচ্ছে অনেককে। বিশেষত যাঁরা বাইরে প্রাতঃকৃত্য সারতে যাচ্ছেন তাঁরাই আক্রান্ত হচ্ছেন বেশি। পূর্ব বর্ধমানের রায়না, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান সদর ১, বর্ধমান সদর ২, গলসি, জামালপুর, মন্তেশ্বর, বড়শুল, পাল্লা রোড, নাদরা। এ ছাড়াও কালনা, কাটোয়ার বিভিন্ন এলাকাতেও শিয়ালের উপদ্রব ক্রমেই বাড়ছে। বন দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শিয়ালের সংখ্যা বাড়াটা পরিবেশের পক্ষে খারাপ নয়। বিভিন্ন এলাকায় পোলট্রি ফার্ম বেড়েছে। তারা মুরগির বিভিন্ন দেহাংশ এদিক- ওদিক ফেলেন। এই সহজে পাওয়া খাবারের লোভে শিয়ালগুলি লোকালয়ে চলে আসছে। বর্ধমান ও কাটোয়ার দুই রেঞ্জ অফিসার জানিয়েছেন, মানুষ এখন বন্যপ্রাণী নিয়ে অনেক সচেতন। কোথাও আক্রমণ বা সংঘাতের ঘটনা ঘটলে বন দফতর ব্যবস্থা নেয়। কোনো প্রাণী আহত হলে তার চিকিৎসা করে ফের সেটিকে তার পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাণী বিশেষজ্ঞ অর্ণব দাস আবার একটু অন্য রকম মনে করেন। তাঁর কথায়, শিয়ালের খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছে। আগে শিয়াল মূলতঃ শিকার ধরেই খেত। এখন আলু, কুমড়ো, আখ সবই খাচ্ছে। এছাড়া সাধারণ মানুষ আগের মতো দেশি হাঁস, মুরগি আর না পুষে উন্নত জাতের মুরগি পুষছেন। এগুলি বেশি দৌড়তে বা উড়তে না পারায় শিয়ালের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। এই কারণেই শিয়ালের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। আর সংখ্যায় বাড়ছে বলেই পরিচিত আবাস ছেড়ে শিয়ালেরা লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসছে। এই ব্যাপারে সচেতন মানুষের মত হল, যেভাবে শিয়ালের সংখ্যা বাড়ছে তাতে এই নিয়ে কোনো পরিকল্পনা না করা হলে আগামীদিনে মানুষের সঙ্গে এদের সংঘাত বাড়বে। বাড়বে শিয়ালের কামড়ের ঘটনাও।

পণ্যবাহী গাড়ি থেকে উদ্ধার ৪৮০ লিটার হেরোইন তৈরির কাঁচামাল অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড, আটক ৩

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেলো পুলিশ প্রশাসন। তবে এবার এই সাফল্য পেলো নদীয়ার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ প্রশাসন। পাচারের আগেই আটক বিপুল পরিমানে হেরোইন তৈরির কাঁচামাল। আর এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তৈরি হয় যথেষ্ট উত্তেজনা। পুলিশ সুত্রে খবর বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে আগে থেকেই খবর ছিলো কৃষ্ণনগরের ১২ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে গাড়িতে করে হেরোইন তৈরির কাঁচামাল পাচার করার খবর। সেই মতো তল্লাশি চালায় পুলিশ প্রশাসনের তরফে। আর তাতেই মেলে এই সাফল্য। সূত্রের খবর তল্লাশি চলাকালীন একটি লরি থেকেই উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমানে হেরোইন তৈরির কাঁচামালের আটটি ড্রাম। যার মধ্যে ছিলো অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড নামক তরল পদার্থ । কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল জানান, উদ্ধার হওয়া মালগুলির আনুমানিক মূল্য ২ লক্ষ টাকা। তবে কালোবাজারি বাজারে এর দাম অনেক বেশি। আর ঘটনাস্থল থেকেই গাড়ির চালক সহ তিনজনকে আটক করে পুলিশ প্রশাসন। কোথা থেকে কোথায় এই হেরোইন তৈরির কাঁচামাল পাচার করা হচ্ছিল তা জানতে জিজ্ঞাসা বাদ শুরু করেছে পুলিশ। তবে উদ্ধার হওয়া কাঁচামালের পরিমান ৪৮০ লিটার। সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

শালবনীতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে রাজ্যের প্রথম সরকারি বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে। রাজ্যের দেওয়া জমিতে দু'টি ৮০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ ইউনিট গড়তে ১৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে জেএসডব্লিউ গোষ্ঠী। ২০৩০ নাগাদ এই কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার কথা। যার পুরোটাই কিনে নেবে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এই মর্মে রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম ও জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৫ বছর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালিয়ে ওই সংস্থা রাজ্যকে হস্তান্তর করবে।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি ১৮.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টের সময় খোলা হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার উত্তর দক্ষিণ শাখার (ব্লু লাইন) জন্য আইপি বেসড্ সিসিটিভি সার্ভেল্যান্স সিস্টেমের আপগ্রেডেশন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৮,৯৯,৯৯,০৮৩.৫৯ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১৬,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০ (শূন্য) টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** নয় মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১২-২০২৪-আর১ তারিখঃ ১৪.০২.২০২৫

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ভ্রম সংশোধন

গত ১৬।০১।২০২৫ তারিখে প্রকাশিত 'আইনি বিজ্ঞপ্তি (Abhishek Chaudhuri)' বিজ্ঞাপনের নবম লাইনে D.S.R OFFICE - এর পরিবর্তে A.D.S.R OFFICE পড়তে হবে, বিজ্ঞাপন ভুল প্রকাশে দুঃখিত।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Farol, N-F/423/ 652/2017

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001, Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: ttfltd@gmail.com, Website: www.ttfltd.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2024 (Rs. in Lakhs)

Sl no	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 Reviewed	Quarter Ended 30.09.2024 Reviewed	Quarter Ended 31.12.2023 Reviewed	Nine Months Ended 31.12.2024 Reviewed	Nine Months Ended 31.12.2023 Reviewed	Year Ended 31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations	27.11	75.56	72.23	188.84	150.52	256.49
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	(11.47)	10.38	20.77	36.98	56.65	54.13
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(11.47)	7.76	15.54	27.67	42.39	43.60
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	(11.47)	7.76	15.54	27.67	42.39	43.60
5	Equity Share Capital	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
6	Other Equity	-	-	-	-	-	1716.85
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) a.Basic(Rs.)	(0.10)	0.06	0.13	0.23	0.35	0.36
	b.Diluted(Rs.)	(0.10)	0.06	0.13	0.23	0.35	0.36

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and on the Company's website at www.ttfltd.co.in

For **Tribute Trading and Finance Limited**
Sangeeta Sethia
Managing Director
(DIN: 00585682)

Place: Kolkata
Date: February 14, 2025

হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির পুনঃজাগরণে ও প্রতিভা অন্বেষণে ভারতমাতা সংঘ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে গেছে আগের দিনের সংস্কৃতি। নেট দুনিয়া, মোবাইল কালচারে আজকের যুবসমাজ মাতোয়ারা। নেট দুনিয়া ও মোবাইল কালচার আজকের

যুবসমাজকে বিপথে চালিত করছে। যুবসমাজ মানসিক দিক থেকে অসুস্থ ও একরোখা, জেদী হয়ে পড়ছে। যুবসমাজ নানান অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। যুবসমাজ নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক - যাত্রার প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। এরা সমস্ত বিষয়ে নিজেদের নিয়োজিত করছে না। হারিয়ে যাওয়া সুস্থ সংস্কৃতির পুনঃ জাগরণে, প্রতিভা অন্বেষণে এগিয়ে এল গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলিকাতা ভারতমাতা সংঘ। এই সংঘ কলিকাতা হরিসভা প্রাঙ্গণে ৩৫ তম বর্ষ শ্রী শ্রী ঁ সন্তোষীমাতা - র আরাধনায় ব্রতী হয়েছিল। এই আরাধনা উপলক্ষ্যে ৫ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল প্রতিভা অন্বেষণের জন্য। প্রতিযোগিতার ডালিতে ছিল নৃত্য, আবৃত্তি, অঙ্কন। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ডালিতে ছিল বিস্কুট দৌড়, লজেন্স দৌড়, ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা, অংক দৌড়, হাতে দড়ি বেঁধে জিলিপি খাওয়া, সঠিক শব্দ নির্বাচন, না দেখে বল ধরা, জোড়া পায়ে (২জন) দৌড়, খাই খাই, যেমন খুশি সাজো, মিউজিক্যাল চেয়ার, আলপনা দেওয়া, শঙ্খ বাদন। এছাড়াও ছিল বস্ত্র উপহার, বাউল সংগীত, যোগ- ব্যায়াম ও জিমন্যাস্টিক প্রদর্শন, ম্যাজিক শো ও কথা বলা পুতুলের অনুষ্ঠান। রসপুর উচ্চ সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীদের পরিবেশিত নাটক যতীনের জুতো। নওপাড়া জাগ্রত সংঘ পরিবেশিত নাটক ভুষণ্ডীর মাঠ । নৃত্যানুষ্ঠান, দলগত আবৃত্তি পরিবেশন, সমবেত লোকনৃত্য, হালিশহর রংতাল থিয়েটার পরিবেশিত পাপেট (মানব পুতুল নৃত্য) শো, রায়বেঁশে নৃত্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য - লোকসংগীত। রসপুর উচ্চ সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীদের পরিবেশিত নাটক যতীনের জুতো মঞ্চস্থ হওয়ার শেষে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছন্দা সাধুখাঁ বলেন, আমি যখন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব নিয়ে আসি তখন দেখলাম বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২১ জন। ছাত্র-ছাত্রী কিভাবে বাড়ানো যায় সেই চিন্তা -ভাবনা করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নানান মজাদার খেলা, নৃত্য, গান, আবৃত্তি, নাটক শিখিয়ে তাদের মনের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করি। অভিভাবক - অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করি। এর ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ের বর্তমানে ছাত্র -ছাত্রীর সংখ্যা ৪৯ জন। তিনি এও বলেন, এই বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি অসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। সেই বিদ্যালয়গুলির ছাত্র -ছাত্রীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীরা যখন উচ্চ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, তখন তারা ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র -ছাত্রীদের পিছনে ফেলে প্রথম থেকে দশম স্থান পর্যন্ত দখলে রাখে। প্রধান শিক্ষিকা অভিভাবক - অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আপনাদের সন্তান - সন্ততিদের সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করুন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীদের সরকারিভাবে বই- খাতা, পোশাক, জুতো, দুপুরের আহার দেওয়া হয়। ছাত্র -ছাত্রীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া ছাত্র- ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্র - ছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকের পড়া মনে রাখার জন্য পাঠ উপযোগী নাটক, গানের মাধ্যমে, ছবির মাধ্যমে শেখানো হয়। ছাত্র -ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক, ব্রতচারী শেখানো হয়। আদর্শ মানুষ গড়ার জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম।

নাগরকাটায় গাড়ির ধাক্কায় বাইসনের মৃত্যু, জখম চালক

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি বাইসনের। শুক্রবার সকালে নাগরাকাটার পানঝোরা জঙ্গলে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যার জেরে আহত হয়েছেন ওই গাড়ির চালকও। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে আসে নাগরাকাটা থানার পুলিশ। এছাড়াও আসেন খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল কুমার দে ও চালসা রেঞ্জের রেঞ্জার প্রকাশ থাপা। জানা গেছে, এদিন সকালে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি বাইসন রাস্তা পারাপার করছিল। সেই সময়ই দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে বাইসনটির ধাক্কা লাগে। যার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইসনের। আহত হন গাড়ির চালকও। তাঁকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে রেফার করে তাঁকে মালবাজারে পাঠানো হয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নকশালবাড়ি মেচবস্তি এলাকায়। জানা গেছে, বান্ধবীর বাড়িতে থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল অর্পিতা মন্ডল। গতকাল বিকেল পর্যন্ত ঘুম থেকে না ওঠায় ডাকাডাকি করে তার বান্ধবী ! শেষমেষ অর্পিতার মাকে ডেকে নকশালবাড়ি হাসপাতালে আনার পর মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক! শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে। মৃত ছাত্রীর নাম অর্পিতা মন্ডল, নকশালবাড়ির খালপাড়া এলাকার বাসিন্দা। মৃতের কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিশ। অর্পিতা নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং হাতিঘিসার পরীক্ষাকেন্দ্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। তবে গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত এবং যোগ্য রেলওয়ের ঠিকাদার যাঁদের সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিভাগে নিম্নলিখিত কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-১-২৫-২৬-এলএলএইচওপেন আইটেম-১। কাজের নাম ঃ** এইএন/ওয়ার্কশপ/লিলুয়া এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে জোন নং ১-এর ২০২৫-২৬ পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত জোনাল কাজের ই-টেন্ডার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **ক্রম নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-১-২৫-২৬- এলএলএইচওপেন আইটেম-২। কাজের নাম ঃ** এইএন/ওয়ার্কশপ/ লিলুয়া এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে জোন নং ২-এর ২০২৫-২৬ পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত জোনাল কাজের ই-টেন্ডার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **ক্রম নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-১-২৫-২৬-এলএলএইচওপেন আইটেম-৩। কাজের নাম ঃ** এইএন/ওয়ার্কশপ/ লিলুয়া এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে জোন নং ৩-এর ২০২৫-২৬ পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত জোনাল কাজের ই-টেন্ডার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯০,০০,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৮০,০০০ টাকা। **ক্রম নং ৪, টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-১-২৫-২৬-এলএলএইচওপেন আইটেম-৪। কাজের নাম ঃ** এইএন/ওয়ার্কশপ/ লিলুয়া এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে জোন নং ৪-এর ২০২৫-২৬ পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত জোনাল কাজের ই-টেন্ডার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫১,০০,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,০২,০০০ টাকা। **ক্রম নং ৫, টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-১-২৫-২৬-এলএলএইচওপেন আইটেম-৫। কাজের নাম ঃ** এইএন/ওয়ার্কশপ/ লিলুয়া এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে জোন নং ৫-এর ২০২৫-২৬ পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত জোনাল কাজের ই-টেন্ডার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **ক্রম নং ৬, টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-১-২৫-২৬-এলএলএইচওপেন আইটেম-৬। কাজের নাম ঃ** এইএন/ওয়ার্কশপ/ লিলুয়া এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে জোন নং ৬-এর ২০২৫-২৬ পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত জোনাল কাজের ই-টেন্ডার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **ক্রম নং ৭, টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-১-২৫-২৬-এলএলএইচওপেন আইটেম-৭। কাজের নাম ঃ** এইএন/ওয়ার্কশপ/ লিলুয়া এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে জোন নং ৭-এর ২০২৫-২৬ পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত জোনাল কাজের ই-টেন্ডার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টায়। বিশদ টেন্ডার ও সেইসঙ্গে সংশোধনী (যদি থাকে) **https://www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে অনলাইনে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MISC-333/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TYROON TEA COMPANY LIMITED

CIN :L15421WB1890PLC000612
Regd. Office: 3, NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001
Phone No. (033) 22483236
Email: info@tyroontea.com,Website : www.tyroontea.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(Rs. in Lacs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 31.12.2024 Unaudited	Quarter ended 30.09.2024 Unaudited	Quarter ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2024 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2023 Unaudited	Year ended 31.03.2024 Audited
1	Income from Operations (Net)	1,405.37	1,583.62	1,205.84	3,950.66	4,133.18	4,465.87
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional Items	161.79	615.52	56.20	1,012.75	959.54	362.13
3	Exceptional Income / (Expenses)	-	-	-	-	-	-
4	Profit / (Loss) before tax and after exceptional Items	161.79	615.52	56.20	1,012.75	959.54	362.13
5	Net Profit / (Loss) after Tax	156.98	615.52	56.20	1,007.94	959.54	298.77
6	Total Comprehensive Income/(Expenses) for the period [Comprising Profit /(Loss) and other Comprehensive Income / (expenses) for the period]	153.48	636.64	38.08	1,051.19	921.52	330.93
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-each)	351.20	351.20	351.20	351.20	351.20	351.20
8	Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in balance sheet of Previous year)	-	-	-	-	-	3,421.11
9	Earning per Equity Share - EPS (of Rs. 10/- Each) (not annualised) Basic and Diluted (Rs.)	4.61	18.09	1.65	29.63	28.20	8.78

Note:
1 The above unaudited Finacial Result have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2025. The Statutory Auditor of the Company have carried out a limited review of the same.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarter and nine months ended 31st December, 2024. Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulation, 2015 as amended from time to time.The full format of the Quartely and nine months ended Financial Results are available on the stock exchanges website www.bseindia.com and on the Company's Website www.tyroontea.com

For and on behalf of Board of Director
Tyroon Tea Company Limited
(Anuradha Jalan)
Chairman
DIN :09059592

Place: Kolkata
Date : 14th February, 2025

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED

CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306,
Kolkata-700069Tel:033-30288506,E-mail: investors.pronto@gmail. com
CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(₹. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2024 Unaudited	Nine Months Ended 31.12.2024 Unaudited	Nine Months Ended 31.12.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2024 Audited
Total income from Operations(net)	1.48	2.33	1.52	5.15	7.02	12.29
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.95)	(1.30)	(2.54)	(5.97)	(1.26)	1.05
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(2.95)	(1.30)	(2.54)	(5.97)	(1.26)	1.05
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(2.95)	(1.30)	(2.54)	(5.97)	(1.26)	1.05
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.95)	(1.30)	(2.54)	(5.97)	(1.26)	1.05
Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
(Face value Rs.10/- per Equity Share) Reserves excluding Revaluation reserves	-			-		-
as per balance sheet of the previous accounting year Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic	(1.228)	(0.540)	(1.056)	(2.488)	(0.523)	0.437
Diluted	(1.228)	(0.540)	(1.056)	(2.488)	(0.523)	0.437

Note: (a)The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023(UFR) filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (b) The above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14th February, 2025. UFR have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Suraj Ratan Bagree
Director
DIN: 02515173

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2025

বাগিচা শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি সহ চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বৈঠক

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাগিচা শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি সহ উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করতে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এর পৌরহিত্যে আগামী মঙ্গলবার নবান্নে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, শ্রম সচিব, ভারতীয় চা পর্ষদের চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, চা বাগানের মালিক সংগঠন, ক্ষুদ্র চা চাষী সংগঠনের প্রতিনিধি দের চিঠি পাঠিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার জেলাশাসকদেরও ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED

CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : Jagatdal, North 24 Parganas, W.B.743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757 Fax: 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com Website: www.aucklandjute.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations (net)	4910.44	4298.62	12649.61	13949.58	19956.60
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	167.62	206.30	446.08	434.06	567.17
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	167.62	206.30	446.08	434.06	567.17
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	139.62	161.34	351.99	350.10	433.43
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	121.04	173.68	352.15	385.72	533.94
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	5896.14
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) Basic :	3.40	3.93	8.57	8.52	10.55
	Diluted:	3.40	3.93	8.57	8.52	10.55

Note: (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) and also on the Company's website (www.aucklandjute.com) (2) The above financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Friday, 14th February, 2025.

For Auckland International Limited
Sd/-
H.S Bayed
Executive Director
DIN:00425481

Place : Kolkata
Date :14.02.2025

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫,
ই-মেইল ঃ allianceudyog@gmail.com **CIN: L70100WB1895PLC001021**
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(ইপিএস বাদে লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত
১.	মোট আয়	৬৩.১৮	৬৮.১২	৬৯.৫৫	২০২.৮৮	২৪৮.৮৪	৩৮১.২৭
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম #)	৫০.৫৬	৫৬.১১	৫৫.১৪	১৬৫.৬৪	২০৭.৫৪	৩২৭.০৭
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে#)	৫০.৫৬	৫৬.১১	৫৫.১৪	১৬৫.৬৪	২০৭.৫৪	৩২৭.০৭
৪.	শুদ্ধ লাভ/ (ক্ষতি) ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে#)	৫০.৭১	৫৬.১১	৫৫.০৭	১৬৫.৭৮	২০৭.৪৪	২৭০.৫০
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মেলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৫৫.৫১)	৯২৫.৬৪	১৭০.৮৬	১০৯৭.৮৫	৯৫৩.৯০	৯২০.৮৩
৬.	ইকুটি শেয়ার মূলধন	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
৭.	সংরক্ষিত (সংরক্ষণ ব্যতীত পুনমূল্যায়ণ পূর্ব বছরের ব্যালেন্সসীট অনুযায়ী)	৬২৭৯.৬৩	৬২৭৯.৬৩	৫২৭১.৫১	৬২৭৯.৬৩	৬২৭৯.৬৩	৬২৭৯.৬৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলমান এবং বন্ধ কারবারের জন্য) - ক) মূল	৮.৪৫	৯.৩৫	৯.১৮	২৭.৬৩	৩৪.৫৭	৪৫.০৮
	খ) মিশ্র	৮.৪৫	৯.৩৫	৯.১৮	২৭.৬৩	৩৪.৫৭	৪৫.০৮

দ্রষ্টব্যঃ
(ক) উপরে উল্লিখিতটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলির সাথে ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল ক্ষেত্রের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.csindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.allianceudyog.co.in) এ উপলব্ধ।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা /-
(কমল কিশোর রাঠি)
পরিচালক
DIN: 00613114

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪।০২।২০২৫

লি অ্যান্ড নি সফট্ওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস্) লিমিটেড

সিআইএন-এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭
রেজি. অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেলঃ info@lnsel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com, ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(টাকা লক্ষে)

স্বতন্ত্র:

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৩৩৯.৩৬	২৬১.৩০	২২৯.৬৬	৮৩৯.১২	৬৬৫.১৯	৯১০.৮৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৯.৫০	১৫.৯৪	১৩.০১	৪৫.৭১	৩৪.৭৭	৪৮.৮৬
করের আগে সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৯.৫০	১৫.৯৪	১৩.০১	৪৫.৭১	৩৪.৭৭	৪৮.৮৬
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৫.০৯	১১.২৪	১৩.০৯	৩৩.২৬	৩৪.৮৫	৩৩.৫৫
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (ট্যাক্সের পরে)]	২৫.৩৮	(০.১৪)	১৭.৪৫	৪১.২৫	৪৮.৫৬	৪৬.২২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)						(১০৪.৭৯)
"প্রতি শেয়ারের আয় ১০ টাকা, (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)।" মৌলিক	০.০৩	০.০২	০.০২	০.০৬	০.০৬	০.০৬
মিশ্র	০.০৩	০.০২	০.০২	০.০৬	০.০৬	০.০৬

একত্রিত:

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৩৫৯.৬৫	২৮১.৪৩	২৫০.৫১	৯০০.৮৭	৭৬২.১৯	১০২৯.১৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	২৪.৩৫	৯.৭৪	১৩.৯৮	৪২.৩৫	৬৬.৯২	৬৫.১১
করের আগে সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	২৪.৩৫	৯.৭৪	১৩.৯৮	৪২.৩৫	৬৬.৯২	৬৫.১১
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৮.৮৭	৪.৬৫	১৪.০৯	২৮.৪৪	৬৭.০৩	৪৯.৮০
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (ট্যাক্সের পরে)]	৫০.১১	(১৫.৫২)	৩৩.৫৭	৫৪.০০	১০৮.৬১	৮৯.৩৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)						৭৮.৭৭
"প্রতি শেয়ারের আয় ১০ টাকা, (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)।" মৌলিক	০.০৩	০.০১	০.০৩	০.০৫	০.১২	০.০৯
মিশ্র	০.০৩	০.০১	০.০৩	০.০৫	০.১২	০.০৯

মন্তব্যঃ উপরে বর্ণিত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের বিস্তারিত ফর্ম্যাট এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি যা এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে, তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) পাওয়া যাচ্ছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
স্বা/-
সাগরমল গুপ্তা
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৫৩৬৪২৮

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৫

কলকাতা লিগ নিয়ে এবার লাল-হলুদকে খোঁচা বাগান সচিবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ নিয়ে কিছুতেই যেন শেষ হচ্ছে না বিতর্ক। এবারের এই ফুটবল টুর্নামেন্ট জয়ের ক্ষেত্রে ইমামি ইস্টবেঙ্গল অন্যতম দাবিদার হিসেবে বিবেচিত হলেও তাঁদের সঙ্গেই লড়াইয়ে ছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গত বছরের শেষের দিকে এই লিগ শেষ করার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। সুপার সিক্সের বেশ কিছু ম্যাচ বাকি থাকলেও সেগুলি আয়োজন করা নিয়ে দেখা দিয়েছিল বহু সমস্যা। যারফলে পরবর্তীতে ম্যাচ গুলি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছল বঙ্গীয় ফুটবল ফেডারেশন। তারপর গত মাসের মাঝামাঝি সময় কলকাতা লিগের বাকি ম্যাচ গুলির সূচি প্রকাশ করা হয় আইএফএর তরফে। সেই অনুযায়ী গত ১৩ ই ফেব্রুয়ারি দুপুরে কলকাতা ফুটবল লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ডায়মন্ড হারবার এফসির। প্রথমে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্চল স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ আয়োজন করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে সেটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে। তবে এমন দিনে ডায়মন্ড হারবার মাঠে আসবে কিনা সেই নিয়ে অনেক আগে থেকেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন মহলে। পরবর্তীতে সেটাই সত্য হয়ে ওঠে। ম্যাচ শুরু সময় থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিট প্রতিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করার পর এই ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে ম্যাচ কমিশনারেট। সেক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষ দল তথা ইস্টবেঙ্গল ওয়াক ওভার পাওয়ার পরিস্থিতি থাকলে ও সেটা এখনো চূড়ান্ত নয়। হিসাব অনুযায়ী দেখলে এই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট পেলে অপরাজিত থেকে অনায়াসেই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে মশাল ব্রিগেড। সেই মতো অনেকেই মনে করতে শুরু করেছেন যে এবার হয়তো মরসুমের প্রথম ট্রফি আসতে চলেছে লাল-হলুদ তাঁবুতে। যদিও সেটি এখনও স্পষ্ট নয়। এসব নিয়েই বঙ্গীয় ফুটবল ফেডারেশনের সমালোচনা করার পাশাপাশি এবার পড়শী ক্লাবকে খোঁচা দিলেন দেবাশিস দত্ত। তিনি বলেন, ''যে ক্লাব এখন আর খেলে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে না। তাঁদের যদি টুর্নামেন্ট বা ট্রফি দরকার হলে তাহলে তো আইএফএ। তাছাড়া কারা যেন বলেছিল আমরা রেফারি কেনা বেচা করে আমরা ট্রফি জিতি। এতো দেখছি পুরো অ্যাসোসিয়েশনকে সাথে নিয়ে নিয়েছে। আমি বলছি না কেনা বেচা হয়েছে। কিন্তু যে অ্যাসোসিয়েশন ট্রফি পাচ্ছে না বলে মরণপন চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ কখনও মিটিং করে রাতারাতি পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছে। আবার চাপে পড়ে সেই পয়েন্ট ফেরত দিয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হয় এবারের কলকাতা লিগের নাম হওয়া উচিত ওয়াক ওভার লিগ। এমন পদ্ধতিতে মোহনবাগান যদি চ্যাম্পিয়ন হতো তাহলে আমি ডায়মন্ড হারবারের সাথে আলোচনায় বসতাম। জিগ্যেস করতাম আপনারা কবে খেলতে চান। আপনারা যেদিন খেলতে চান আমরা সেদিন খেলতাম।''

রো-কো'র ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় খোলাসা শুভমন গিলের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত কয়েক বছরে ভারতীয় ক্রিকেটে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছে শুভমন গিল। যদিও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর, তবুও বিশ্বকাপের ট্রফি জেতার পর গিলের মুখে উজ্জ্বল আবেগ ঝরেছে। সদ্য, এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় দলের এই তরুণ ব্যাটসম্যান প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির ভবিষ্যত নিয়ে তাঁর ভাবনা। তিনি জানিয়েছেন, ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুটি বড় নামের অবসর নেওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে এক বিশেষ অনুভূতির ছিল। শুভমন গিলের কথায়, ''টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলি ও রোহিতদের খেলার কথা আমরা তখন জানতাম না। অনেকেই চিন্তা করেছিলেন, হয়তো তাঁদের জন্য সেটি শেষ বিশ্বকাপ হবে। কিন্তু যখন আমাদের দলের জন্য নয়, ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের জন্যও একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত ছিল'', গিল বলেন। বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে শুভমন গিলের অনুভূতি ছিল গভীর। ''যতটা আনন্দ আমি অনুভব করেছি, তা প্রকাশ করা কঠিন। রোহিত ও বিরাট দাদার সঙ্গে আমাদের টিম মিটিংয়ের সময় যখন সবার চোখে আনন্দ ছিল, তখন মনে হচ্ছিল একদিন আমরা প্রত্যেকে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। আর তা সম্ভব হয়েছে, দেশের সমর্থন আর দলের একসাথে কাজ করার জন্য।'' এই সবকিছুর মধ্যেও, গিল নিজেকে নিয়েও কিছু কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, ''বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাওয়া না পেলেও দলের অংশ হতে পারাটা এক বিশাল ব্যাপার ছিল। আমি জানি, আমার জন্য সামনে আরও অনেক সুযোগ অপেক্ষা করছে। তবে দলের জয়ে এক সদস্য হিসেবে

আমি তাঁদের বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে দেখলাম, আমার জন্য সেটা ছিল এক অসাধারণ মুহূর্ত। রোহিতভাই এবং বিরাটভাইকে একসঙ্গে বিশ্বকাপ জয়ী হিসেবে দেখাটা সত্যিই স্বপ্নের মতো ছিল।'' বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় দলের সদস্যরা যে মুহূর্তে নতুন যুগের শুরু করছেন, সে বিষয়ে শুভমন গিল নিশ্চিত। তাঁর মতে, ভারতীয় ক্রিকেট দল দীর্ঘ সময় ধরে কোনো আইসিসি ট্রফি জিততে পারেনি। তবে বিশ্বকাপ জয় সেই খরার অবসান ঘটিয়েছে। ''ভারতীয় দলের জন্য এটি নতুন এক দারুণ সময়ের শুরু হয়েছে'', গিল বলছেন। তবে এই বিশ্বকাপ জয় তার জন্য একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল। শুভমন গিল ফাইনাল ম্যাচের মূল সময় মাঠে খেলেননি, কারণ তিনি ছিলেন রিজার্ভ প্লেয়ার। তবে, তিনি মনে করেন, বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা শুধু খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা দলের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে উঠেছে। গিল বলেন, ''আমি ওয়াশিংটনে ছিলাম, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। সেই সময়েই আমি ম্যাচের শেষ কয়েকটা ওভার দেখেছিলাম। পুরো ম্যাচ না দেখতে পেলেও শেষ চার ওভার দেখার পরে আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ আগের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স সেভাবে ভালো হয়নি। এবার সেই হারানোর কষ্ট ঘোচানোর পর আমরা ট্রফি হাতে পেলাম।'' শুভমন আরও জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ জয় শুধু খেলার দিক থেকে নয়, বরং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি তাঁর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল। ''বিশ্বকাপের জয় আমাদের জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এটা শুধু অংশ নেওয়াটা আনন্দের।'' এর পাশাপাশি, গিল দলের জন্য তাঁর ভূমিকা নিয়ে বলেছেন, ''আমি জানি, আমার পক্ষে আরও অনেক কিছু করার সুযোগ থাকবে। আমার লক্ষ্য দলের সেরা হতে এবং ভবিষ্যতে আরও আইসিসি ট্রফি জেতা।'' এছাড়া, গিল আক্ষেপের সুরে বলেন, ''বিশ্বকাপে আমাদের সবার বড় লক্ষ্য ছিল দলকে জেতানো, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে খেলার সুযোগ না পাওয়ার বিষয়টি আমার জন্য একটু কষ্টদায়ক ছিল। তবে এটি প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্যই স্বাভাবিক, কারণ প্রত্যেকে তাদের সুযোগের জন্য প্রস্তুত থাকে।' তবে তিনি যে নিজের অঙ্গীকারে অবিচল, তা স্পষ্ট। তাঁর লক্ষ্য শুধু ভালো ক্রিকেট খেলা নয়, বরং ভারতের ক্রিকেট দলকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও উন্নত করা। ''আমার মনে হয়, আমি এখন যে পথটিতে আছি, তার মাধ্যমে আমি আরও বড় সুযোগ পাবো এবং ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য কিছু বড় অর্জন এনে দিতে পারবো'', শুভমন গিল মন্তব্য করেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য এটি এক নতুন যুগের সূচনা, যেখানে তরুণদের সাহসিকতা এবং অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের নেতৃত্ব একসঙ্গে মিলিত হচ্ছে। শুভমন গিলসহ তরুণ ক্রিকেটাররা ভবিষ্যতে দেশকে আরও অনেক সম্মান এনে দিতে সক্ষম হবে, এমনটাই আশা করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। শেষ পর্যন্ত, শুভমন গিলের এই বিশ্বকাপ অভিজ্ঞতা ভারতীয় ক্রিকেটের এক নতুন প্রেরণা হয়ে থাকবে, যা তার দলকে আরও শক্তিশালী এবং সাহসী করবে, নতুন শিখর ছোঁয়ার জন্য।

বাড়ল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাইজ মানি

খেতাব জিতলেও ঋষভ-শ্রেয়সের চেয়ে কম টাকা!

দুবাই, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আট দলের মিনি বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন। দুবাইয়ে ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের প্রাইজ মানি ঘোষণা করে দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। তারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। যদিও টুর্নামেন্ট হবে হাইব্রিড মডেলে। ভারতের সব ম্যাচই দুবাইয়ে। ভারত ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচও। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মোট প্রাইজ মানি এবং চ্যাম্পিয়ন টিম কত পাবে, তা প্রকাশ্যেই। সেটা যদিও ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আইয়ারের আইপিএল দরের চেয়েও কম! শেষ বার এই টুর্নামেন্ট হয়েছিল ২০১৭ সালে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাইজ মানি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। সব মিলিয়ে ৫৩ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ গত সংস্করণের চেয়ে ডাবলেরও বেশি। চ্যাম্পিয়ন টিম পাবে ২.৪ মিলিয়ন মার্কিন

ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২০.৮ কোটি টাকা। কোনও টিম পাঁচটি ম্যাচই জিতে চ্যাম্পিয়ন হলে সব মিলিয়ে আর্থিক পুরস্কার পেতে পারে ভারতীয় মুদ্রায় ২২ কোটির মতো। তাতেও অবশ্য ঋষভ পন্থ কিংবা শ্রেয়স আইয়ারের থেকে পিছিয়ে। টুর্নামেন্টের জন্য সব মিলিয়ে ৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক পুরস্কার থাকছে। রানার্স টিম পাবে ১.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১০.৪ কোটি। সেমিফাইনালে বিদায় নেওয়া দল পাবে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫.২ কোটির মতো। প্রতিটা ম্যাচ জয়ের জন্যও আর্থিক পুরস্কার থাকছে। প্রত্যেকটা ম্যাচ পিছু দলগুলোকে ২৯ লাখ ৫২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। সে কারণেই টুর্নামেন্টে পাঁচটি ম্যাচ জিতে কেউ চ্যাম্পিয়ন হলে সেই টিম সর্বাধিক ২২ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার পেতে পারে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের স্কোয়াডে রয়েছেন ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আইয়ারও। আগামী আইপিএলে ঋষভ পন্থ খেলবেন লখনউ সুপার জায়ান্টসে। তাঁকে ২৭ কোটি টাকায় নিয়েছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। অন্যদিকে, শ্রেয়স আইয়ারকে ২৬.৭৫ কোটি টাকায় নিয়েছে পঞ্জাব কিংস। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বিজয়ী দলের প্রাইজ মানি এই দু-জন তো অবশ্যই, আরও অনেকের আইপিএল দরের চেয়ে কম!

'মেসি জাদুকর, ওর সঙ্গে রোনাল্ডোর তুলনাই চলে না', বোমা ফাটালেন একদা সতীর্থ দি মারিয়া

বুয়েনস আইরেস, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ভাল ফুটবলার। কিন্তু জন্মেছেন ভুল জমানায়। এমন জমানা যেখানে এক জাদুকর ফুটবলের ময়দান রাজ করেছেন। তা ছাড়া তথ্যও তো তাই-ই বলে। একজনের দখলে পাঁচটি ব্যালন ডি'অর, অন্যজন জিতেছেন আটটি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর স্বঘোষিত শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বকে নস্যাৎ করে এভাবেই মেসিকে সেরা বলে বেছে নিলেন অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া। উল্লেখ্য, মেসি ও রোনাল্ডো দুজনের সঙ্গেই ফুটবল খেলেছেন এই আর্জেন্তিনীয় তারকা। প্রথম জন তো ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে বেড়ে উঠেছেন, খেলেছেন যুব দলে। অন্যদিকে ২০১০-১৪ সাল পর্যন্ত রিয়ালে রোনাল্ডোর সঙ্গী ছিলেন দি মারিয়া। একজন বাম উইং অন্যজন ডান উইং ধরে ছুটে চলতেন। সেই স্মৃতিকেই উস্কে তিনি বলেছেন, ''রোনাল্ডো নিজেকে সেরা এবং সবচেয়ে কমপ্লিট ফুটবলার বলে ঘোষণা করেছে। এতে আমি এতটুকু অবাক হইনি। ও বরাবরই এরকম। রোনাল্ডোর সঙ্গে

আমি চার বছর কাটিয়েছি। এর আগেও অনেকবার ও এমন দাবি করেছে। আসলে ও জন্মেছে ভুল সময়ে, ভুল যুগে। এমন জমানায়, যখন অন্য একজন জন্ম নিয়েছে, যার হাতে রয়েছে জাদুকরের লাঠি। আর বাস্তব তথ্যও তো এই কথাই বলে। একজনের দখলে পাঁচটি ব্যালন ডি'অর খেতাব, অন্যজনের আটটি!'' শুধু এখানেই থেমে থাকেননি দি মারিয়া। যোগ করেছেন, ''এ ছাড়াও অনেক ফারাক রয়েছে দুজনের। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া একটি, দু'বার কোপা আমেরিকা জেতা আরেকটি কারণ। মেসিকে খেলতে দেখলে মনেই হয় না ফুটবল খেলা কোনও বড় ব্যাপার। মনে হয়, ও নিজের বাড়ির বাগানে ছেলেখেলা করছে। আর এভাবেই একই ধাঁচের গোল একবার, দু'বার নয়, বছরের পর বছর আঠারো, কুড়ি বছর ধরে করে গেছে মেসি।'' উল্লেখ্য, আর্জেন্তিনার হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের পর জাতীয় দল থেকে অবসর নেন দি মারিয়া। যদিও তারপর ক্লাব স্তরে খেলে চলেছেন তিনি। আপাতত পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকার হয়ে মাঠে নামেন রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন ফুটবলার।

জাতীয় গেমসে রেকর্ড ১৬ সোনা জয় বাংলার

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ১৬ সোনা। ১৩ রুপো। ১৮ ব্রোঞ্জ। মোট ৪৭ পদক নিয়ে এবারের জাতীয় গেমসে অষ্টম হল বাংলা। যে পারফরম্যান্সকে বাংলার সর্বকালের সেরা বলছেন রাজ্যের প্রবীণ ক্রীড়াকর্তারা। একই মত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরীর। তাঁর কথায়, ''এর আগে গেমসের কোনও আসরে ১৬ সোনা জয় বা প্রথম দশে থাকার মতো পারফরম্যান্স বাংলা করছে বলে মনে পড়ছে না। আমরা বাংলার ক্রীড়াবিদদের এই সাফল্যে খুবই খুশি। জিমন্যাস্টিক্স, টেবল টেনিসে দুর্দান্ত ফল হয়েছে। জুডোর মতো খেলায় দীর্ঘদিন পর আমরা পদক পেলাম।''

ওমেন প্রিমিয়ার লিগের অধিনায়কত্ব নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস মন্ধানার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা বিশ্বাস করেন যে, ক্যাপ্টেন্সির দিক থেকে সর্বদা শেখার সুযোগ থাকে এবং ওমেন প্রিমিয়ার লিগ তার ক্যাপ্টেন্সির দক্ষতা এবং ক্রিকেটার হিসেবে তার উন্নতির ক্ষেত্রে একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। মন্ধানা বলেন, গত দুটি মরসুমে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তিনি অনেক কিছু শিখেছেন এবং তার নেতৃত্বের শৈলী অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। গত বছর, মন্ধানার নেতৃত্বে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দ্বিতীয় মরসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসকে আট উইকেটে পরাজিত করে ডব্লুপিএল-এর শিরোপা জেতে। এবার, তৃতীয় মরসুমের প্রথম ম্যাচে গুজরাট জায়েন্টসের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে নামবে তারা। মন্ধানা জানিয়েছেন, ''ক্যাপ্টেন্সি একটি এমন বিষয়, যেখানে আপনি কখনোই ভাবতে পারেন না যে আপনি সব কিছু জানেন, কারণ ক্রিকেট প্রতিদিন নতুন কিছু শেখায়। ক্যাপ্টেন্সি এমন একটি বিষয়, যে কোন মুহূর্তে আপনি ভাবতে পারেন যে আপনি সব কিছু জানেন, কিন্তু ক্রিকেট প্রতিদিন আপনাকে নতুন কিছু শিখিয়ে যায়। প্রথম বছর থেকে দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত আমার মধ্যে অনেক বড় পরিবর্তন এসেছে'',- বলেন মন্ধানা। তিনি আরও বলেন, ''ক্যাপ্টেন হওয়ার চেয়ে বেশি কিছু পরিবর্তন হয়েছে, আমি ব্যক্তি হিসেবে অনেক পরিবর্তন অনুভব করেছি। গত ২-৩ বছরে আরসিবি এবং ভারতীয় দলের সঙ্গে আমার যাত্রায় অনেক কিছু শিখেছি এবং এখনও শিখছি। কখনোই কেউ মনে করতে পারে না যে সে সম্পূর্ণ খেলোয়াড়।'' এই সময়ে কিছু চোট সমস্যা থাকার পরও, মন্ধানা তার দলে থাকা খেলোয়াড়দের নিয়ে খুশি। ''আমি খুব আগ্রহী, বেঙ্গালুরুতে ভালো একটি ক্যাম্প ছিল। ছেলেরা খুব ভালো প্রস্তুত, অনেক নতুন ছেলে এসেছে, অনেক এনার্জি আছে এবং বিদেশি খেলোয়াড়রাও ২-৩ দিনের মধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে, তাই পুরো দল সম্পূর্ণ মনে হচ্ছে এবং তৃতীয় মরসুমের জন্য অপেক্ষা করছি'',- বলেন মন্ধানা। তিনি

আরও বলেন, ''চোটগুলো আমাদের গত এক থেকে দেড় মাসে বড় প্রভাব ফেলেছে, তবে চোট কোনো কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। আমাদের ভালো একটি অকশন ছিল, আমরা খুব ভালো কিছু নতুন খেলোয়াড় পেয়েছি এবং আমাদের বিদেশি প্রতিস্থাপনও ভালো মানের খেলোয়াড়।'' গুজরাট জায়েন্টস, যারা এবছর অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে গার্ডনারের অধীনে নেতৃত্ব দেবে, তাদের প্রশংসা করেছেন মন্ধানা। তিনি বলেন, ''তারা অনেক পরিবর্তিত দেখাচ্ছে, ভালো একটি অকশন হয়েছে। টি-টোয়েন্টি লিগে সব পাঁচটি দলই ভারসাম্যপূর্ণ। সব কিছু নির্ভর করবে সেখানে গিয়ে কেমন ক্রিকেট খেলা হয় তার ওপর, যে দল সেদিন ভালো ক্রিকেট খেলবে, তারা জিতবে।'' গার্ডনারের প্রতি তার শ্রদ্ধার কথা জানিয়ে মন্ধানা বলেন, ''তিনি (গার্ডনার) মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার এবং তিনি এমন একজন ব্যাটসম্যান যিনি খুব সহজে বল আকাশে উড়াতে পারেন। তিনি একটি যোদ্ধা, এটি তার নেতৃত্বেও থাকবে।'' মন্ধানার এই বক্তব্যের মাধ্যমে তার নেতৃত্বের মানসিকতা এবং দলের প্রতি তার দায়িত্বশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি জানিয়েছেন যে ডব্লুপিএল তার জন্য শেখার একটি বড় সুযোগ এবং প্রতিটি নতুন মরসুমে নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদিও চোট সমস্যা কিছুটা বাধা তৈরি করেছে, তবে মন্ধানা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তার দল এবারের মরসুমেও সেরা পারফরম্যান্স দিতে সক্ষম। এছাড়া, মন্ধানা মনে করেন যে ভারতের ক্রিকেটে ডব্লুপিএল একটি বড় ভূমিকা পালন করছে এবং এটি দেশের মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। ডব্লুপিএল-এর মাধ্যমে কেবল ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে মহিলা ক্রিকেটের মান আরো উঁচু হয়েছে এবং আরও অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের উত্থান হচ্ছে। আগামীতে ডব্লুপিএল-এর তৃতীয় মরসুমে স্মৃতি মন্ধানা এবং তার দল আরসিবি নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে এবং তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একসঙ্গে কাজ করবে। এই মরসুমে আরসিবি'র প্রত্যাশা অনেক বেশি এবং তারা পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে যেন আবারও শিরোপা অর্জন করতে পারে।

আইপিএলের প্রথম ম্যাচে কেকেআর বনাম আরসিবি!

মুম্বই, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ গতবারের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে কেকেআর খেলবে। কিন্তু ইডেনের ওই ম্যাচে নাইটদের প্রতিপক্ষ কে? সূত্রের খবর, আরসিবির বিরুদ্ধে হয়তো প্রথম ম্যাচ খেলতে চলেছে কেকেআর। উদ্বোধনী ম্যাচের আগে বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে বোর্ড। বেশ কিছু চমক থাকতে পারে আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

অমীমাংসিত আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল লড়াই, শেষ ম্যাচেই শিরোপা নির্ধারণ

কারাকাস, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ জিতলেই শিরোপা-এমন সমীকরণ নিয়ে আজ সকালে দক্ষিণ আমেরিকা অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলকে ৬-০ গোলে হারানোয় এই ম্যাচে ফেবারিট ভাবা হচ্ছিল আর্জেন্টিনাকেই। তবে ব্রাজিলের জন্য এই ম্যাচটা ছিল প্রতিশোধের। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে চেষ্টা করেও জিততে পারেনি তারা। তবে গ্রুপ পর্বের মতো হারের তিক্ততা নিয়েও মাঠ ছাড়তে হয়নি ব্রাজিলকে। ম্যাচটা ড্র হয়েছে ১-১ গোলে। আর ড্র হওয়ার কারণে শিরোপা নির্ধারণও অমীমাংসিত রয়ে গেল। এখন শেষ ম্যাচের ফল দিয়েই নির্ধারিত হবে শিরোপা। প্রতিযোগিতার শেষ ম্যাচে আগামী রবিবার ব্রাজিল খেলবে চিলির বিপক্ষে এবং আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে। আজকের ড্রয়ের পর ব্রাজিলের পয়েন্ট ৪ ম্যাচে ১০। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে আর্জেন্টিনা। এ পরিস্থিতিতে শেষ ম্যাচের পরও যদি দুই দলের পয়েন্ট সমান থাকে তবে গোল ব্যবধানেই

নির্ধারিত হবে শিরোপা। কারাকাসে আজ শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল আর্জেন্টিনার দখলে। আক্রমণ, বল দখল এবং সুযোগ তৈরিতে এগিয়ে ছিল তারাই। পাশাপাশি ব্রাজিলের অগোছালো ফুটবলের কারণে বাড়তি সুবিধাও পেয়েছে আর্জেন্টিনা। সংগ্রাম করতে থাকা ব্রাজিল প্রথমার্ধে একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। ব্রাজিল না পারলেও আর্জেন্টিনা ভুল করেনি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে পাওয়া পেনাল্টিকে ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে তারা। ম্যাচের ৩৮ মিনিটের মাথায় হুলিও সোলারকে বক্সের ভেতর ব্রেনো বাইদন ফেলে দিলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিকে কোনো ভুল করেননি আর্জেন্টাইন তরুণ ক্লদিও এচেভেরি। দলকে এগিয়ে দেন ১-০ গোলে। পিছিয়ে থেকেই শেষ পর্যন্ত বিরতিতে যেতে হয় ব্রাজিলকে। বিরতির পরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে বেশ সংগ্রাম করতে দেখা হচ্ছিল ব্রাজিলকে। অন্য দিকে আর্জেন্টিনা চেষ্টা করছিল ব্যবধান বাড়িয়ে ম্যাচের ইতি টেনে দিতে। যদিও এ লক্ষ্যে সফল হয়নি তারা। উল্টো ৭৮ মিনিটে দারুণ এক গোলে ম্যাচে ফিরে আসে ব্রাজিল। ইগর সিরোতের সহায়তায় দারুণ ফিনিশিংয়ে ব্রাজিলকে সমতা এনে দেন রায়ান। এই গোলের পর আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠে ব্রাজিল। এ সময় আর্জেন্টিনার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেও খেলেছে তারা। তবে একাধিকবার কাছাকাছি গিয়েও শেষ পর্যন্ত পাওয়া হয়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। শেষ দিকে গোল না হলেও উত্তাপ ছড়িয়েছে বেশ। মাঠে একাধিকবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের খেলোয়াড়েরা, যার ফলস্বরূপ রেফারিকে বারবার কার্ড দেখাতে হয়েছে। এদিন সব মিলিয়ে ৮ বার হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন রেফারি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com